পাবন

শ্রীরাধিকানাথগোস্বামীপ্রভুপাদ

কর্ত্তৃক

বাঙ্গালাভাষায়ব্যাখ্যাত

এবং

শ্রীগৌরাঙ্গদাসানুদাসকুক্কুরাভাস

শ্রীরামদয়ালঘোষকর্ত্তৃকসঙ্কলিত।

সম্মানং কলয়তি ঘোর গরলং নীচাপমান সুধাং ॥
শ্রীরাধা মুরলীধরং ভজ সখে! বৃন্দাবন মাত্যজ ॥

অতি ঘোর বিষসম দেখিয়া সম্মান,
অপমান দেখি ভাই! অমৃত সমান;
সুমধুর বৃন্দাবন কভু না ছাড়িয়া,
শ্রীরাধামুরলীধর ভজ প্রাণ দিয়া।

শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতী।

কলিকাতা

৪১০ শ্রীচৈতন্যাব্দ।

[মূল্য আট আনা মাত্র]

শ্রীশ্রীগোরাঙ্গশশী
বিজয়তে।

শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা।

শ্রীশুদ্ধি-পত্র।

আমারই মূর্খতা দোষে অশুদ্ধ পদ থাকিয়া গিয়াছে। অতএব শ্রীভক্তবৃন্দের শ্রীপাদপদ্মে এই নিবেদন যে, তাঁহারা এই শ্রীগ্রন্থ পাঠ করিবার পূর্ব্বে অশুদ্ধ স্থল গুলি শুদ্ধিপত্রানুসারে শুদ্ধ করিয়া লইবেন। তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে আমার এই প্রার্থনা যে, তাঁহারা যেন নিজ নিজ কৃপাগুণে এ অধমের অপরাধ ক্ষমা করেন। ১২ পৃঃ বিশেষ দ্রষ্টব্য। নিঃ শ্রীরাঃ দঃ ঘোষ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬	২	দবী	দেবী
৩১	১	কৃত	কৃতো
ঐ	১	শ্রেষ্ঠ	শ্রেষ্ঠঃ
ঐ	৩	গদা	র্গদা
ঐ	ঐ	ভূ	ভূঃ
ঐ	৪	সপার্ষদ	সপার্ষদঃ
ঐ	ঐ	দেব	দেবঃ
ঐ	ঐ	শচীনন্দন	শচীনন্দনঃ
৩৩	৬	কিন্তু তায়	কস্মৈ
৩৪	৭	চরিতামৃতোক্তঃ	চরিতামৃতোক্তেঃ
ঐ	১৮	শ্রীমদ্ভাগবত	শ্রীভগবদ্

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৬	১০	উত্তমা	উত্তম
ঐ	১৫	উত্তমা	উত্তম
ঐ	১৬	শ্রেষ্ঠং	শ্রেষ্ঠা
৫০	৩	চতুর্ব্বর্গবাঞ্ছা	অজ্ঞানংচতুর্ব্বর্গবাঞ্ছা
৫৮	৩	বিস্তত	বিস্তৃত
৬১	১৯	কীর্ত্তনে	কীর্ত্তন
৬২	২	শ্রুতি	শ্রুতিঃ
ঐ	১৭	ধারণাং	ধারণা
ঐ	১৮	ধ্যান	ধ্যানং
ঐ	১৯	ধ্রুবানুস্মৃতি	ধ্রুবানুস্মৃতিঃ
ঐ	২০	সমাধিং	সমাধিঃ
৭১	১৫	মাধুনিকি	মাধুনিকী
৭২	৭	পিতামহা	পিতামহাঃ
৭২	১৮	পিতৃলোকবাসিগণ যথা স্থানে পঁহুছিয়া দেন অর্থাৎ নিজ নিজ কর্ম্মফলে পিতৃ আদি পূর্ব্ব পুরুষ-গণ যিনি যে থানে থাকুন তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দেন।	পিতৃলোকবাসিগণ যথা স্থানে থাকিয়া প্রাপ্ত হন। পূর্ব্ব পুরুষগণ কর্ম্মফল ও মোক্ষসুখ যাহা যাঁহার ভোগ্য তাহাই ভোগ করিতেছেন।
৭৩	১৫	ব্রজভূমা	ব্রজভূমৌ
৭৪	৪।৫	সত্যঃ সত্যঃ	সত্যং সত্যং

শ্রীশুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৬	১৪	ভবানের	ভগবানের
৭৯	৭	বিঘ্ন	বিঘ্নঃ
৮১	১০	আনন্দে	রসময় পদার্থে
৮৯	৬	তোষয়ে	তোষায়
৯৪	১০	স্থলে	মধ্যস্থলে
১০১	১১	চ্চে কিং করা	রেব কিঙ্করাঃ
১০২	৯	ভৃঙ্গ	ভৃঙ্গো
১০৪	১৮	নেষ্ঠায় দঙ্গিনিবসে	নেষ্ঠা যদঙ্গিনি রসে
১০৮	১৬	প্রেমাদ্বরো	প্রেমাদ্বয়ো
ঐ	ঐ	ভাগয়তি	ভাসয়তি
১১২	৭	বারুণি	বারুণী
ঐ	ঐ	ব্রজস্নৈন্দ্রিকিমাপ্নুয়াং	ব্রজস্নৈন্দ্রিং কিমা- প্নুয়াৎ
১১৩	৩	আপাদ্যাপি	আপদ্যাপি
ঐ	ঐ	সাধবানো	সাবধানো
১১৬	১৯	শেষ	শেষঃ
১১৭	৮	শুদ্ধী	ও শুদ্ধি
১২৩	১০	প্রেমাণাং	প্রেমাণং
১২৩	১০	ধ্যায়ত	ধ্যায়তঃ
ঐ	১৫	রূপ	রূপঃ
১২৪	১৪	সাহায্য	সহচর্য্য
১২৬	১৮	কুর্য্যাৎ	কুর্য্যাং
১৩১	১	শৃণুয়াদ্দথ	শৃণুয়াদথ

শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩১	৩	মাদ্বপ	মাস্বপ
১৩৩	৪	ব্যাথা	ব্যথা
ঐ	১৬	সঙ্গেত	সজ্জেত
ঐ	১৭	শ্রীভাগবতোক্তঃ	শ্রীভাগবতোক্তেঃ
১৩৬	৪	পাশানিতি	পাশালিভি
ঐ	৬	ছল্যে	হন্যে
ঐ	৬	বকভীৎ	বকভিৎ
ঐ	৭	সসথা	সযথা
১৪৮	১১	শ্রীমহম্মদ	শ্রীহুসেন

ইতি শ্রীশুদ্ধিপত্র।

শ্রীশ্রীগৌরাশশী

বিজয়তে।

শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা।

শ্রীশ্রীউৎসর্গ পত্র।

শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীযুক্ত গৌর বিনোদিয়া গোস্বামী
প্রভুপাদ
দাদামহাশয় শ্রীশ্রীচরণকমলেষু।

দাদা প্রভো,

এই ভুবনমণ্ডলে শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণচন্দ্র অথবা তাঁহার অংশকলাগণ নানাদেশে নানাভাবে অবতারলীলা করিয়া বদ্ধজীববৃন্দের প্রতি অশেষ করুণা প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার যেরূপ করুণাময় এবং ঔদার্য্যপূর্ণ এমন আর কোন অবতার নহেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব পূর্ণ পূর্ণ অবতার। আপনারাই এই অবতার করাইয়াছেন। আপনাদের কৃপাবলেই বদ্ধ জীবকুল শ্রীকৃষ্ণ সান্নিধ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া ভীষণ সংসার ও কালের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, পাইতেছে এবং পাইবে। এই হেতু নিখিল সংসার আপনাদের শ্রীচরণে চিরঋণী। এ ঋণ কেহ কদাচ পরিশোধ করিতে সক্ষম হইবে না। ধন্য আপনারা! ধন্য আপনাদের করুণা শক্তি!!

আবার মূর্খ, নীচ, দীনহীন জনের প্রতি আপনাদের বিশেষ করুণা। এতকাল কেহই এই সকল অনাথ জীবের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করেন নাই। আপনাদের কৃপা না হইলে তাহাদের সংসার ভ্রমণ কদাচ শেষ হইত না। শ্রীগৌরাঙ্গনিধি আপনাদের ঘরের ঠাকুর। আপনাদেরই নিজের সম্পত্তি। নিজের সম্পত্তি বলিয়াই আপনারা যারে তারে সেই অমূল্য নিধি অকাতরে বিলাইয়া দেন। পাত্রাপাত্র, কালাকাল, কিছুই বিচার করেন না। ধন্য আপনারা! ধন্য আপনাদের ভালবাসা!!

আমি অতি দুরাচার, সংসারসর্ব্বস্ব, মায়ার ক্রীত কিঙ্কর, ঘোর অপরাধী। এতকাল নিজকর্ম্ম ফলে ইহ সংসারে আসিয়া অনন্ত তাপে দগ্ধ হইতেছিলাম। দুঃখী বলিয়া কেহই আমাকে দয়া করেন নাই। মহাপাপী বলিয়া আমাকে সকলেই ঘৃণা করিতেন—মুখও দেখেন নাই, এমন কি ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন নাই। আপনারা নিজগুণে এ জীবাধমকে কৃপা করিয়া ঐ শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দিয়াছেন। আপনারা আমার যাতনারাশি দেখিয়া আমার প্রতি সদয় হইয়াছেন। আপনারা কৃপা না করিলে আমার দশা কি হইত!! আমাকে চিরদিনই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত!! আপনাদের এই

অহৈতুক কৃপার উপমা নাই। যেমন কৃপা করিয়া শ্রীচরণকমলে স্থান দান করিয়াছেন, দেখিবেন যেন তাহা হইতে আমি বিচ্যুত না হই। আমিত পদে পদে অপরাধ করিয়া থাকি। দেখিবেন যেন সেই অপরাধে যাহা ছিলাম তাহাই আবার না হই। ইহাই ঐ শ্রীপাদ-পদ্মে আমার একান্ত প্রার্থনা।

সম্প্রতি আপনারা আমাকে এই শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা নামে শ্রীগ্রন্থখানি মুদ্রিত করিতে আদেশ করিয়াছেন। ইহা আপনাদেরই সম্পত্তি। আমাকে আপন ভাবিয়া দুঃখী ভবযাত্রীগণকে এই অমূল্য সম্পত্তি বিতরণের ভার দিয়াছেন। আপনাদের এই বিশেষ কৃপায় আমি কৃত কৃতার্থ হইয়াছি। ইহাতে আমার ক্ষুদ্র মনে গর্ব্ব আসিয়া আমাকে অধঃপাতিত করিতে পারে। কিন্তু আমার একান্ত বিশ্বাস যে আপনারা কৃপা করিয়া আমাকে এই বিপদ হইতে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন। আপনারা দীনবৎসল, অদোষদর্শী।

আপনার শ্রীশ্রীনাম বিগ্রহ এই শ্রীগ্রন্থের পুরদেশে প্রতিষ্ঠিত করিলাম। এই শ্রীবিগ্রহ দর্শনে ও কীর্ত্তনে ত্রিতাপ তাপিত জীবগণ শীতল হইবে, তাহাদের মায়া-বন্ধন ছিন্ন হইবে, তাহাদের সংসারপ্রমুখতা ঘুচিবে এবং তাহাদের হৃদয়-মন্দির সুমার্জ্জিত ও পরিষ্কৃত হইয়া

শ্রীপ্রেমভক্তির বাসোপযোগী হইবে। আপনি কৃপা করিয়া আমার এই অভীষ্ট পূর্ণ করুন—যেন আমি আপনাদের শ্রীপাদপদ্ম আর কদাচ না ভুলি এবং আপনারা যথায় বিরাজিত থাকিবেন, তথায় যেন আমি আপনাদের দাসরূপে থাকিতে পাই। ইহা শ্রীচরণে নিবেদন। ইতি।

শ্রীকেশীঘাট, শ্রীবৃন্দাবন। ২৭এ পৌষ, ৪১০ শ্রীচৈঃ। } সেবকানুসেবক শ্রীরামদয়াল ঘোষ।

শ্রীশ্রীগোরাশশী
বিজয়তে।

শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা।

শ্রীতত্ত্বকিরণ-কণা।

এই প্রাপঞ্চিক জগতে অনন্ত জাতীয় অনন্ত কোটী জীব বাস করিতেছে। ইহারা কোথা হইতে আসিল—কি করিতেছে—কোথায় যাইবে—এই সকল বিষয় সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মরূপে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে আমরা এই সকল বিষয় স্থূল স্থূল পর্য্যালোচনা করিব। সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে—জীব কি? শ্রীবেদে যাঁহাকে শ্রীপরমব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তিনি শ্রীব্রজ-রাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র; ইহা সর্ব্বসার শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র দ্বারা সিদ্ধান্তীকৃত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আমরা শ্রীপরম ব্রহ্ম স্থানে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাদি নামই ব্যবহার করিব। এই শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তিই জীব। জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অচিন্ত্য ভেদাভেদ প্রকাশ এবং তাঁহার নিত্য দাস। যেমন শ্রীকৃষ্ণদেহ জড়ীয় নহে—উহা সচ্চিদানন্দময়; সেইরূপ শুদ্ধ জীবের শরীরও জড়ীয় নহে—উহা অণু সচ্চিদানন্দময়। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শক্তিমান, জীব শক্তি। যেমন মৃগনাভি ও তাহার গন্ধকণে ভেদ নাই, সেইরূপ শক্তি-মান শ্রীকৃষ্ণ ও শক্তি জীবে কোন ভেদ নাই। আবার

যেমন পূর্ণ মৃগনাভি এবং তাহার অণুঅংশে পরিমাণগত ভেদ আছে, সেইরূপ পূর্ণ অসীমসত্তা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং তাঁহার অণুঅংশ ও সসীম পরিমাণ জীব এ উভয়ে ভেদ আছে। এই কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে জীব শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের নিত্য ভেদাভেদ প্রকাশ।

সৃষ্টিপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে শ্রীনন্দনন্দনের জীব শক্তির অন্তর্গত জীব সমূহের মধ্যে কতক জীব শ্রীবৃন্দাবনাদি ভগবদ্‌ধামে, কতক মহা-বৈকুণ্ঠাদি পরব্যোমস্থধামমণ্ডলে এবং কতক বা মায়া রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। অন্য কথায় বলিলে এই বলা যায় যে জীবগণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হইতে ক্রমে ক্রমে দূর হইতে দূরতরস্থানে গিয়া পড়িয়াছে—এইরূপে যে যত দূরে আসিয়া পড়িয়াছে তাহার তত দুঃখ বাড়িয়াছে, কেননা যেমন কোন অনল কুণ্ডের যে যত দূরে অবস্থিতি করে তাহার তত কম উত্তাপ লাগে, সেইরূপ সুখস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে যে যত দূরে গিয়া পড়িয়াছে তাহার সুখ তত কমিয়া গিয়াছে। আবার যাহারা মায়ার রাজ্যে আসিয়া পড়ি-য়াছে তাহারা মায়ার কুহকে ভুলিয়া একেবারে শ্রীকৃষ্ণ বিমুখ হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের আর সুখের লেশ-মাত্র নাই।

এখানে সহসা এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে

এরূপ হইবার কারণ কি? কেহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিকটে রহিল আর কেহ বা তাঁহা হইতে অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড দূরে গিয়া পড়িল? যদি বল কর্ম্মফল। তখনত কোন জীবই কোন কর্ম্ম করে নাই। তবে কর্ম্মফল কোথা হইতে আসিল? ইহাও এক প্রকার কর্ম্মফল—কিরূপ তাহা বলিতেছি;—শ্রীভগবান কৃষ্ণচন্দ্রে যে যে গুণ আছে তাঁহার জীব শক্তিতেও প্রায় সেই সেই গুণ অণু পরিমাণে বিদ্যমান আছে। শ্রীভগবানের একটী গুণ স্বাতন্ত্র্য, জীবেরও এই গুণ অণু পরিমাণে আছে। শ্রীভগবান যেমন স্বতন্ত্র, জীবও সেইরূপ স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্রভাববিশিষ্ট দুইটি পদার্থ এক স্থানে নির্ব্বিবাদে কিরূপে থাকিতে পারে? উভয়ের স্বাতন্ত্র্য যদি স্বসুখান্বেষী হয় তাহা হইলে তাহারা কোন মতেই এক স্থানে সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে না—কিন্তু যদি সেই স্বাতন্ত্র্য পরসুখান্বেষী হয় অর্থাৎ উভয়েই যদি স্বতন্ত্র হইয়াও পরস্পরের সুখান্বেষী, হয় তাহা হইলে উভয়ে এক স্থানে মহাসুখে বাস করিতে পারে। এই মতে জীব মধ্যে যে যে পরিমাণে শ্রীকৃষ্ণ সুখান্বেষী স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন সে সেই পরিমাণে শ্রীকৃষ্ণ সান্নিধ্য লাভ করিয়াছে, আর যে যে পরিমাণে স্বসুখান্বেষী স্বতন্ত্র সে সেই পরিমাণে শ্রীকৃষ্ণ হইতে দূরে গিয়া পড়িয়াছে। এই কারণেই জীবগণের নানাস্থানে

বাস হইয়াছে—এই কারণেই তাহারা কেহ শ্রীবৃন্দাবন আদি ভগবদ্ধামে, কেহ মহাবৈকুণ্ঠাদি অনন্তকোটী বৈকুণ্ঠ-ধামে এবং কেহ কেহ বা মায়ারাজ্যে আসিয়া বাস করিতেছে।

এখন বুঝা গেল যে যে সকল জীব ঘোর স্বসুখান্বেষী স্বতন্ত্রভাবাপন্ন তাহারাই জড়ীয় ব্রহ্মাণ্ডে আসিয়া পড়িয়াছে। নিখিল জীবের মধ্যে যাহারা প্রাপঞ্চিক জগতে বাস করিতেছে তাহাদের মত দুঃখী আর কেহই নাই। তাহারা মায়াবশে আপন স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিমুখ হওত অশেষ সন্তাপে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে।

ইহ সংসারে যে সকল জীব বাস করিতেছে তাহারা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত;—চেতন ও উদ্ভিদ্। চেতন দিগের মধ্যে মানবজাতি শ্রেষ্ঠ। এ শ্রেষ্ঠতা কিরূপে হইল? জীবগণ মূলে প্রায় একজাতীয়—সকলেরই সামর্থ্য প্রায় সমান, কিন্তু তাহারা মায়ারাজ্যে আসিয়া আধার অনুসারে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট আদি নাম ধারণ করিয়াছে। যে আধারে থাকিলে নিজ নিজ গুণের পূর্ণবিকাশ হইতে পারে তাহাই উৎকৃষ্ট—এই মতে মনুষ্যদেহরূপ আধারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই আধারে থাকিয়া জীবগণ যেমন নিজ স্বাভাবিক ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে এমন আর কোন আধারেই নহে। বিশেষতঃ এই মানবদেহে থাকিয়া

জীবগণ নিজ নিজ পরিভ্রষ্ট আশ্রয় পুনঃ প্রাপ্ত হইবার যেরূপ উপায় করিতে পারে এরূপ আর কোন জীবদেহে পারে না। এই সকল কারণেই মানবদেহধারী জীবই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। মানবদেহ অতি স্বচ্ছকাচনির্ম্মিত দীপাধার সদৃশ। এইরূপ দীপাধারে দীপ যেমন পূর্ণ আলোক বিস্তার করে এমন আর কোন অপরিষ্কার পাত্রের মধ্যে থাকিয়া পারে না। স্থূলতঃ সাধন ভজন আদি করিয়া পূর্ব্ব সুখ অবস্থা প্রাপ্ত হইবার যে যে উপায় আছে তাহা মানবদেহ ধারণ না করিলে কোন জীবই আচরণ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব মনুষ্যই সর্ব্বপ্রধান। এক্ষণে আমাদের এই পৃথিবীস্থ মানবজাতির বিষয় আলোচনা করা যাউক। এই মেদিনীমণ্ডলে নানা দেশে নানা জাতি মনুষ্য বাস করিতেছে। তাহারা আপন আপন স্বরূপ ভুলিয়া মায়ার একান্ত কিঙ্কর হইয়া পরস্পর পরস্পরকে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবিতেছে। কোন জাতিই এমন ভাবিতেছে না যে দেশকালপাত্র অনুসারে আমার অমুক স্বজন বন্যপশু-বৎ অসভ্য অবস্থায় পড়িয়া আছে, কি অমুক স্বজন অতি হীন দশায় কালযাপন করিতেছে, কি অমুক স্বজন সুসভ্য অবস্থায় মহাঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে। এরূপে সভ্যই হউক আর অসভ্যই হউক, স্বাধীনই হউক আর পরাধীনই হউক, কোন জাতিই অন্য জাতিকে আপনার গণ মধ্যে গণনা

করিতেছে না। এ সকলই মায়ার খেলা। মায়াবশে সকল জাতিই ঘোর স্বার্থপর হইয়াছে—সকলেই কেবল আপন সুখের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত। এই স্বসুখ জন্য তাহারা কি না করিতেছে—কখন নরশোণিতে বসুন্ধরা দেবীকে কলঙ্কিত করিতেছে—কখন পরস্বাপহরণ করিতেছে। যাহারা কিছু শান্ত তাহারা না হয় অন্য উপায়ে স্বসুখ সন্ধান করিতেছে—কখন ভূতগণকে নিজবুদ্ধিবশে আনিয়া কাহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া ছয় মাসের পথ ছয় দিনে গিয়া বাণিজ্য দ্বারা নিজ কোষাগার পূর্ণ করিতেছে—কোন ভূতকে ক্রীতদাসসম করিয়া তাহার দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেশ দেশান্তরে আপনার বার্ত্তা বহাইয়া লইতেছে —কাহাকে অবলম্বন করিয়া সমুদ্রপথে দেশ দেশান্তরে গমন করিয়াধনতৃষ্ণাশান্তিব উপায় দেখিতেছে এবং কাহার-ও-দ্বারা বা আপনার ব্যবহার্য্য সামগ্রী সকল প্রস্তুত করিয়া লইতেছে; কিন্তু এমনই লীলাময়ের লীলা যে যে কোন জাতি সুখের একটি পন্থা করিতে যাইতেছে অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের শত শত পথ পরিষ্কৃত করিয়া ফেলি-তেছে। কেহই প্রকৃত সুখের মুখ দেখিতে পাইতেছে না।

সকল মনুষ্যই স্বসুখসন্ধানে ব্রতী। ইহাতে কি বুঝা যায়? তাহারা যে কোন সুখময় ধামে ছিল এবং এক্ষণে তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়াছে ইহাই বুঝা যাইতেছে।

আর ইহাও বুঝা যাইতেছে যে যত দিন না সেই সুখময় ধাম লাভ হইবে তত দিন কেহই প্রকৃত সুখী হইতে পারিবে না। কিরূপে সে সুখস্থান লাভ হইবে? জীবগণ কি মায়ার বশে থাকিয়া কেবলই অনন্ত দুঃখ ভোগ করিবে? না, তাহা হইতেই পারে না। কেননা জীবের নিত্য আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পরম করুণাময়—তিনি আপনার জীবগণের এ অনন্ত ক্লেশ দেখিয়া স্থির থাকিতে পারেন না। তিনি জীবগণকে আপনার কাছে আনিবার জন্য নানা বিধান করিয়া দিয়াছেন। শুদ্ধ তাহাই করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই। সেই সকল বিধান অনুসারে কিরূপে কার্য্য করিতে হয় তাহাও দেখাইয়া দিবার জন্য সময়ে সময়ে ইহ জগতের নানা দেশে নানা মূর্ত্তি ও ভাবে মনুষ্য আকার ধারণ করিয়া কোথাও অংশরূপে কোথাও বা পূর্ণভাবে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইরূপে যথাকার মানব জাতির যেরূপ অধিকার সেখানে সেই মত উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। এই কারণই উদ্ধার প্রণালী এক না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়াছে। এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা যেমন শরীর পোষণার্থ ক্ষুধা ও পিপাসার প্রয়োজন, সেইরূপ জীবাত্মার পোষণার্থ শ্রীভগবৎসেবারূপ ধর্ম্ম প্রয়োজনীয়। আবার যেমন ক্ষুধা নিবৃত্তির প্রণালী দেশ কাল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন, সেইরূপ

শ্রীভগবৎ সেবা ধর্ম্ম লাভের প্রণালীও অধিকার ভেদে নানা মত। জীবোদ্ধার বলিতে জীবের নিজ নিজ নিত্য আশ্রয় স্বয়ং ভগবানের অথবা তাঁহার বিলাস মূর্ত্তির সান্নিধ্য প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে।

শ্রীভগবান যে যে উপায়ে এই উদ্ধার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন এক্ষণে তাহার আলোচনা করা যাউক। কর্ম্ম যোগ জ্ঞানের কথা আমরা ছাড়িয়া দিলাম। কেন না গ এ সকলের ফল অতি অকিঞ্চিৎকর এবং অচিরস্থায়ী ভোগকাল শেষ হইলে অথবা কল্পান্তে ফলভুক্ত জীবগণকে আবার ইহ সংসারে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়,। কেন না সসীম কার্য্যের ফলও সসীম। যে উপায়ে শ্রীভগবান বা তাঁহার বিলাস মূর্ত্তি শ্রীনারায়ণাদির সান্নিধ্য লাভ হয় তাহাই এথানে আলোচ্য। অগ্রে শ্রীভগবানের পূর্ণ এবং অংশ অবতার সম্বন্ধে কিছু বলিয়া এই উপায়ের কথা বলিব।

শ্রীভগবান অথবা তাঁহার অংশগণ যে এই মেদিনী মণ্ডলে আসিয়া অবতীর্ণ হন প্রধানতঃ ইহার কারণ তাঁহার কৃপা। শ্রীগীতায় দৃষ্ট হয় যে শ্রীভগবান শ্রীঅর্জ্জুনকে কহিতেছেন, যথা ;—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সংভবামি যুগে যুগে।

গী ৪ অ ৮ শ্লো

শ্রীভগবান বলিলেন আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। যুগ বলিতে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ বুঝায়। শাস্ত্রে প্রতি যুগের স্থিতি কাল এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যথা ;—সত্য যুগ মনুষ্য গণনায় ১৭২৮০০০ বৎসর, ত্রেতা যুগ ১২৯৬০০০ বৎসর, দ্বাপর যুগ ৮৬৪০০০ বৎসর এবং কলিযুগ ৪৩২০০০ বৎসর, সমুদয়ে চারিযুগ ৪৩২০০০০ বৎসর। যুগ অবতারগণ সকলেই অংশাবতার। ইহাতে বিশেষ এই যে, যে যুগে পূর্ণ অবতার হন সে যুগে পূর্ণ অবতারের সহিত অংশ অবতার মিশ্রিত থাকেন। এক্ষণে পূর্ণ অবতারের কথা বলিতেছি। শ্রীভগবান কৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্মার এক দিনের মধ্যে একবার নিজ পরিকর সহ অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া প্রকট লীলা করেন। ব্রহ্মার এক দিনের পরিমাণ মনুষ্য গণনায় ৩৯৭৬ যুগ অর্থাৎ ৪২৯৪০৮০০০০ বৎসর। দ্বাপর যুগের শেষে এই পূর্ণ অবতার হন। পূর্ণ অবতার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র লীলা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য করেন না। যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অবতীর্ণ হন তাহার পরে যে কলি সেই কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ নামে অবতার হন। এই নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ণ পূর্ণ অবতার। যুগাবতারগণ যুগধর্ম্ম শিক্ষা দেন এবং পূর্ণ অবতারগণ লীলা করেন। ইহাতে একটি বিশেষ কথা আছে। যুগাবতারগণ যুগ ধর্ম্ম শিক্ষা

ভিন্ন শ্রীবৃন্দাবনের প্রেম দান করিতে পারেন না, সে অধিকার কেবল পূর্ণ অবতারেই আছে। শ্রীবৃন্দাবনের যে ভাব তাহাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। তাহা অপেক্ষা আর কোন শ্রেষ্ঠ ভাব নাই। এ কারণ যাঁহারা শ্রীবৃন্দাবন প্রার্থী, তাঁহাদের অধিকার সর্ব্বোচ্চ। তাহা অপেক্ষা উচ্চ অধিকার আর নাই। এই কথাটি বিশদরূপে বুঝিতে হইলে ইহ সংসারের একটি উদাহরণ লওয়া আবশ্যক। মনে করুন একটি পরিবার আছে। কর্ত্তা, কর্ত্রী, এক পুত্র, পুত্রের স্ত্রী, পুত্রের দাস দাসীগণ এবং পুত্রের বয়স্যবর্গ। এই সমস্তে যেন সেই পরিবার গঠিত। পুত্রটি সর্ব্ব গুণ-সম্পন্ন। পুত্রটি সবার প্রিয়। এমন কি নিজ নিজ প্রাণ হইতেও প্রিয় এবং সকলেও পুত্রের অতি প্রিয়। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন পিতা মাতা আদি সকলেই ঐ পুত্রের সহিত ঘনিষ্ঠতা প্রার্থী, কিন্তু ঐ পুত্রের সহিত তাঁহার বনিতার যে ঘনিষ্ঠতা সে ঘনিষ্ঠতা আর কাহারও সহিত সম্ভাবনা হয় না। তবেই বুঝা গেল যে পুত্রও পুত্রবধূ এ উভয়ের প্রীতি বা ভালবাসা অতি ঘনিষ্ঠ, সুতরাং সর্ব্বোচ্চ। এ ভালবাসার তুলনা নাই। এই পুত্রের সহিত মাতা পিতা, দাস দাসী, বয়স্য এবং বনিতা যে ভালবাসা স্থাপনা করেন সেই ভালবাসা যদি পবিত্র হইতে পবিত্রতর এবং জড় সম্বন্ধ রহিত হয় তাহা হইলে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সহিত

শ্রীনন্দ যশোমতি, দাস দাসীগণ, বয়স্য বর্গ এবং গোপিনী-গণের ভালবাসা যে কি, তাহা সম্যক বুঝিতে পারা যায়। আবার রসের ঔৎকর্ষের জন্য শ্রীযোগমায়া গোপিনীগণের প্রেমকে পরকিয়া জাতীয় করিয়া দিয়াছেন। অতএব শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সহিত গোপিদিগের যে ঘনিষ্ঠতা সে ঘনিষ্ঠতা আর কোথাও নাই এবং তাহা হইতে আর উচ্চ কিছুই নাই। অতএব ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইল যে এই ঘনিষ্ঠতা লাভের পথ বা উপায় যিনি দেখাইতে পারেন তিনিই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ অবতার এবং তিনিই পূর্ণ পূর্ণ অবতার।

এই ভূমণ্ডলে যেখানে যত অবতার হইয়াছেন সে সকলের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে এক শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার ভিন্ন আর কোন দেশের কোন অবতার শ্রীবৃন্দাবনের পথ প্রদর্শন করেন নাই। এই ভারতবর্ষ কিম্বা অন্য অন্য দেশে যে সব অবতার হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই কেহ শান্ত, কেহ ঐশ্বর্য্যগত দাস্য এবং কেহ বা ঐশ্বর্য্যগত সখ্য দেখাইয়াছেন, কিন্তু কেবল মাধুর্য্যময় ব্রজভাব সকল একমাত্র শ্রীমহাপ্রভু কর্ত্তৃকই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইল যে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারই পূর্ণ অবতার এবং অন্য অন্য অবতারগণ অংশ অবতার। শ্রীবৃন্দাবন ভাব যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহার একটি শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত এথানে প্রদর্শিত

হইতেছে। শ্রীমহাবৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণের গৃহিণী শ্রীলক্ষ্মী দবী। তিনি মহা সাধ্বী ও পতিগতচিত্তা। কিন্তু এমন সতীকুলশিরোমণি শ্রীলক্ষ্মীদেবীও শ্রীবৃন্দাবন সুধাকর কৃষ্ণের রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের রাস-মণ্ডলী মধ্যে প্রবেশাধিকার জন্য কতই তপস্যা করিয়া-ছিলেন। শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীবৃন্দাবনের ভাব অধিকতর মনোহর না হইলে এমন পতিব্রতা শ্রীলক্ষ্মীদেবী এরূপ আচরণ কখনই করিতেন না। আবার একদা শ্রীরাসের সময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সহসা অন্তর্ধান হন। গোপীগণ তাঁহার বিরহে অস্থির হইয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে তাঁহাকে এক স্থানে লুকায়িত থাকিতে দেখেন। শ্রীমান্ কৃষ্ণচন্দ্র সহসা পলাইতে না পারিয়া চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্থিরভাবে উপবিষ্ট থাকিলেন। গোপীগণ নিকটে আসিয়া দেখিলেন তিনি শ্রীনারায়ণ, তাঁহাদের প্রাণনাথ নহেন। তখন তাঁহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণ কামনায় মহাভক্তি ভরে ঐ শ্রীনারায়ণ রূপী শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা করিতে লাগি-লেন। শ্রীবৃন্দাবন ভাব অপেক্ষা শ্রীমহাবৈকুণ্ঠের ভাব শ্রেষ্ঠ হইলে গোপীগণ এরূপ কদাচ করিতেন না। অতএব দেখা গেল শ্রীবৃন্দাবনই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

যে স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া জীবগণ নানা স্থানে গিয়া পড়িয়াছে, সে স্থানে পুনর্ব্বার না যাইতে পারিলে

তাহাদের আর কিছুতেই প্রকৃত সুখ নাই। জীবগণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হইতে আসিয়াছে, তাহারা তাঁহার সান্নিধ্য পুনঃ প্রাপ্ত না হইলে তাহাদের আর নিস্তার নাই। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য বিরাজমান। অতএব জীবগণ শ্রীবৃন্দাবনে বাসাধিকার না পাইলে আর কিছুতেই জুড়াইতে পারে না। এক্ষণে কিরূপে ইহা সিদ্ধ হয় তাহার আলোচনা করা যাউক।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পূর্ণ অবতার ভিন্ন অন্য কেহ শ্রীবৃন্দাবনের পথ প্রদর্শক হইতে পারেন না। পূর্ণ অবতার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। কিন্তু তিনি নিজ অবতার কালীন কেবল আপন লীলাই করিয়াছেন। ব্রজের পথ দেখান নাই। শাস্ত্রে দেখা যায় দ্বাপর শেষে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র প্রকট লীলা ভঙ্গ করিয়া যাইবার সময় এইরূপ চিন্তা করেন যে আমি এই ধরাধামে আসিয়া শ্রীবৃন্দাবন লীলা করিলাম, কিন্তু এ ব্রজ ভাব কাহাকেও দিলাম না। এ ভাব আমি না দিলে আর কাহারও ত দিবার অধিকার নাই। একাল পর্য্যন্ত মানবদেহধারী জীবগণ আমাকে ঐশ্বর্য্যগত ভক্তি করে, ঐশ্বর্য্যগত ভক্তিতে আমি কাহারও বশীভূত হই না। তাহারা সেই ভক্তি আচরণ করিয়া চারিবিধ মুক্তি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠাদি ধামে আসিয়া বাস করে। কিন্তু কেহই আমার শ্রেষ্ঠতম ধাম শ্রীবৃন্দাবনে আসিতে

পারে না। তাহাদিগকে এই শ্রীবৃন্দাবনে আনিয়া এখানকার বাস অধিকার দিবার ইচ্ছা আমার হইতেছে। অতএব আমি ভুবনে শ্রীগৌরাঙ্গ নামে প্রকট হইয়া আমার জীবগণকে শ্রীবৃন্দাবনের পথ দেখাইব এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজেরও একটী কার্য্য সম্পন্ন করিব। শ্রীরাধা আমার প্রেয়সীবর্গের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা—তাঁহার প্রেমের মহিমা কিরূপ—তিনি নিজ প্রেমের দ্বারা আমার যে রূপ-মাধুরী আস্বাদন করেন সে রূপ-মাধুরী কিরূপ—তিনি আমার সেবা করিয়া না চাহিতেও যে অশেষ আনন্দানুভব করেন সে আনন্দ কিরূপ। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে শ্রীরাধার ভাব *ও কান্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাকে এই তিনটি বাঞ্ছা পূর্ণ* করিতে হইবে। শ্রীনন্দনন্দন এই রূপ স্থির করিয়া বর্ত্তমান কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীশচী-জগন্নাথ মন্দিরে পুত্র রূপে অবতীর্ণ হঁন। এই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে জীবের প্রতি যে প্রকার করুণা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা অন্য কোন যুগে কোন অবতার কর্ত্তৃক হয় নাই। শ্রীবৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠ ভাব সকল বিশেষতঃ মধুর ভাব অকাতরে যারে তারে প্রদত্ত হয়। সেই প্রকট অবতার কালীন নিজ নিজ ভাগ্যবলে যে সকল জীব কেবল জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা সকলেই উদ্ধার লাভ করিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গদেব ভাবী জীবগণের জন্যও কি অপূর্ব্ব বিধান

করিয়া দিয়াছেন!! যে উপায়ে শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়া যাইতে পারে তাহা আপনার কোন কোন পার্ষদগণকে উপলক্ষ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। একাল পর্য্যন্ত জীবগণ আপন স্বরূপই ভাল বুঝিতে পারে নাই—সকলেই এক প্রকার অন্ধকারে পড়িয়া হাতড়াইতেছিল—এতকাল প্রকৃত রোগ স্থির হয় নাই—তখন ঔষধ ব্যবস্থা কিরূপে হইবে? একাল অবধি জীবের যে কি পর্য্যন্ত দুর্দ্দশা হইয়া গিয়াছে তাহা বলিবারভাষা নাই। এত কাল ধরিয়া জীবগণ মায়ার সুদৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ এবং ভীষণ ত্রিতাপ অনলকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়া দিবানিশি দগ্ধ হইতেছিল। ফলতঃ মায়াকবলিত জীবের মত আর কেহই দুঃখী ছিলনা। শ্রীগৌরাঙ্গদেব জীবের এই দুঃখ দূর করিয়া দিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই ভীষণ ত্রিতাপ অনলকুণ্ড শান্তিবারি দ্বারা নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছেন। জীবগণ এত কাল এই ভীষণ সংসার মরু ভূমিতে পড়িয়া ত্রাহি ত্রাহি শব্দে দিবা রাত্রি আর্ত্তনাদ করিতেছিল। শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজ করুণা বশতঃ সেই মহাভয়ঙ্করদেশে সর্ব্বদুঃখ হারিণী সশাখা প্রশাখা প্রেম স্রোতস্বতী প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন এবং সেই ভীষণ মরুভূমির স্থানে স্থানে সাধু আশ্রম রূপ শান্তিময়ী ও সুখময়ী মরুদ্বীপ সমূহ স্থাপিত করিয়া দিয়াছেন। এখন এই মরুপ্রতপ্ত জীবকুল প্রেমনদীর সুধাস্বাদ বিনিন্দিত

নীর পান করিয়া এবং সেই সকল সাধুআশ্রম রূপ মরু-দ্বীপে যাইয়া দগ্ধপ্রাণ শীতল করিতেছে। আহা! প্রভু কি দয়াল!!

শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীকাশীধামে শ্রীসনাতন গোস্বামী পাদকে উপলক্ষ করিয়া তিন কথায় জীবের সমস্ত জ্ঞাতব্য এবং কর্ত্তব্য বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। কথা তিনটি এই—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। এই তিনটি কথায় সমস্ত তত্ত্ব নিহিত আছে। জীবের সহিত কাহার নিত্য সম্বন্ধ—যাঁহার সহিত নিত্য সম্বন্ধ তাঁহাকে কিরূপে লাভ করিতে পারা যায় এবং তাঁহাকে লাভ করিয়া কি উপায়ে উপভোগ করিতে পারা যায় এই সকল বিষয় ঐ তিনটি কথায় আছে। দেখুন, প্রভুর কি মহিমা! এত কাল ধরিয়া যে বিষয় নিরূপণ করিবার জন্য কত বৃহৎ শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে—কত কত গ্রন্থকর্ত্তা, কত কত ভাষ্যকার, কত কত বাদী, কত কত প্রতিবাদীর অভ্যুত্থান হইয়াছে—যে বিষয় লইয়া কত কত বাক্ বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে—যে বিষয় স্থির করিবার জন্য নানা দেশে নানা দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে অথচ যে বিষয় একাল পর্য্যন্ত কেহই নিশ্চয়রূপে সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই, এমন কি কেহই যাহার কাছেও যাইতে পারেন নাই, সেই বিষয় শ্রীমহাপ্রভু তিন কথায় এমন ভাবে মীমাংসা

করিয়া দিয়াছেন, যে তাহাতে আর কাহার কোন কথা তুলিয়া তর্ক করিবার যো নাই। শ্রীপ্রভু বলিলেন সম্বন্ধ হন শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণচন্দ্র। জীবের সম্বন্ধ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সহিত। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, প্রভু, এবং জীব, তাঁহার দাস। জীব মায়াবশীভূত হইয়া আপনি যে শ্রীকৃষ্ণদাস তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। এই ভ্রমেই তাহার এত দুর্গতি। এই ভ্রমেই সে মায়ার ক্রীড়ামৃগ হইয়া দিবানিশি দণ্ড্য জনের ন্যায় মায়ার লাথি খাইতেছে। এই ভ্রমবশে সে আপনাকে একজন ভাবিয়া নানা কার্য্য করিতেছে এবং সেই কার্য্যের ফলভেদে নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতেছে। এই ভ্রমবশে সে আপন কার্য্যফলে কভু স্বর্গে সুখভোগ এবং কভু বা নরকে দুঃখভোগ করিতেছে। ভোগকাল শেষ হইলে আবার মায়ার রাজ্যে আসিতেছে। জীবের এই অনন্ত দুঃখ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্থির থাকিতে পারিলেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভুবনে প্রকট হইয়া জীবের উদ্ধার উপায় করিয়া দিলেন। শ্রীপ্রভুর শিক্ষায় এতকাল পরে ভাগ্যবান্ জীব বুঝিল আমি শ্রীকৃষ্ণের চির দাস এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আমার চির প্রভু। শ্রীপ্রভু বলিলেন জীব শ্রীকৃষ্ণ দাস, সেই শ্রীকৃষ্ণ লাভ হইলেই জীবের সমস্ত দুঃখের অবসান হয়। কি উপায়ে তাঁহাকে লাভ করা যাইবে? ইহাতে

শ্রীপ্রভু বলিলেন অভিধেয় অর্থাৎ ভক্তি। ভক্তি ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। ভক্তি নানা প্রকার হইলেও প্রধানতঃ দুই প্রকার; জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ও প্রেমভক্তি। আবার এই প্রেমভক্তির দুই রূপ—ঐশ্বর্য্যগত এবং মাধুর্য্য-গত। এই মাধুর্য্যময়ী প্রেমভক্তির দ্বারাই শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্তি হয়। কেবল শ্রীবৃন্দাবন লাভ হইলেই জীবের সকল আশা মিটিল না। যতক্ষণ সে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের সেবাসুখাস্বাদন করিতে না পাইতেছে ততক্ষণ তাহার সমস্ত উদ্দেশ্য সফল হইতেছে না। এক্ষণে কি উপায়ে সেই সেবাসুখাস্বাদন ঘটিতে পারে? শ্রীপ্রভু কহিলেন প্রয়োজন অর্থাৎ প্রেম। এই প্রেমই পুরুষার্থ শিরোমণি। যেমন সূর্য্যের সমীপে খদ্যোত, সেইরূপ এই প্রেমের নিকটে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল। এই প্রেমের দ্বারাই জীব শ্রীকৃষ্ণসেবানন্দ লাভ করিয়া সর্ব্বতোভাবে কৃতকৃতার্থ হয়। পূর্ব্বে যে দাস্যের কথা বলা হইয়াছে অধিকার ভেদে তাহা পাঁচ প্রকার। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ইহার শেষ চারিটিই শ্রীবৃন্দাবনের সম্পত্তি। এই সম্পত্তির মধ্যে মধুর রসা-শ্রিত দাস্যই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। জীব এই রসাশ্রিত হইতে পারি-লেই তাহার সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীগোস্বামী পাদগণকে উপলক্ষ করিয়া

এই মধুর রসাশ্রিত দাস্য লাভের উপায় বিধান করিয়া দিয়াছেন। শ্রীপ্রভুর উপদেশ ও প্রেরণানুসারে শ্রীগোস্বামী পাদগণ এবিষয়ে ভুরি ভুরি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। সেই গ্রন্থ সমষ্টি মহাসমুদ্রবৎ। তাহা মন্থন করিয়া শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় এই শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা নামে অমৃত খণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন। এই শ্রীগ্রন্থ খানির কলেবর অতি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে মধুর রসাশ্রিত সেবাকাঙ্ক্ষী সাধকগণের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অতি বিশদরূপে বিবৃত আছে। শ্রীঠাকুর মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় এত অল্প কথায় এরূপ উচ্চতম বিষয় এরূপ পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করিয়া কি অলৌকিক ক্ষমতারই পরিচয় দিয়াছেন। ফলতঃ এরূপ শ্রীগ্রন্থ কোন দেশে কোন ভাষায় আর নাই—ইহা অদ্বিতীয়, ইহার উপমা নাই। ইহাতে শ্রীমান্ গৌরাঙ্গদেব প্রদর্শিত সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন সম্বন্ধে সমস্ত কথাই আছে। শ্রীগুরুদেবের মহিমা কিরূপ—জীবের নিত্য সম্বন্ধ কিরূপ—কিরূপে শ্রীভগবান লাভ করিতে হয়—কিরূপে তাঁহার সেবানন্দাস্বাদ লাভ করিয়া চরিতার্থ হইতে পারা যায়—শ্রীপ্রেমভক্তি পথে কোথায় কোন্ বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া ভজন পথের কণ্টক স্বরূপ হইয়া পড়ে—কি উপায়ে সেই সকল বাধার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে—স্থূলতঃ কিরূপে

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাগোবিন্দের চিরকিঙ্করী হইয়া যুগল সেবাধিকার লাভ হইতে পারে এ সমস্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় এই ক্ষুদ্র শ্রীগ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে। শ্রীঠাকুর মহাশয় এই শ্রীগ্রন্থ খানি প্রণয়ন করিয়া জগতের যে উপকার করিয়াছেন এমন উপকার কেহ কখনও করেন নাই। এই শ্রীগ্রন্থ পাঠ করিয়া এবং ইহার প্রদর্শিত পথে চলিয়া কত শত অনাথ নিরাশ্রয় ও মহাদুঃখী জীব শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য কিঙ্করী পদ লাভ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছেন, হইতেছেন এবং হইবেন—ইহা ভাবিলে মন আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হয়—ইহা ভাবিলে জীবের প্রতি শ্রীঠাকুর মহাশয়ের কি করুণা তাহা মনে উদয় হইয়া মনকে বিস্ময় সমুদ্রে ডুবাইয়া দেয়—ইহা ভাবিলে শ্রীঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরণে চির দাস্য লাভ করিয়া তাঁহার ক্রীতকিঙ্কর হইতে সাধ হয়। শ্রীঠাকুর মহাশয়! তুমি ধন্য—তোমার বালাই লইয়া যেন মরি!!

একাল পর্য্যন্ত এই শ্রীগ্রন্থ খানি অক্ষত কলেবরে শ্রীভক্ত সমাজে প্রকাশিত হন নাই। যাঁহারা যাঁহারা ইহা প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই আপন আপন মতানুযায়ী পাঠের পরিবর্ত্তন করিয়া এমন সুন্দর মূর্ত্তিকে বিকলাঙ্গ করিয়া বিকৃত বেশে ও বিকৃত আকারে বাহির করিয়াছেন। স্থানে স্থানে এমন বিরুদ্ধ পাঠ সকল প্রক্ষিপ্ত

হইয়াছে যে তাহা দেখিলে সহৃদয় ভক্ত মাত্রেরই হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। বিশেষতঃ শ্রীঠাকুর মহাশয় প্রেমাবিষ্ট চিত্তে এই শ্রীগ্রন্থ খানি প্রণয়ন করেন। এ কারণ ইহাতে রচনার পারিপাটা—ক্রম পূর্ব্বক বর্ণনার প্রণালী—পরস্পর অন্বিত শব্দ সকলের যথাস্থানে যোজনা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য থাকিবার কিছু মাত্র সম্ভাবনা ছিল না। এই কারণ দেখা যায় শ্রীঠাকুর মহাশয় এক বিষয় বলিতে বলিতে সে বিষয়ের শেষ না করিয়াই অন্য বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন—কোন কোন শব্দ এমন স্থানে বসাইয়াছেন যে সহজে ত্রিপদীর অর্থ সঙ্গতি হয় না। এমন হইতে পারে যে শ্রীগ্রন্থ প্রচারকগণ ঐ সকল কারণে ত্রিপদীর প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ভুল ভাবিয়া এক শব্দের পরিবর্ত্তে অন্য শব্দ বসাইয়া ত্রিপদীটি একেবারে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহা ভিন্ন তাঁহাদের অন্য কোন অভিপ্রায় আছে কি না তাহা আমরা কেমনে করিয়া বুঝিব।

এমন অমূল্য শ্রীগ্রন্থখানি পূর্ণঅবয়বে শ্রীভক্ত সমাজে প্রচারিত হয়, এই ইচ্ছা আমাদের বহুকাল হইতেছিল। কিন্তু শ্রীগ্রন্থখানি এতই কঠিন যে সমস্ত ত্রিপদীর প্রকৃত অর্থ বুঝা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত; বিশেষতঃ প্রকৃত পাঠযুক্ত শ্রীগ্রন্থও অতি দুষ্প্রাপ্য। এত দিন পরে

শ্রীগৌরাঙ্গ দেব আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ করিলেন। শ্রীপ্রভু রাধিকা নাথ গোস্বামী পাদ এক খানি অতি প্রাচীন হস্ত লিখিত শ্রীগ্রন্থ সংগ্রহ করেন। ইহাকে আদর্শ করিয়া এই শ্রীগ্রন্থ খানিকে মুদ্রিত করিতে আদেশ করেন। ইহাতে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকা থাকিল এবং শ্রীপ্রভু পাদ কর্ত্তৃক ত্রিপদী গুলির অতি বিস্তার ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইল। বলা বাহুল্য এরূপ আকারে এই শ্রীগ্রন্থ পূর্ব্বে কখন প্রচারিত হন নাই। ইহাদ্বারা শ্রীভক্ত-মণ্ডলীর এবং জনসাধারণের উপকার হইলে চরিতার্থ হইব।

এক্ষণে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিয়া আমরা এই ভূমিকা শেষ করিব। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত খেতুর রাজধানীতে শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণানন্দের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত। শ্রীনরোত্তম শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র। কথিত আছে যে যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসী বেশে রামকেলি নামক স্থানে আগমন করেন, তখন এক দিন কীর্ত্তন সময়ে খেতুরের দিকে চাহিয়া নরোত্তম নরোত্তম বলিয়া ফুৎকার করিয়াছিলেন। ইহাতে ভক্তমণ্ডলী মনে করিয়াছিলেন শ্রীপ্রভু কোন প্রধান প্রিয় ভক্তকে অবনী ধামে আসিবার জন্য আকর্ষণ করিলেন। ভক্ত-

গণের অনুভব ঠিক হইয়াছিল। কেননা এই ঘটনার কিছু দিন পরেই শ্রীনরোত্তম জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের জীবনী অতি মধুর এবং বহু বহু অলৌকিক ঘটনা পূর্ণ। তিনি শিশুকাল হইতে শ্রীভগবদ্দাস যোগ্য আচার ব্যবহার সকল প্রকাশ করেন। বালক কাল হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গ রসে মত্ত হন। পিতার এক মাত্র পুত্র —বৈভবের পরিসীমা নাই সুতরাং তিনি রাজপুত্রের উপযুক্ত মত লালিত পালিত হন। কিন্তু বালক কাল হইতেই তাঁহার ভোগ সুখে বীতরাগ ছিল। তিনি বয়ো-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এক দিকে যেমন নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইতে লাগিলেন, অন্য দিকে সেইরূপ ভক্তি রসে পুষ্ট হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমে মাতিয়া উঠিলেন। তাঁহার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া পিতা মাতার আশঙ্কা হইল। পুত্র বুঝি গৃহধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া বাহির হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহারা তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ করেন। কিন্তু যাঁহার প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা হয় তাঁহাকে কে রাখিতে পারে? শ্রীপ্রভুর ইচ্ছায় সুযোগ পাইয়া শ্রীঠাকুর মহাশয় গৃহ ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করেন। এখানে আসিয়া তিনি শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ও শ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামীর সহিত মিলিত হইয়া শ্রীজীব গোস্বামি পাদের নিকট শ্রীভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ

করেন। এখানেই শ্রীমহাপ্রভুর আদেশ মত শ্রীলোকনাথ গোস্বামী পাদের নিকট দীক্ষিত হন। শ্রীলোকনাথ গোস্বামী পাদ এরূপ প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি কাহাকেও শিষ্য করিবেন না—কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আদেশে তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা একবার মাত্র ভঙ্গ হইয়াছিল। এখানে শ্রীনরোত্তম "ঠাকুর মহাশয়" এই উপাধী লাভ করেন। কিছু দিন পরে জগতের মঙ্গলের জন্য তিনি শ্রীজীব গোস্বামীপাদ ও আপন শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক শ্রীগৌড় মণ্ডলে যাইতে আদিষ্ট হন। শ্রীগৌড় মণ্ডলে উপনীত হইয়া শ্রীগুরুদেবের আদেশ সকল পালন করেন;—অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ সেবা স্থাপন, শ্রীসঙ্কীর্ত্তন প্রচার, ভক্তিদান ইত্যাদি কার্য্য সকল অতি অলৌকিক ভাবে সম্পন্ন করেন। আপনি কায়স্থ হইয়া শত শত ব্রাহ্মণকে মন্ত্র শিষ্য করেন। ইহাতে এমন অলৌকিক ঘটনা সকল ঘটে যে তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয়। এক সময় কতকগুলি অধ্যাপক ব্রাহ্মণ সসৈন্যে এক রাজাকে লইয়া শ্রীঠাকুর মহাশয়কে শাসন করিতে আসিতেছিলেন। কিন্তু ঠাকুর মহাশয় এমন ঐশ্বর্য্যজাল বিস্তার করেন যে ঐ প্রতিপক্ষ অধ্যাপকমণ্ডলী এবং সৈন্যসামন্ত সহিত সেই রাজা দলবদ্ধ হইয়া ক্ষমা কর ক্ষমা কর বলিয়া শ্রীঠাকুর মহাশয়ের মন্ত্র-শিষ্য হইয়া নিজ নিজ অপরাধ হইতে মুক্ত

হন। ফলতঃ শ্রীঠাকুর মহাশয় ভক্তি দান করিয়া শত শত জীব উদ্ধার করেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গ মহিমা দিগ্‌দিগন্তে বিস্তার করেন। তিনি গরাণহাটী নামে কীর্ত্তনের স্রষ্টা। এমন মধুর কীর্ত্তন আর হয় নাই।

শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গে শ্রীঠাকুর মহাশয় হরিহর আত্মা ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র স্বগৃহ ছাড়িয়া প্রায় খেতুরিতেই থাকিতেন। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে একত্রে ভজন সাধন করিতেন।

শ্রীঠাকুর মহাশয় বহু বহু পদ ও পদাবলীর সৃষ্টিকর্ত্তা। সে সকল পদের উপমা ইহ সংসারে নাই। শ্রীভক্তমণ্ডলী ঐ সকল পদ নিত্য নিত্য শ্রবণ কীর্ত্তন করেন। ঐ সকল পদ পুরাণ হইতে জানে না। তাহারা নিত্যই নূতন। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের জীবন-কাহিনী এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবে যথাযথ বর্ণন করিবার স্থান নাই। কোনরূপে তাঁহার শ্রীনাম গ্রহণ করিয়া ও শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া এই অপবিত্র অন্তঃকরণকে পবিত্র করিবার মানসে আমরা এই স্থানে তাঁহার জীবন-প্রসঙ্গ তুলিয়াছি। ইহাতে আমাদের যেন কোন অপরাধ না হয়। যাঁহারা শ্রীঠাকুর মহাশয়ের জীবন বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা শ্রীনরহরি কৃত শ্রীনরোত্তম বিলাস ও শ্রীবাবু শিশিরকুমার ঘোষ কৃত শ্রীনরোত্তম চরিত পাঠ করিবেন। শ্রীশিশির

বাবু যে ভাবে শ্রীঠাকুর মহাশয়ের জীবনী বাহির করিয়াছেন তাহা ভুবনে উপমা রহিত। ইতি।

শ্রীকেশীঘাট, শ্রীবৃন্দাবন।
২৭এ পৌষ,
৪১০ শ্রীচৈতন্যাব্দ।

বৈষ্ণব কুক্কুর,
শ্রীরামদয়াল ঘোষ।

শ্রীগৌরাশশী

বিজয়তে।

শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা।

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কর্তৃক

শ্রীবন্দনা।

অদ্বৈত প্রকটীকৃত নরহরিপ্রেষ্ঠস্বরূপপ্রিয়ঃ
নিত্যানন্দ সখঃ সনাতনগতিঃ শ্রীরূপ হৃৎকেতনঃ
লক্ষ্মীপ্রাণপতিগদাধররসোল্লাসী জগন্নাথ ভূ
সাঙ্গোপাঙ্গ সপার্ষদ সদয়তাং দেব শচীনন্দন ॥

শ্রীঅন্বয়ঃ—

স শ্রীশচীনন্দনঃ দয়তাং। কিম্ভূতঃ শ্রীঅদ্বৈত প্রকটীকৃতঃ ইত্যাদি।

শ্রীগদ্যানুবাদ।

যেঁই দেব শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কর্ত্তৃক প্রকাশিত, যিনি শ্রীনরহরির অতি প্রিয়,—যিনি শ্রীস্বরূপ দামোদরের প্রিয়,—যিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সখা,—যিনি শ্রীসনাতন গোস্বামী পাদের গতি,—যিনি শ্রীরূপ গোস্বামী পাদের হৃদয় ধ্বজা,—যিনি শ্রীলক্ষ্মীদেবীর প্রাণপতি,—যিনি শ্রীগদাধর পণ্ডি-

তের রসোল্লাসী, এবং যিনি শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আত্মজ সেই দেব শ্রীশচীনন্দন সাঙ্গোপাঙ্গে এবং সপার্ষদে আমাদের প্রতি সদয় হউন।

শ্রীপদ্যানুবাদ।

অদ্বৈত অর্চ্চনে, যে দেব ভুবনে,
প্রকট হ'লেন আসি।
লক্ষ্মী প্রাণপতি, সনাতন গতি,
গদাধর রসোল্লাসী॥
যেঁহ দামোদর, প্রিয় বিশ্বপর,
নরহরি প্রেমধাম।
রূপের হৃদয়, কেতন যে হয়,
মিশ্র সুত অভিরাম॥
যেঁহ নিত্যানন্দ সখা সুখকন্দ,
সাঙ্গোপাঙ্গে পরকাশ।
যে জন ভুবনে, দিয়া প্রেম ধনে,
পূরাণ জীবের আশ॥
হেন দেবসার, শচীর কুমার,
নিজ পারিষদ সনে।
মোসবার প্রতি, যেন কৃপারতি,
প্রকাশেন এ ভুবনে॥

শ্রীশ্রীগৌরাশশী

বিজয়তে।

শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা।

শ্রীমূল।

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈঃ শ্রীগুরবে নমঃ।১।

শ্রীটীকা।

তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। শ্রীগুরুম্প্রতি মম নমোঽস্তু। কিম্ভূতায়—যেন গুরুণা মম চক্ষুঃ—নেত্রং উন্মীলিতং। মম কিম্ভূতস্য—অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য—অজ্ঞানমেব তিমির মক্ষিরোগ স্তেনান্ধস্য—দৃষ্টি শক্তি রহিতস্য; কিম্বা অজ্ঞান-মবিদ্যা, তদেব তিমিরমন্ধকার স্তেনান্ধস্য। অজ্ঞানতম সোনাম কৈতবং। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব
ধর্ম্ম অর্থ কাম বাঞ্ছা আদি এই সব
তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান

কৃষ্ণ ভক্তি বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম
সেহ এক জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম্ম।

কয়া উন্মীলিতং জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ;—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ, অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্ব কারণ কারণমিত্যনেন" "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়মিত্যনেন" চ কৃষ্ণ ভগবত্তা জ্ঞানমেবাঞ্জন শলকাতয়া। কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিদের সার ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতোক্তঃ।১॥

শ্রীঅনুবাদ।

আমি অজ্ঞানরূপ তিমিরে অন্ধ হইয়াছিলাম; শ্রীকৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞানরূপ অঞ্জন শলাকা দ্বারা আমার নেত্র যিনি উন্মীলিত করিয়াছেন সেই শ্রীগুরুদেবে আমি নমস্কার করি। এখানে শ্রীকৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান বলিতে সম্বন্ধ অভি-ধেয় এবং প্রয়োজন এই তিনই বুঝিতে হইবে।১॥

শ্রীমূল।

শ্রীচৈতন্য মনোভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে
স্বয়ং রূপঃ কদামহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকং।২।

শ্রীটীকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোর্মনোভীষ্টং মনোভিলষিতং শ্রীমদ্ভা-গবত ভক্তিরস শাস্ত্রং ভূতলে যেন রূপেণ স্থাপিতং নিরূ-

পিতং। স স্বয়ং রূপঃ স্বপদান্তিকং নিজ চরণ নিকটং কদা ভাগ্যবশেন মহ্যং দদাতি। শ্রীরূপস্য কৃপয়া নিজানুচরণত্বেন তৎ সেবন কর্ম্ম কদা করবানীতিভাবঃ।২॥

শ্রীঅনুবাদ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি রস শাস্ত্র ভূতলে যৎকর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছেন সেই শ্রীরূপ গোস্বামী কবে স্বয়ং আপনার চরণ নিকটে আমায় স্থান দিবেন।২॥

শ্রীমূল।

শ্রীগুরু চরণ পদ্ম, কেবল ভকতি সদ্ম,
বন্দ মুই সাবধান সনে।
যাহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হনে। ৩।

শ্রীটীকা।

সাবধান সনে=সাবধানেন সহ—সাবধানের সহিত। সাবধান শব্দের উত্তর ভাবার্থে ষ্ণ প্রত্যয় করিলে সাবধান এই পদই হয়—সাবধানতা সহিত। কোন কোন মুদ্রিত ও আধুনিক হস্ত লিখিত পুস্তকে "সাবধান মনে" এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সাবধান সনে এই পাঠই সমীচীন। সুতরাং সাবধান সনে ইহার অর্থ এই যে সাবধানতার

সহিত অর্থাৎ যাহাতে কোন প্রকারে অপরাধ না হয় এইরূপ ভাবে শ্রীগুরু পাদপদ্ম বন্দনা করি।

ভাই = হে ভ্রাতঃ মনঃ।

যাহা হনে = যাহা হইতে। প্রাচীনকালে রাজসাহী এবং অন্য অন্য পূর্ব্ব বঙ্গ- প্রদেশে "হইতে" এই শব্দের পরিবর্ত্তে হনে ব্যবহৃত হইত।৩॥

শ্রীমূল।

গুরু মুখপদ্ম বাক্য, হৃদি করি মহা শক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তমাগতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা। ৪।

শ্রীটীকা।

বাক্য = কৃষ্ণভক্তি প্রেমরস তত্ত্বোপদেশ রূপ বাক্যং।

মহা শক্য = শ্রীকৃষ্ণ প্রাপণশক্তি যোগ্যং।

উত্তমাগতি = উত্তমাচাসৌ গতি শ্চেতি উত্তমাগতিঃ। যদ্বা উত্তমগতি প্রাপ্য বস্তুনাং শ্রেষ্ঠং। শ্রীরাধা প্রাণ বন্ধোশ্চরণ কমলয়ো পাদসম্বাহনাদিরূপা প্রেম সেবা।

যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা = শ্রীবৃন্দাবনে মণি নিকুঞ্জ মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণয়ো শ্চামর ব্যজন পাদসম্বাহনাদি রূপা আশা যস্য প্রসাদেন পূর্ণাস্যাৎ।

মহাশক্য=এই শব্দটি গুরুমুখপদ্ম বাক্যের বিশেষণ। ইহার দ্বারা শ্রীগুরু বাক্যের মহাবল প্রদর্শিত হইয়াছে। যেহেতু মহাশক্য শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণ পাওয়াইবার শক্তি-যুক্ত। অতএব যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ পাইতে অভিলাষ আছে, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে শাস্ত্রানুমোদিত শ্রীগুরুবাক্য হৃদয়ে ধারণা করুন, ইহাও ধ্বনিত হইতেছে। "হৃদি করি মহা শক্য" এই স্থলে মুদ্রিত পুস্তকে "হৃদয়ে করিয়া ঐক্য" এইরূপ পাঠ আছে, কিন্তু ইহা অসঙ্গত।

আর না করিহ মনে আশা=অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব বাক্য দ্বারা যে স্বাভীষ্ট বস্তু দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহাতেই আশা কর—তাহা ব্যতীত অন্য ক্ষুদ্র বিষয়ে আশা করিও না। এতদ্দ্বারা প্রেমভক্তির অধিকারীও নির্ণয় করা হইল অর্থাৎ যিনি শ্রীগুরু বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া শ্রীগুরু কর্ত্তৃক প্রদর্শিত শ্রীব্রজবনে শ্রীযুগল কিশোর সেবা-রূপ নিজ অভীষ্ট বস্তুতে কেবল আশা করিতেছেন, অন্য কোন বস্তুতে যাঁহার আশা নাই, তিনিই প্রেমভক্তির অধিকারী।

শ্রীগুরুচরণে রতি=অকপট শ্রীগুরুভক্তির নাম গুরু-চরণে রতি। গুরুভক্তি হইলে উত্তমা গতি লাভ হয়, অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা আর প্রাপ্য বস্তু নাই এবং যাহা যোগীন্দ্র ও মুনীন্দ্র দুর্ল্লভ সেই শ্রীরাধামাধবের প্রেম

সেবা লাভ অনায়াসে হয়। শ্রীটীকাকারের এই অর্থ বুঝিতে হইলে উপরিউক্ত ত্রিপদীর এইরূপ অন্বয় করিতে হইবে; যথা শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তমাগতি অর্থাৎ "যেমন তেমন চাকরী দুধ ভাত" এই গ্রাম্য কথার অর্থ এই যে, যেমন তেমন চাকরী হইলেই দুধ ভাত লাভ হয়, সেইরূপ শ্রীগুরু চরণে রতি এই সে উত্তমা গতি, ইহার অর্থ এই যে, শ্রীগুরুচরণে রতি হইলেই সে উত্তমা গতি লাভ হয়।

যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা = ইহার অর্থ টিপ্‌পনী-কার কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে যে, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমন্মণি-নিকুঞ্জ মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পদ সম্বাহন ও চামর ব্যজন প্রভৃতি সেবা করিতে যে আশা আছে, তাহা শ্রীগুরুদেব প্রসাদে পূর্ণা হয়। এখানে শ্রীগুরুসেবার ফল পুনঃ পুনঃ আম্রেড়ন দ্বারা সাধকদিগকে শ্রীগুরুসেবার্থে উত্তে-জিত করা হইতেছে। উপরিউক্ত ত্রিপদীর অংশের এই রূপ ব্যাখ্যা করিলেও চলিতে পারে—যথা প্রেমভক্তির অধিকারীদিগের শ্রীব্রজবনে শ্রীযুগলকিশোর সেবনেই আশা থাকে—অন্য ক্ষুদ্র বস্তুতে কদাচ আশা থাকে না। সুতরাং সর্ব্ব আশা পরিপূর্ণ হয় ইহার তাৎপর্য্য সর্ব্ব-প্রকারে শ্রীরাধামাধবের স্বাভীষ্ট সেবা এক মাত্র শ্রীগুরু-দেবের প্রসাদেই লাভ হইয়া থাকে। "যস্য প্রসাদাত্ত

গবৎ প্রসাদো যদপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোপি” ইত্যাদি শত শত প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে ।৪।

শ্রীমূল ।

চক্ষুদান দিল যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত
প্রেমভক্তি যাহা হৈতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে
বেদে গায় যাহার চরিত । ৫ ।

শ্রীটীকা।

চক্ষুদান ইত্যাদি = সংসারার্ণব তারণপূর্ব্বকং চর্ম্মচক্ষু মোচয়িত্বা পরতত্ত্বাবলোকন যোগ্য দিব্য চক্ষু র্যেন দত্তং। দিব্যজ্ঞান ইত্যাদি = কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণ রূপং দিব্য জ্ঞানং হৃদি প্রকাশিতং যৎ প্রসাদাদিতি শেষঃ। প্রকাশিতমিতি ভাবে ক্তঃ।

বেদে গায় ইত্যাদি = বেদ কর্ত্তৃক তচ্চরিত্র গানং। যথা সর্ব্ব বেদান্তসার শ্রীভাগবতে আচার্য্যং মাং বিজানী য়াদিতি। আচার্য্যবান পুরুষো বেদেত্যাদি শ্রুতেশ্চ। আচার্য্য দেবো ভবেদিত্যাদ্যাশ্চ ॥

যাহা দ্বারা অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি বুদ্ধি,

এবং মিথ্যাবস্তুতে সত্য বুদ্ধি হয়, পরমেশ্বরের সেই অঘটন পটীয়সী বহিরঙ্গা শক্তির নাম অবিদ্যা অথবা পরমানন্দ স্বরূপের অজ্ঞানের নাম অবিদ্যা। সেই অবিদ্যা তিমিরে যাহার চক্ষু (পরমেশ্বর তত্ত্ব বুঝিবার শক্তি) নষ্ট হইয়াছে, তাহার সেই চক্ষু যিনি উন্মীলিত করিয়াছেন, তিনি জন্মে জন্মে প্রভু এবং যে ব্যক্তি চক্ষু লাভ করিয়াছে, সে তাঁহার জন্মে জন্মে দাস অর্থাৎ দাসবৎ সেবক ও আজ্ঞাবহ। শ্লেষে শ্রীগ্রন্থকার উপরিউক্ত ত্রিপদীর দ্বারা এবং পরের ত্রিপদীর দ্বারা শ্রীগুরুদেবের কৃপায় নিজে যে উপকার পাইয়াছেন, তাহা কহিলেন অর্থাৎ শ্রীগুরু কৃপায় দিব্য চক্ষু লাভ এবং হৃদয়ে দিব্য জ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীগুরুদেবের দ্বারা যে উপকার পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জন্মে জন্মে শ্রীপ্রভুগুরুদেবের দাস হইয়া আজ্ঞা বহন ও কায়মনে সেবন করিলেও সে উপকারের পরিশোধ হয় না, ইহাও শ্লেষে কথিত হইল। ফলতঃ যাহারা প্রেমভক্তি প্রয়াসী তাহাদের সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুর সেবন ও তাঁহার শাস্ত্রানুমোদিত আজ্ঞা প্রতিপালন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। শাস্ত্রীয় প্রমাণ যথা "যস্য দেবে পরাভক্তি যথা দেবে তথা গুরৌ" ইতি। "সৎ সেবা গুরু সেবা চ দেব ভাবেন চেত্তবেৎ। তদেব ভগবদ্ভক্তি লভ্যতে নান্য-থাক্বচিদিতি॥" প্রমেয় রত্নাবলী।

পরতমতত্ত্বে পরমাপ্রীতির নাম প্রেমভক্তি। সেই প্রেমভক্তি পরতমতত্ত্বের হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি। ইঁনি অত্যন্ত নিরপেক্ষিণী। কিছু অপেক্ষা না করিয়া স্বতঃই আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। কদাচিৎ সদাচার সম্পন্ন ব্রাহ্মণ জাতিকে পরিত্যাগ করিয়া অত্যন্ত কদাচারী পুলিন্দ পুক্কশ প্রভৃতি দুর্জাতির হৃদয়ে অবির্ভূতা হন এবং যাঁহারা অবিদ্যা বিনষ্ট করিয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও ত্যাগ করিয়া অবিদ্যাবদ্ধ ঘোর সংসারী জীবের হৃদয়ে উদয় হইয়া থাকেন।

প্রথমতঃ অবিদ্যাবদ্ধ জীবের হৃদয়ে প্রেমভক্তি প্রাদুর্ভূতা হইয়া শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধারূপে প্রতীয়মান হন। তৎপরে শাস্ত্রানুমোদিত বর্ত্মে ভজন করিতে প্রবৃত্ত হইলে দিন দিন ভজনাধিক্যে যেমন যেমন অবিদ্যা ক্ষয় হয়, তেমন তেমন সেই হৃদয়স্থ উচ্চ উচ্চ সোপানে প্রেমভক্তি আরোহণ করিতে থাকেন। পরতমতত্ত্বে প্রীতিসম্পন্ন ব্যক্তির উত্তরোত্তর ঔৎকর্ষপ্রাপ্তভক্তিবাসনা যুক্ত হৃদয়ের ভাবগুলিই সোপান বা ভূমিকা নামে অভিহিত হয়। এখানে অবিদ্যা বলিতে অবিদ্যার কার্য্য যে শ্রীভগবদ্ভজন কালে ভজন বাধক অনর্থ তাহাই অবগত হইতে হইবে। সেই অনর্থ চারি প্রকার যথা সুকৃতিজাত, দুষ্কৃতিজাত, অপরাধজাত এবং ভক্তিজাত। যাঁহারা

দরিদ্র অবস্থায় ভগবদ্ভজন আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু দৈবাৎ তাঁহাদের সুকৃতি ফলে ধন সম্পত্তি প্রভৃতি উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা সেই প্রাপ্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও বর্দ্ধন প্রভৃতি কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া পূর্ব্ববৎ আর ভজন করিতে পারেন না। সুতরাং সুকৃতির ফল সেই ধন-সম্পত্তিই তাঁহাদের ভজন বাধক হইল বলিয়া সুকৃতিজাত অনর্থ। কোন ধনী বা পুত্রবান্ গৃহস্থ, ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেই কালে দুষ্কৃতির ফলে ধন পুত্র নষ্ট হইলে দুশ্চিন্তায় তাঁহাকে ভজন হইতে বিরত হইতে হইল। ইহাই দুষ্কৃতিজাত অনর্থ। নাম অপরাধ হইলে ভজনের যে বাধা জন্মে, তাহার নাম অপরাধজাত অনর্থ। নাম অপরাধ দশ প্রকার যথা;—

(১) শ্রীবৈষ্ণবনিন্দা। কেহ কেহ বলেন "স্বরূপ কথনের নাম নিন্দা নহে, একারণ যাহারা কুকর্ম্মপরায়ণ, সেই সকল বৈষ্ণবের নিন্দা করাই ভাল। কেননা তাহাদিগের সম্বন্ধে নীরব হইয়া থাকিলে তাহাদের কুকর্ম্মে প্রশ্রয় দেওয়া হয়"। একথা যাঁহারা পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের নিতান্ত অনুপযোগী। যেহেতু পরনিন্দা করিতে যাইলে, প্রথমতঃ নিজের ঔদ্ধত্য ও অবিনতি প্রকাশ পায়; দ্বিতীয়তঃ প্রেমজননী দীনতা একেবারে নষ্ট হইয়া যান; তৃতীয়তঃ মধুকরের

মধু সংগ্রহের ন্যায় সারগ্রাহীতা নামে যে বৈষ্ণব সদ্‌গুণ আছে, তাহা কেবল ধ্বংস হয় এমত নহে, বরং মক্ষিকার ন্যায় পূষশোণিতগ্রাহীতারূপ অসদ্‌গুণ উদয় হইয়া নানাবিধ মলিনতা দ্বারা হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া ফেলে; চতুর্থতঃ এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের বিচার করিয়া দেখিলে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয় যে, নিন্দা করা কোন মতেই যুক্তি সঙ্গত নহে। দেখিতে হইবে, যিনি নিন্দা করিতেছেন, তিনি আপনি সর্ব্বদোষ শূন্য কি, না? সর্ব্বদোষ শূন্য মনুষ্য ইহ ভুবনে নাই; নিন্দাকারীও মনুষ্য, সুতরাং তিনিও দোষ শূন্য নহেন। যখন তিনি নিজে দোষ শূন্য নহেন, তখন তাঁহার মুখে অন্যের দোষকীর্ত্তন কি শোভা পায়, না, যুক্তি সঙ্গত হয়? আবার যিনি সর্ব্বদোষ শূন্য তিনি মহাপুরুষ, তিনি কদাচ কাহার কোন দোষ দেখেন না এবং সেই দোষ জনসমাজে কীর্ত্তনও করেন না। ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, যাঁহারা যে পরিমাণে নিজে দোষী, তাঁহারা সেই পরিমাণে অন্যের দোষ দর্শন করেন এবং তাহা লোকের কাছে কীর্ত্তন করিয়া পরনিন্দায় ব্রতী হন। বিশেষতঃ যাঁহারা প্রেমভক্তি লাভের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাদের পরদোষ দেখিবার ও তাহা কীর্ত্তন করিবার অবসর কোথায়? তখন তাঁহাদের নিজের ছিদ্র বোধ এতই হয় যে, সেই সমস্ত

পূরাইতেই তাঁহাদের সময়ে কুলাইয়া উঠে না। সঙ্ক্ষেপতঃ প্রেমসম্পত্তিআকাঙ্ক্ষাকারী-ব্যক্তিদিগের কাহারও দোষ-কীর্ত্তন করা নিতান্ত অনুচিত।

দোষ কীর্ত্তনের নামই নিন্দা। শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ টীকাকার শ্রীশ্রীধর স্বামীপাদ সপ্তম স্কন্ধের টীকায় নিন্দা শব্দের অর্থ "দোষ কীর্ত্তন" লিখিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শরণাপত্তি প্রকরণে শ্রীপদ্ম পুরাণের নামাপরাধ প্রসঙ্গ হইতে যে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এখানে লিখিত হইল ;—

সর্ব্বাচার বিবর্জ্জিতাঃ শঠ ধিয়ো ব্রত্যা জগদ্বঞ্চকা
দম্ভাহঙ্কৃতি পান পৈশুনরতা পাপান্তজা নিষ্ঠুরাঃ
যে চান্যে ধনদারপুত্রনিরতাঃ সর্ব্বাধমাস্তেঽপিহি
শ্রীগোবিন্দ পদারবিন্দ মাত্র শরণাযুক্তা ভবন্তিদ্বিজাঃ॥

(২) শ্রীশিবের সত্ত্বা-নাম-গুণ প্রভৃতি শ্রীনারায়ণ হইতে পৃথক জ্ঞান করা।

(৩) শ্রীগুরুদেবে অবজ্ঞা।

(৪) বেদাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রের নিন্দা।

(৫) শ্রীহরিনামে অর্থ-বাদ কল্পনা।

(৬) শ্রীনামের প্রভাব জানিয়া পাপে প্রবৃত্তি অর্থাৎ শ্রীহরি নাম প্রভাবে পাপ ক্ষয় হইবে, এই বুদ্ধিতে পাপ করা।

(৭) ধর্ম্মব্রত দান হোম প্রভৃতি শুভ কর্ম্মের সহিত শ্রীহরি নামের তুলনা করা।

(৮) শ্রদ্ধাহীন, বিমুখ এবং যে শুনিতে অনিচ্ছুক, তাহাকে শ্রীহরি নাম করিতে উপদেশ দেওয়া।

(৯) শ্রীনাম মাহাত্ম্য শুনিয়াও নাম করিতে প্রবৃত্ত না হওয়া।

(১০) শ্রীনামে অহং মমতাপর হওয়া অর্থাৎ আমি বহুতর নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকি এবং ইতস্ততঃ নাম কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছি ও করিতেছি। আমি যে পরিমাণে নাম করিয়া থাকি, সে পরিমাণে নাম, অন্য কেহ করিতে পারেন না। আমার জিহ্বা আমার অধীন। এই প্রকার অহঙ্কার করা একটী প্রবল নাম অপরাধ।

উপরিউক্ত দশ প্রকার নাম অপরাধ ঘোরতর অহ-ঙ্কারের কার্য্য।

অহঙ্কারী ব্যক্তি ভক্তি যাজন করিয়াও ভক্তিবর্ম্মে অগ্রসর হইতে পারেন না। অহঙ্কারের দ্বারা ভক্তি যাজন অবস্থাতেও দিন দিন মন মলিন হইতে থাকে। অতএব অপরাধ গুলি জানিয়া সাবধান হইতে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেই ক্রমে ক্রমে অনর্থ ক্ষয় হইতে থাকে।

লোকে আমার ভক্তিযাজন দেখিয়া আমাকে অর্থাদি প্রদান করুক, অথবা আমাকে পূজা করুক, অথবা আমার যশো ঘোষণা করুক, ইহা মনে করা, বা ইহার জন্য চেষ্টা করাকে ভক্তিজাত অনর্থ কহে। এখানে এই আপত্তি হইতে পারে যে, যাহাতে ভজন নষ্ট হয়, তাহা যদি অনর্থ হইল, তবে ধনলাভ পূজাপ্রতিষ্ঠার জন্য যাঁহারা আপনার ভজনাধিক্য দেখান, তাহা কি রূপে অনর্থ মধ্যে গণ্য হইতে পারে? যে হেতু লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার জন্য ভজন নষ্ট না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইতেছে। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, ভজনের ফল পরমতত্ত্ব ব্যতীত ক্ষুদ্র বস্তুতে আশা উৎপাদন করিতেছে বলিয়া ঐ ভজন অনর্থ মধ্যে গণ্য হইল।

প্রেম ভক্তির দ্বারা এই চারি প্রকার অনর্থ ক্রমে ক্ষয় হইতে থাকে। প্রেমভক্তির আরোহণের নিমিত্ত সাধক হৃদয়ে নয়টি সোপান আছে। সোপান কাহাকে বলে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেই সোপান কয়েকটির নাম এই যথা,—শ্রদ্ধা, স্বজাতীয় বাসনা বিশিষ্ট সৎসঙ্গ, ভজন ক্রিয়া, অনর্থ নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেম। প্রেমভক্তি ব্যক্তি বিশেষের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া শ্রদ্ধা রূপ প্রথম সোপানে আরোহণ করেন। সেই সোপানকে পরিষ্কৃত করিয়া অর্থাৎ শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন

করিয়া তাহার পর স্বজাতীয় বাসনাবিশিষ্ট সাধুসঙ্গ রূপ দ্বিতীয় সোপানে আরোহণ করেন। এই দ্বিতীয় সোপানে থাকিয়াই প্রেমভক্তি, সাধককে শ্রীগুরু পদাশ্রয় ও শ্রীকৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণ এবং গুরুসেবায় প্রবৃত্ত করান। তখনও অবধি সমস্ত অনর্থ থাকে। তাহার পরে প্রেমভক্তি তৃতীয় সোপানে আরোহণ করিয়া সাধককে ভজন ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত করান। এই তৃতীয় সোপানে প্রেম ভক্তির অবস্থিতি কাল হইতে ভাব রূপ অষ্টম সোপানে আরোহণ পর্য্যন্ত অনর্থ ক্ষয় হইতে থাকে। অষ্টম সোপানের আরম্ভে অনর্থ প্রায় থাকে না। শেষে সম্পূর্ণ ক্ষয় হইয়াই নবম সোপানে আরোহণ করাইয়া সাধককে সম্যক চরিতার্থ, সম্যক নির্বৃতি ও পরিপূর্ণ করেন।

এই ক্রমিক অনর্থক্ষয়কে ভক্তিতত্ত্ববেত্তা মহানুভাবগণ পাঁচ প্রকারে ভিন্ন করিয়াছেন, যথা,—ঐকদেশিক, বহুদেশিক, আত্যন্তিক, প্রায়িক এবং পূর্ণ। শ্রদ্ধা হইতে ভজন ক্রিয়া পর্য্যন্ত, অনর্থ পরিপূর্ণ ভাবে থাকে। অনর্থ দ্বারা শ্রদ্ধা, সাধু সঙ্গ ও ভজন ক্রিয়া সম্পূর্ণ ভাবেই হউক, আর আংশিক ভাবেই হউক, নষ্ট হইতে পারে। নিষ্ঠার উৎপত্তি না হওয়াই ইহার কারণ। ভজনে নিষ্ঠা উৎপন্ন হইলে সুকৃতি ও দুষ্কৃতিজাত অনর্থ

ভজন নষ্ট করিতে পারে না। নিষ্ঠা প্রভাবে ভজন স্থির ভাবেই বিদ্যমান থাকে এবং কাহারও কখনও ভজনাধিক্যও হইয়া থাকে। কিন্তু নামাপরাধজাত অনর্থ, নিষ্ঠা হইতে ভাব পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে পারে, অতএব যাহাতে নাম অপরাধ না হয়, তৎপক্ষে সাধকমাত্রেরই সতর্ক হওয়া উচিত। রুচি পর্য্যন্ত ভক্তিজাত অনর্থ, অর্থাৎ লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি বাসনা থাকে। আসক্তি হইলে ভক্তিজাত অনর্থ থাকে না, অর্থাৎ যিনি ভজনাসক্ত হইয়াছেন, তাঁহার মন শ্রীভগবদ্ভজন ব্যতীত লাভ পূজা, প্রভৃতিতে কখনই আসক্ত হইতে পারে না। প্রেমলাভ হইলে কোন প্রকার অনর্থই থাকে না। কিন্তু ইহার বিশেষ এই, নিষ্ঠা হইতেই চারি প্রকার অনর্থ ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। নিষ্ঠায় কিঞ্চিৎমাত্র ক্ষয় হইলে ঐক-দেশিক ক্ষয় বলে; রুচিতে তাহা অপেক্ষা অধিক ক্ষয় হইলে বহুদেশিক ক্ষয় বলে; আসক্তিতে প্রচুর পরিমাণে ক্ষয় হইলে আত্যন্তিক ক্ষয় বলে; ভাবে প্রায়ই ক্ষয় হয়, যাহা অতি অল্প মাত্র থাকে, তাহা দুর্লক্ষ্য, এই জন্য ভাব হইলে প্রায়িক ক্ষয় বলে; প্রেম লাভে কিছুমাত্র অনর্থ থাকে না বলিয়া পূর্ণ ক্ষয় হয়; ইহাই শ্রীপ্রেমভক্তির দ্বারা অবিদ্যা কার্য্য অনর্থ ক্ষয়ের প্রক্রিয়া।৫॥

শ্রীমূল।

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনের বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন ;
হা ! হা ! প্রভো ! কর দয়া, দেহ মোরে পদ ছায়া,
এবে যশঃ ঘুষুক ত্রিভুবন ।৬।

শ্রীটীকা।

এই শ্রীগ্রন্থকর্ত্তা শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের মন্ত্র-দাতা শ্রীগুরুদেব শ্রীলোকনাথ গোস্বামী শ্রীশ্রীভগবানকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ। যশোহর জেলার অন্তর্গত তালখড়ী গ্রামে ইঁনি জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা শ্রীপদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্য। মাতাব নাম শ্রীমতী সীতাদেবী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর সহিত সর্ব্বাগ্রে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া শ্রীকেশীঘাটে অবস্থিতি করেন ।৬।

শ্রীমূল।

বৈষ্ণব চরণ রেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
যাহা হৈতে অনুভব হয় ;
মার্জ্জন হয় ভজন, সাধুসঙ্গ অনুক্ষণ,
অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয়। ৭।

শ্রীটীকা।

যাহা হইতে=যস্মাৎ বৈষ্ণব চরণ রেণু ভূষণাৎ।

অজ্ঞান অবিদ্যা=চতুর্ব্বর্গ বাঞ্ছা তদ্রূপাঅবিদ্যা।

শ্রীবৈষ্ণব চরণ রেণু মস্তকে ও গাত্রে বহন করিলে সর্ব্ব প্রকার সাধনে যাহা লাভ না হয় সেই ফল অনায়াসে লাভ হয়। ইহা শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে বিবৃত আছে। শ্রীবৈষ্ণবচরণ রেণুর মহাবল জানিয়া মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন যে ;—বৈষ্ণবচরণ রেণুর দ্বারা ভূষিত হইলে শ্রীগুরু মহিমা অনুভব হয় এবং অনুক্ষণ সাধুসঙ্গ হয়, তদ্দ্বারা ভজন মার্জ্জিত হয়, তাহার পরে চতুর্ব্বর্গবাঞ্ছাপ্রভৃতি যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞানরূপিণী অবিদ্যা পরাজয় হয় অর্থাৎ হৃদয়ে চতুর্ব্বর্গ বাঞ্ছা আর থাকে না। এতদ্দ্বারা শ্রীপ্রেমভক্তি প্রার্থীগণের বৈষ্ণবচরণ ধূলায় বিভূষিত হওয়া এবং বৈষ্ণবসঙ্গ প্রধান সাধন, ইহাও সিদ্ধান্ত হইল। এখানে বৈষ্ণব বলিতে গৃহী এবং গৃহত্যাগী উভয় অধিকারস্থ বৈষ্ণব বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ মনে করেন যে "ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা এবং অর্থস্পৃহা যাহাদের পুরুষার্থ, সেই প্রকার বৈষ্ণবগণের চরণ ধূলির পূর্ব্বোক্ত গুণ নাই ; এতাদৃশ কুচরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তি যদি বৈষ্ণব চিহ্নে ভূষিত থাকে, তথাপি তাহার নিকটে যাইতে নাই। যিনি কামিনী কাঞ্চন লোভ বিহীন, সেই প্রকার উদাসীন বৈষ্ণবের

এবং ভক্তির অবিরোধে যাবৎ প্রয়োজন তাবৎ প্রতিগ্রহ করিয়া স্বদার নিরত হইয়া উদ্ধার পাইবার জন্য যে সকল শ্রীবিষ্ণু মন্ত্রোপাসক গৃহস্থ অনুরাগের সহিত শ্রীভগবদ্ভজন করিয়া থাকেন তাঁহাদের চরণ ধূলির পূর্ব্বোক্ত প্রকার গুণ আছে; উদাসীন ও গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ কদাচারী হইলে তাহাদের উচ্ছিষ্ট ও পদধূলি গ্রহণ করা সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। কেবল উক্ত কদাচারীদিগের বৈষ্ণব চিহ্ন থাকিলে তাহাদিগকে প্রণাম করিতে হইবে, না করিলে বৈষ্ণবাবজ্ঞা জন্য মহাদোষ হইবে। কিন্তু সঙ্গ করিলে, পদধূলি লইলে, এবং উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে, তাহাদের মত কদর্য্য স্বভাব নিশ্চয় হইবে।" কিন্তু যাঁহারা প্রেমভক্তি প্রয়াসী তাঁহাদের একথা কদাচ উপযুক্ত নহে। যেহেতু কোন্ মহানুভাব বৈষ্ণব কখন কি ভাবে অবস্থান করেন, তাহা অস্মদাদির দুর্লক্ষ্য, এ কারণ প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে যেরূপেই হউক, যাঁহার বৈষ্ণব সংজ্ঞা আছে, তাঁহার পদধূলি লইতে পারিলে স্বাভীষ্ট সিদ্ধি বিষয়ে মহানুকূল্য হয়, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ প্রেমেচ্ছুগণের "তৃণাদপি সুনীচতা" এভাব প্রয়োজন; অতএব গৃহী বা গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের প্রতি অবজ্ঞার কথা দূরে থাকুক, অন্য কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অবজ্ঞা করিলেও নিজের দৈন্য ভাব নষ্ট হইয়া যায়। যাহার দীনতা নাই তাহার পঞ্চম পুরু-

যার্থ প্রেম লাভ কিরূপে হইতে পারে? এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্য ভাগবতের কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত হইল ;—

অধিকারী বৈষ্ণবের না বুঝি ব্যভার
যে জন নিন্দয়ে তার নাহিক নিস্তার
অধম জনের যে আচার যেন ধর্ম্ম
অধিকারী বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম
কৃষ্ণের কৃপায় ইহা জানিবারে পারে
এ সব সঙ্কটে কেহ মরে কেহ তরে
সবে ইথে দেখি এক মহা প্রতিকার
সবারে করিব স্তুতি বিনয় ব্যভার
অজ্ঞ হই লইবেক কৃষ্ণের শরণ
সাবধানে শুনিবেক মহান্ত বচন
তবে কৃষ্ণ তারে দেন হেন দিব্যমতি
সর্ব্বত্র নিস্তার পায় না ঠেকয়ে কতি। ৭ ॥

শ্রীমূল

জয় সনাতন রূপ, প্রেমভক্তিরস কূপ,
যুগল উজ্জ্বল ময় তনু ;
যাহার প্রসাদে লোক, পাসরিল সব শোক,
প্রকট কলপতরু যনু। ৮।

শ্রীটীকা

জয়=শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ভক্তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ ঔৎকর্ষেণ বর্ত্তসে। কাব্য প্রকাশে জয়ত্যর্থেন নমস্কার আক্ষিপ্যতে। জয়তো প্রতি মম নমোঽস্ত্বিত্যর্থঃ।

প্রেমভক্তিরেব রসঃ স্তস্য কূপরূপঃ।

অদ্যাপিও শ্রীরূপসনাতনের করুণায় তাঁহাদের শ্রীগ্রন্থে অবগাহন করিয়া লোকে শোক দুঃখ মুক্ত হইয়া শ্রীরাধামাধবের ভজন করিতে সমর্থ হইতেছেন। একারণ শ্রীগ্রন্থকর্ত্তা ঠাকুর মহাশয় তাঁহাদের দুই ভ্রাতার জয় দিতেছেন।৮।

শ্রীমূল।

প্রেমভক্তি রীতি যত, নিজ গ্রন্থে বেকত,
লিখিয়াছে দুই মহাশয় ;
যাহার শ্রবণ হৈতে, প্রেমানন্দে ভাসে চিতে,
যুগল মধুর রসাশ্রয়।৯।

শ্রীটীকা।

দ্বাভ্যাং মহাশয়াভ্যাং শ্রীরূপসনাতনাভ্যাং সর্ব্ব প্রেম ভক্তি রীতি র্ব্যক্তং যথাস্যাত্তথা নিজ গ্রন্থে লিখিতা।

তৎ শ্রবণাৎ ভক্তানাং চিত্তং প্রেমানন্দ রূপ সমুদ্রে প্লুতং স্যাৎ।

শ্রীসনাতনগোস্বামীপাদের শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থ প্রভৃতি এবং শ্রীরূপগোস্বামীপাদের শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীবিদগ্ধমাধবনাটক, শ্রীললিত-মাধবনাটক, শ্রীদানকেলিকৌমুদী, শ্রীস্তবমালা প্রভৃতি সকল গ্রন্থই প্রেমভক্তিময়। এই সকল শ্রীগ্রন্থানুশীলনে প্রেমভক্তিতত্ত্ব বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায় এবং ইহা দ্বারাই শ্রীরাধামাধবের মধুর রসাশ্রয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা দ্বারা আরও বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীপাদ গোস্বামীদিগের শ্রীগ্রন্থের অবগাহন ব্যতীত সম্যকরূপে শ্রীরাধামাধবের উজ্জ্বল রসাশ্রয় হয় না।৯।

শ্রীমূল।

যুগল কিশোর প্রেম, লক্ষ বান যেন হেম,
হেন ধন প্রকাশিল যারা;
জয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে প্রেমধন,
সে রতন মোর গলে হারা।১০।

শ্রীটীকা।

সে রতন মোর গলে হারা=তেন প্রেমরত্নেন কণ্ঠে হারং করবানীতি ভাবঃ।

পুনঃ পুনঃ শ্রীরূপ সনাতনের জয়ধ্বনি দিয়া গুণকীর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীযুক্তগ্রন্থকর্ত্তা সাধকদিগকে শ্রীগোস্বামী পাদ-

যুগলের শ্রীগ্রন্থানুশীলনে প্রোৎসাহিত করিতেছেন এবং তাহাতে ঔদাস্যই ঘোরতর অনর্থ, ইহাও জানাইতেছেন। ১০।

শ্রীমূল।

ভাগবত শাস্ত্র মর্ম্ম, নববিধভক্তি ধর্ম্ম,
সদাই করিব সুসেবন;
অন্য দেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিল ভাই,
এই ভক্তি পরম ভজন। ১১।

শ্রীটীকা।

অন্য দেব = ব্রহ্ম রুদ্রাদয়ঃ।

শ্রীভাগবত শাস্ত্রের মর্ম্ম শ্রীগোস্বামীগণ নিজ কৃত টীকায় বিবৃত করিয়াছেন, সুতরাং শ্রীভাগবতশাস্ত্রমর্ম্ম সুসেবন করিব ইহার অর্থ শ্রীগোস্বামীপাদগণের টীকায় অর্থাৎ শ্রীবৈষ্ণবতোষিণী এবং শ্রীক্রমসন্দর্ভে বিবৃত যে শ্রীভাগবতার্থ আছে তাহাই সদা আলোচনা করিব এবং তাঁহাদের অনুগত শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় এবং শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রভৃতির টীকারও আলোচনা করিব। ১১।

শ্রীমূল।

সাধু শাস্ত্র গুরু বাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেম মাঝে;
কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্তি হীন, ইহাকে করিব ভিন,
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে। ১২।

শ্রীটীকা।

"গুরুমুখপদ্মবাক্য হৃদিকরি মহাশক্য" এই কথা দ্বারা শ্রীগুরু বাক্যই দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধারণা করা উচিত, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কিন্তু শ্রীগুরুদেব যদি অন্যায় আজ্ঞা করেন, তবে তাহা প্রতিপালন করিতে নাই। এরূপ অন্যায় আদেশ দ্বারা শ্রীগুরুদেব পরীক্ষা করিতেছেন, জানিতে হইবে। একারণ শ্রীগুরুবাক্যের সহিত যদি শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির সাধনভূতশাস্ত্রের ঐক্য হয় তবেই তাহা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির উপায় নানা শাস্ত্রে নানা প্রকারে কীর্ত্তিত আছে, সেই সকল উপায় একজনের অবলম্বন করা সম্ভবে না, একারণ স্বসম্প্রদায়ী এবং শাস্ত্রোক্ত আচার সম্পন্ন সাধুগণ যাহা বলেন তাহার সহিত শ্রীগুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্য যদি ঐক্য হয় তবেই তাহা গ্রাহ্য। শ্রীগুরুদেব যাহা আজ্ঞা করেন তাহা যদি শাস্ত্র ও স্বসম্প্রদায়ী সাধুগণের অনুমোদিত হয়

তবে তাহাই স্বীকার্য্য। আবার সেই শাস্ত্রবাক্যই গ্রাহ্য, যাহা শ্রীগুরুদেব ও স্বসম্প্রদায়ী সাধুগণের অনুমোদিত; কেবল সাধুবাক্য বা শাস্ত্রবাক্য বা শ্রীগুরুবাক্য গ্রাহ্য হইতে পারে না। সাধুবাক্য, শাস্ত্রবাক্য, এবং শ্রীগুরু-বাক্য পরস্পর ঐক্য হইলেই গ্রাহ্য। এইরূপে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইলে পরিণামে আর বিপন্ন হইতে হয় না।

কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগকে বাছিয়া দল হইতে পৃথক করিব অর্থাৎ তাঁহাদিগের সঙ্গে থাকিলে, ভিন্নপ্রকৃতি নিবন্ধন সময়ে সময়ে প্রাণে বড়ই বেদনা পাইতে হয় এবং তাঁহাদিগকে কিছু বলিলেও ঔদ্ধত্য প্রযুক্ত অপরাধ হয়, এ কারণ তাঁহাদিগের নিকট হইতে পৃথক হইব। বিশেষতঃ কর্ম্মী ও জ্ঞানীগণ ভক্তির উপরে কর্ম্ম ও জ্ঞানের গুণ কীর্ত্তন করিয়া ভক্তিকে খর্ব্ব করেন, অতএব তাঁহাদিগের নিকট হইতে পৃথক হওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ১২।

শ্রীমূল।

অন্যঅভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞানকর্ম্ম পরিহরি,
কায় মনে করিব ভজন;
সাধু সঙ্গ কৃষ্ণ সেবা, না পূজিব দেবীদেবা,
এই ভক্তি পরম কারণ। ১৩।

শ্রীটীকা।

"অন্যাভিলাষিতা শূন্যং" শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুর এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব গোস্বামীপাদ যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন এই দুই ত্রিপদী তাহার সারাংশ।

জ্ঞান বলিতে নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান। কর্ম্ম বলিতে কাম্য ও নিষিদ্ধ প্রভৃতি কর্ম্ম জানিতে হইবে। কিন্তু শ্রীভগবত্তত্ত্বানুসন্ধানলক্ষণ যে জ্ঞান এবং শ্রীভগবৎ পরিচর্য্যাত্মক যে কর্ম্ম তাহা জ্ঞান এবং কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত নহে। তাহা শ্রীপ্রেমভক্তিরই অঙ্গ।

মনে শ্রীভগবত্তত্ত্বের অনুশীলন করিব ও কায়া দ্বারা শ্রীভগবানের পরিচর্য্যা করিব। ১৩।

শ্রীমূল

মহাজনের যেই পথ, তাতে হব অনুরত,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার;
সাধন স্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা,
কায় মনে করিয়া সুসার। ১৪।

শ্রীটিকা

দণ্ডকারণ্য বাসি মুনয়ো বৃহৎবামনোক্ত শ্রুতয়শ্চ চন্দ্রকান্তিশ্চবিল্বমঙ্গলাদয়শ্চ পূর্ব্ব মহাজনাঃ। ষড় গোস্বামীনশ্চ পর মহাজনাঃ।

সুসার=সুসিদ্ধং।

মনেকায় সুসিদ্ধ করিয়া অর্থাৎ মনে নিজ সিদ্ধদেহ ভাবনা করিয়া লীলা স্মরণই সাধন।

মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন
রাত্রি দিন চিন্তে রাধা কৃষ্ণের চরণ॥ ইত্যাদি
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। ১৪।

শ্রীমূল

অসৎ সঙ্গতি সদা, ত্যাগ কর অন্য গীতা,
কর্ম্মীজ্ঞানী পরিহরি দূরে;
কেবল ভকত সঙ্গ, প্রেমভক্তি রসরঙ্গ,
লীলা কথা ব্রজ রসপুরে। ১৫।

শ্রীটীকা

বারম্বার কর্ম্মী জ্ঞানীদিগকে দূরে ত্যাগ করিতে বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সম্প্রদায়সিদ্ধ শ্রীগুরু কৃপায় শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র লাভ করিয়াও যাহাদের কর্ম্ম ও জ্ঞানে আসক্তি থাকে তাহাদিগকেও দূরে ত্যাগ করিতে হইবে, কিন্তু ভক্তি প্রাধান্য ত্যাগ না করিয়া তদ্ অবিরোধে লোক সংগ্রহার্থ যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা ত্যজ্য নহেন।

প্রতিষ্ঠিতশ্চরেৎ কর্ম্ম ভক্তি প্রাধান্য মত্যজন্। ইত্যাদি। ১৫।

শ্রীমূল

যোগী ন্যাসী কর্ম্মীজ্ঞানী, অন্য দেব পূজক ধ্যানী,
ইহ লোকদূরে পরিহরি ;
ধর্ম্ম কর্ম্ম দুঃখশোক, যেবা থাকে অন্য যোগ,
ছাড়ি ভজ গিরিবরধারী। ১৬।

শ্রীটীকা

অন্য যোগ=স্ত্রী পুত্র বিষয়াসক্তিঃ।

যাঁহারা যম নিয়ম আসন প্রভৃতি অভ্যাস করেন তাঁহারা যোগী। যাঁহারা অঙ্গে মাতৃকা প্রভৃতি ন্যাস করিয়া থাকেন তাঁহারা ন্যাসী। যাঁহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম চিন্তা করেন তাঁহারা ধ্যানী।

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত শ্রীরুদ্রাদি অন্য দেবতার পৃথক পরমেশ্বরত্ব স্বীকার করিয়া পৃথক পূজা করেন তাঁহারা অন্য দেব পূজক।

ইহারা সকলেই ভক্তি বর্ত্মের বাটপাড় সুতরাং ইহাদিগকে দূর হইতেই ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ পরিকর বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ নির্ম্মাল্য দ্বারা রুদ্রাদি দেবতার পূজা করিয়া থাকেন তাঁহারা ত্যজ্য নহেন। কারণ এই প্রকার পূজাই শ্রীরুদ্রাদি দেবতাবৃন্দের সন্তোষের হেতু এবং ভক্তি শাস্ত্র বিহিত। যথাঃ—

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরং।
পিতৃভ্য শ্চাপি তদ্দেয়ং তেনানন্ত্যায় কল্পতে।১৬।

শ্রীমূল।

তীর্থ যাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দ চরণ ;
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি, মদমাৎসর্য্য পরিহরি,
সদা কর অনন্য ভজন। ১৭।

শ্রীটীকা।

সর্ব্বসিদ্ধি=সর্ব্বেষাং তীর্থযাত্রাদি পুণ্য কর্ম্মণাং সিদ্ধিঃ।
মদ=বিবেকহারী উল্লাসঃ।
মাৎসর্য্য=পরোৎকর্ষাসহনং।

তীর্থ বলিতে শ্রীমথুরা, শ্রীদ্বারাবতী, শ্রীঅযোধ্যা, শ্রীনীলাচলক্ষেত্র প্রভৃতি শ্রীভগবদ্ধাম নহে। শ্রীবলয়কুণ্ড, শ্রীকামরূপ প্রভৃতি গ্রহণ করিতে হইবে। সামান্য তীর্থের সহিত শ্রীভগবদ্ধামগুলিকে গণনা করিলে উৎকট অপরাধ হয়। ১৭।

শ্রীমূল

কৃষ্ণ ভক্ত অঙ্গ হেরি, কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ করি,
শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ কীর্ত্তনে ;
অর্চ্চন স্মরণ ধ্যান, নবভক্তি মহাজ্ঞান,
এই ভক্তি পরম কারণ। ১৮।

শ্রীটীকা

নাম লীলা গুণাদিনাং শ্রুতি শ্রবণং।

নামলীলা গুণাদিনাম্মুখের্ভাষণং কীর্ত্তনং।

শুদ্ধি ন্যাসাদি পূর্ব্বকোপচারাণাং মন্ত্রেনোপপাদনং অর্চ্চনং।

যথা কথঞ্চিন্মানসঃ সম্বন্ধঃ স্মরণং।

স্মরণ ভেদ বিশেষঃ ধ্যানং।

শ্রদ্ধান্বিত ইতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ।

অর্চ্চন দুই প্রকার যথা—প্রথম জপসিদ্ধির নিমিত্ত ও দ্বিতীয় ভক্তির অঙ্গ।

জপসিদ্ধির নিমিত্ত অর্চ্চন ন্যাস মুদ্রাদি যুক্ত।

ভক্তির অঙ্গ অর্চ্চন তদ্বিহীন।

শ্রীসন্দর্ভ হইতে উদ্ধৃত হইল।

স্মরণ পাঁচ প্রকার যথা ;—

স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি, এবং সমাধি।

স্মরণং = যৎকিঞ্চিদনুসন্ধানং।

ধারণাং = সর্ব্বতশ্চিত্তমাকৃষ্য সামান্যাকারে মনোধারণং।

ধ্যান = বিশেষতো রূপাদিচিন্তনং।

ধ্রুবানুস্মৃতি = অমৃতধারাবদনবচ্ছিন্নং।

সমাধিং = ধ্যেয়মাত্র স্ফূরণং।

যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের নাম স্মরণ।

সর্ব্বতোভাবে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া সামান্যাকারে মনকে নিয়োজিত করিবার নাম ধারণা।

বিশেষ রূপে রূপাদিচিন্তার নাম ধ্যান।

অমৃত ধারার ন্যায় অনবচ্ছিন্ন রূপাদিচিন্তার নাম ধ্রুবানুস্মৃতি।

ধ্যেয় মাত্রই স্ফূর্ত্তির নাম সমাধি। ১৮।

শ্রীমূল

হৃষিকে গোবিন্দ সেবা, না পূজিব দেবী দেবা,
এইত অনন্যভক্তি কথা;
আর যত উপালম্ভ, বিশেষ সকলি দম্ভ,
দেখিতে লাগয়ে বড় ব্যথা।১৯।

শ্রীটীকা

দেবী = পার্ব্বত্যাদয়ঃ।

দেবা = রুদ্রাদয়ঃ।

উপালম্ভ = শ্রীকৃষ্ণ কথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ব্যতিরিক্ত মন্য সর্ব্বজ্ঞানং দম্ভ মাত্রমেবস্যাৎ।

হৃষিক অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীগোবিন্দ সেবা করিব; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই

পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্য, হস্ত, পদ, পায়ু এবং উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং অন্তরেন্দ্রিয় মন, সাকল্যে একাদশ ইন্দ্রিয়। এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যে যে ইন্দ্রিয়ের শ্রীভগবৎ সেবার যোগ্যতা নাই, সেই সেই ইন্দ্রিয় ত্যজ্য অর্থাৎ তাহা দ্বারা শ্রীভগবৎ সেবা হইতে পারে না। যে ইন্দ্রিয়গণ সেবোপযোগী, তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। চক্ষু দ্বারা শ্রীভগবৎ বিগ্রহ দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রীভগবদ্‌গুণ শ্রবণ, নাসিকা দ্বারা শ্রীভগবন্নির্ম্মাল্য আঘ্রাণ, জিহ্বা দ্বারা শ্রীভগবন্নৈবেদ্য আস্বাদন এবং ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীভগবদ্ভক্তের চরণ রজঃ স্পর্শ। বাক্য দ্বারা শ্রীভগবদ্‌গুণ কীর্ত্তন, হস্ত দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা কর্ম্ম, পদ দ্বারা তাঁহার স্থানে গমন। পায়ু ও উপস্থ দ্বারা শ্রীভগবানের কোন সেবা হয় না, এই জন্য পায়ু ও উপস্থ এই ইন্দ্রিয়দ্বয় সর্ব্বথা শ্রীভগবৎ সেবায় অকর্ম্মণ্য। পূর্ব্বতন মহাজনের মধ্যে কেহ কেহ পায়ু এবং উপস্থের পরম্পরা রূপে শ্রীভগবৎ সেবোপযোগিতা আছে বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন মলমূত্র প্রভৃতির উৎসাদন দ্বারা চিত্ত সুস্থ হয়, একারণ পায়ু এবং উপস্থও শ্রীভগবদারাধনার সাধন। "উৎসর্গান্মল মূত্রাদে শ্চিত্ত স্বাস্থ্যং যতোভবেৎ। অতোপায়োরুপস্থস্য তদারাধন সাধনং ॥১৯।

শ্রীমূল

দেহে বৈসে রিপুগণ,   যতেক ইন্দ্রিয়গণ,
কেহ কার বাধ্য নাহি হয় ;
শুনিলে না শুনে কাণ, জানিলে না জানে প্রাণ,
দঢ়াইতে না পারে নিশ্চয় ।২০।

শ্রীটীকা

দেহে যে কামাদি রিপুগণ বাস করে এবং যে ইন্দ্রিয়গণ আছে তাহাদের কেহ কোন ব্যক্তির বাধ্য হয় না।

প্রাণ শব্দে মন।

নিশ্চয় অর্থাৎ পরতমতত্ত্ব শ্রীভগবান ও তৎপ্রাপ্তি সাধন তদ্ভক্তি দঢ়াইতে অর্থাৎ দৃঢ় করিয়া ধারণা করিতে পারে না। তাহার হেতু কামাদি রিপুগণের ও কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের অবশীভূততা। অবশীভূত ইন্দ্রিয় দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ হয়, সুতরাং বিক্ষিপ্তচিত্তে পরতমতত্ত্ব ধারণা কোন প্রকারে হইতে পারে না।২০।

শ্রীমূল

কাম ক্রোধ লোভ মোহ, মদমাৎসর্য্য দম্ভ সহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব ;
আনন্দ করি হৃদয়,   রিপু করি পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব ।২১।

কৃষ্ণ সেবা কামার্পণে, ক্রোধ ভক্ত দ্বেষী জনে,
লোভ সাধু সঙ্গে হরি কথা;
মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণ গুণ গানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা।২২।

কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদও মাৎসর্য্য এই ছয় রিপু অজেয়। সহসা ইহাদিগকে জয় করা সুকঠিন। একারণ কামাদি জয়ের অতি সুগম উপায় বর্ণিত হইতেছে। যথা;—

কৃষ্ণ সেবা কামার্পণে—কাম অর্থাৎ যে স্ত্রী সঙ্গ, তাহা শ্রীকৃষ্ণ সেবার নিমিত্ত অর্পণ করিব। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বৈষ্ণব মাত্রেরই পরদারগমন সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। তবে ভক্তির অবিরোধে স্বদার গমন বিহিত। সেই স্বদার সেবীর মধ্যে প্রতি ঋতুগামী গৃহস্থকে ব্রহ্মচারী বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতাদৃশ ব্রহ্মচারী ব্যক্তি এই সঙ্কল্প করিয়া ঋত্বভিগমন করিয়া থাকেন যে, হে প্রভো! এবার তোমার যে দাস উৎপন্ন হইবে, সে তোমার সেবা কাজেই যাবজ্জীবন ব্রতী থাকিবে। পত্নী কাম-পরা হইলে অপর্ত্তু গমন সময়ে, হে প্রভো! তোমার পরি-চারিকা আমার এই পত্নীর সন্তোষার্থ আমি অপর্ত্তু গমনে প্রবৃত্ত হইলাম ইত্যাদি সদ্বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক অপর্ত্তু গমনে ক্রমে ক্রমে কাম রিপু পরাজিত হয়।

যাঁহাদের ক্রোধ রিপু বলবান হইয়া ভক্তিবর্ত্মে বাধা দিতেছে, তাঁহাদের পক্ষে ক্রোধ জয়ের সুগম উপায় এই, যথা—যে সকল ক্রোধী ব্যক্তি ভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা কোন ভক্ত, তাঁহাদের ক্রোধের কারণ হইলে, যদি তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করেন কিন্তু ভক্ত দ্বেষী জন ক্রোধের কার্য্য করিলে, তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে ভক্ত মর্য্যাদা বলে ক্রমশঃ ক্রোধ হৃদয় হইতে অপসারিত হইতে পারে। অধুনা যে কেহ বলেন যে, "অভক্ত জনে ক্রোধ তমোগুণের বৃত্তি নহে, ভক্তিরই বৃত্তি।" এ কথা অসঙ্গত। যেমন কোন কোন সম্প্রদায়ীগণ বলিয়া থাকেন যে তাঁহারা যে স্ত্রী সঙ্গ করেন তাহা কাম বৃত্তি নহে—তাহা ভজন। এই কথা ও ঠিক সেইরূপ। ২১। ২২॥

শ্রীমূল

অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার নাম,
ভক্তি পথে সদা দেয় ভঙ্গ;
কিবা সে করিতে পারে, কামক্রোধ সাধকেরে
যদি হয় সাধু জনার সঙ্গ ২৩।

শ্রীটীকা।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ ব্যতীত যাহার ফল কেবল ইন্দ্রিয় তৃপ্তি, সেই স্বতন্ত্র কাম; তাহার নাম অনর্থ, রিপু-ক্লেশ,

ইত্যাদি। সর্ব্বদা কৃষ্ণানুশীলন-শীল রিপু-জয়ী সাধু জনের সঙ্গ, যদি যথাকথঞ্চিৎ থাকে, তাহা হইলে কাম ক্রোধ উদ্ভব হইতে পারে না, যদি বা উদ্ভব হয়, তবে সেই সাধু কৃপায়, উপদেশে বা ভয়ে তখনই নিবৃত্ত হইয়া যায়, কার্য্যে পরিণত হইয়া অনর্থ উৎপাদন করিতে পারে না।২৩।

শ্রীমূল।

ক্রোধ বা না করে কিবা, ক্রোধ ত্যাগ সদা দিবা,
লোভ মোহ এইত কথন;
ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের ভিন,
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ।২৪।

শ্রীটীকা

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাংতরন্তিতে ইত্যনুসারেণ কৃষ্ণং স্মৃত্বা রিপুং বশেনয়েৎ।

যখনই ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণ মনে উদয় হইবে তখনই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নাম গুণ রূপ স্মরণ করিলে রিপুগণ মন হইতে পলাইয়া যাইবে।২৪।

শ্রীমূল

আপনি পালাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দ রব,
সিংহ রবে যেন করীগণ;

সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
যার হয় একান্ত ভজন।২৫।
না করিহু অসৎ চেষ্টা, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা,
সদা চিন্ত গোবিন্দ চরণ;
সকল বিপত্তি যায়, মহানন্দ সুখ পায়,
প্রেমভক্তি পরম কারণ।২৬।

শ্রীটীকা

অসৎ চেষ্টা = অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার। অসচ্চেষ্টা ত্যাগ ও লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা ত্যাগ এবং শ্রীগোবিন্দ চরণ চিন্তন, এই তিনটী দ্বারা সকল বিপদ নাশ হয় ও মহানন্দ সুখ লাভ হয়; এবং এই তিন প্রেমভক্তির পরম কারণ। অতএব এই তিন বিষয়ের জন্য প্রেমভক্তি প্রয়াসীদিগের একান্ত যত্ন করিতে হইবে।২৫। ২৬।

শ্রীমূল

অসৎ ক্রিয়া কুটি নাটী, ছাড় অন্য পরিপাটী,
অন্য দেবে না করিহ রতি;
আপনা আপনা স্থানে, পীরিতি সভায় টানে,
ভক্তি পথে পড়য়ে বিগতি।২৭।

শ্রীটীকা।

অসৎ ক্রিয়া=দুষ্ট ক্রিয়াং অধর্ম্মং ত্যজ। ভক্তিপথে চলিতুং ন সমর্থঃ স্যাৎ।

সভায়=সর্ব্বজনান্ ইত্যর্থ।

অন্য দেবে পৃথক্ পরমেশ্বর জ্ঞানে রতি করিও না, যে হেতু অন্য দেব উপাসকগণ নিজ নিজ অভীষ্ট দেব প্রতি প্রীতি বশতঃ সকলকে আকর্ষণ করেন। যে তাঁহাদের দ্বারা আকৃষ্ট হয় তাহার ভক্তি পথে বিগতি পড়ে অর্থাৎ সে ভক্তি পথে চলিতে পারে না।২৭।

শ্রীমূল।

আপন ভজন পথ, তাতে হব অনুরত,
ইষ্টদেব স্থানে লীলাগান;
নৈষ্ঠিক ভজন এই, তোমারে কহিল ভাই,
হনুমান তাহাতে প্রমাণ।২৮।

শ্রীটীকা

ইষ্টদেব=শ্রীগুরুদেব, অথবা স্বাভীষ্ট অর্চ্চনীয় শ্রীবিগ্রহ অথবা তত্তুল্য কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুবর্গের অবশীভূত শ্রীহরিলীলাবিষ্ট ও স্বজাতীয় বাসনাবিশিষ্ট মহানুভব বৈষ্ণবগণ। তাঁহাদের স্থানে লীলাগানই ভজন,

অন্য স্থানে নহে। কেননা বিজাতীয়গণের নিকট লীলাগান হইলে ভাব নষ্ট হইয়া ভজনে বাধা পড়ে। নৈষ্ঠিক=নিষ্ঠাপ্রাপ্ত অর্থাৎ প্রেমভক্তির পঞ্চম সোপান প্রাপ্ত।২৮।

যথা ;—

শ্রীমূল

শ্রীনাথে জানকী নাথে চাভেদঃ পরমাত্মনোঃ
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ।২৯।

শ্রীটীকা

শ্রীনাথে কমলাপতৌ শ্রীনারায়ণে, জানকীনাথে সীতাপতৌ শ্রীরামচন্দ্র চ অভেদঃ ভেদো নাস্তি। অত্র হেতু গর্ত্ত বিশেষণং পরমাত্মনোঃ। তথাপি কমললোচনো রামো মম সর্ব্বস্বং, সকল ধনং, শ্রীরামচন্দ্রং বিনা মম কিমপি ধনং নাস্তীত্যর্থঃ। অনেন স্বাভীষ্ট নিষ্ঠায়া পরাকাষ্ঠা দর্শিতা। টীকেয় মাধুনিকি।

—নৈষ্ঠিক ভজনের প্রকৃত উদাহরণ যথা শ্রীহনুমান বলিয়াছেন শ্রীকমলাপতি শ্রীনারায়ণ এবং শ্রীসীতাপতি শ্রীরামচন্দ্র উভয়ই পরমাত্মা অর্থাৎ এক পরমাত্মাই দুই রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। একারণ শ্রীনারায়ণে ও শ্রীরামচন্দ্রে অণুমাত্র ভেদ নাই। তথাপি কমললোচন শ্রীরামই আমার সর্ব্বস্ব।২৯।

শ্রীমূল।

দেব-লোক, পিতৃ-লোক, পায় তারা মহা সুখ,
সাধু সাধু বলে অনুক্ষণ
যুগল ভজন যারা, প্রেমানন্দে ভাসে তারা,
তাহার নিছনি ত্রিভুবন।৩০।

শ্রীটীকা।

নৃত্যন্তি পিতর সর্ব্বে নৃত্যন্তিচ পিতামহা। মদ্বংশে বৈষ্ণবোজাতঃ সমে ত্রাতা ভবিষ্যতি। মঞ্চাক্রোশন্তীতি ন্যায়েন ত্রিভুবন.শব্দেন ত্রিভুবনস্থিতা জনাঃ।

পিতৃলোক—মনে সহসা এই সকল প্রশ্নের উদয় হয় যে, পিতৃলোক কি? পিতৃলোকে কি আমাদের পিতৃ আদি পূর্ব্ব পুরুষগণ বাস করিতেছেন? তাঁহারা যদি ইহসংসার ত্যাগ করিয়া সেই লোকে গিয়া বাস করিলেন, তাহা হইলে কাহারও ত আর কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইল না? এইরূপ নানা সন্দেহ উপস্থিত হয়। পিতৃলোক বলিয়া এক লোক আছে, পিতৃভক্ত জনগণ আপন আপন পিত্রাদির নামে শ্রদ্ধা করিয়া যাহা দান করেন, তাহা পিতৃলোকবাসিগণ যথাস্থানে পঁহুছিয়া দেন অর্থাৎ নিজ নিজ কর্ম্মফলে পিতৃ আদি পূর্ব্বপুরুষগণ যিনি যেথানেই থাকুন তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহারা পরতমতত্ত্ব যুগল কিশোর শ্রীরাধাগোবিন্দ ভজন করেন, তাঁহারাই প্রেমানন্দে ভাসেন। ত্রিভুবন স্থিত জন তাঁহাদের নিছনি অর্থাৎ তাঁহাদের আলাই বালাই লইয়া প্রীতিপরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত হইয়া থাকেন।৩০।

শ্রীমূল।

পৃথক আবাস যোগ, দুঃখময় বিষয় ভোগ,
ব্রজবাস গোবিন্দ সেবন;
কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ নাম, সত্য সত্য রস ধাম,
ব্রজ জনের সঙ্গ অনুক্ষণ।৩১।

শ্রীটীকা।

ব্রজ ভিন্ন দেশ বাসো দুঃখরূপ বিষয় ভোগ এবস্যাৎ, ব্রজবাসস্তু শ্রীগোবিন্দস্য সুখময় ভজনং স্যাৎ। তদভাবে মনসা বাসোঽপি তদেব। কিন্তু শ্রীগোবিন্দ ভজনং বিনা ব্রজভূমা বাসে সুখং নাস্তি। যথা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজোক্তৌ ;—

বৃন্দাবনে কিমথবা নিজমন্দিরে বা কারাগৃহে কিংমথবা কনকাসনে বা।

ঐন্দ্রং ভজে কিমথবা নরকং ভজামি শ্রীকৃষ্ণ সেবন-মৃতে ন সুখং কদাপি।

অনুক্ষণং ব্রজবাসী ভক্ত জনৈঃ সহ শ্রুতা কীর্ত্তিতা বা কৃষ্ণ কথা তৈঃ সহ শ্রুতং কীর্ত্তিতং বা কৃষ্ণ নাম সত্যঃ সত্যঃ রস ধাম স্যাৎ। আবাসযোগ=আবাসার্থ যোগ অর্থাৎ বাস করিবার জন্য মিলিত হওয়া।

ব্রজ ভিন্ন স্থানে, এমন কি শ্রীভগবানের অন্যক্ষেত্রেও, বাস করিলে কেবল দুঃখময় বিষয় ভোগ হয়, আর ব্রজে বাস করিলে সুখময় গোবিন্দ ভজন হয়। যাঁহার শরীর দ্বারা ব্রজবাসে সামর্থ্য নাই, তিনি যদি মনেও ব্রজে বাস করেন, তাহা হইলে তাহার সুখময় গোবিন্দ সেবন লাভ হয়; কিন্তু যাঁহারা স্বদেশ ত্যাগ পূর্ব্বক ব্রজে বাস করিয়া শ্রীগোবিন্দ ভজন করেন না, তাঁহাদের সে প্রকার ব্রজ-বাসে সুখের লেশ মাত্র নাই। ইহা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্লোক উদাহরণ দিয়া টীকাকার দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু শ্রীব্রজধামের এমনই একটি অনির্ব্বচ-নীয় গুণ আছে যে, যে কোন ব্যক্তি যে কোন প্রকারে কিছু দিন বাস করিলেই শ্রীশ্রীধাম তাঁহাকে শ্রীগোবিন্দ ভজন করাইয়া পরম সুখী করিয়া থাকেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যাঁহারা যথাবস্থিত দেহ বা অন্তশ্চিন্তিত দেহে ব্রজ-

বাস করিয়া শ্রীগোবিন্দ ভজন করিতেছেন, তাঁহারা ব্রজ জন। তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কথা ও শ্রীকৃষ্ণ-লীলা শ্রবণ কীর্ত্তন করিলে রসধাম হয়। ৩১।

শ্রীমূল।

সদা সেবা অভিলাষ, মনে করি বিশোয়াস,
সর্ব্বথাই হইয়া নির্ভয়;
নরোত্তম দাসে বোলে, পড়িনু অসৎ ভোলে,
পরিত্রাণ কর মহাশয়।৩২।

শ্রীটীকা।

মহাশয়=হে শ্রীকৃষ্ণ!
বিশোয়াস=বিশ্বাসঃ! ৩২।

শ্রীমূল।

তুমিত দয়ার সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
মোহে প্রভো! কর অবধান;
পড়িনু অসৎ ভোলে, কাম তিমিঙ্গিলে গিলে,
ও হে নাথ! কর মোরে ত্রাণ।৩৩।

শ্রীটীকা।

ন ধ্যাতোমি ন কীর্ত্তিতোমি ন
মনাগাবাধিতোঽহমি প্রভো।

নো জন্মান্তর গোচরে তব পদাম্ভোজে চ ভক্তিঃ কৃতা-তেনাহং বহুদুঃখ ভাজন তয়া প্রাপ্তোদশা মাদৃশীং। ত্বং কারুণ্য নিধে নিধিহি করুণাং হে কৃষ্ণ দীনে ময়ি॥
তিমিঙ্গিল=তিমি নামক মৎস্যকে গিলিয়া ফেলে এমন জলচর জন্তু। ৩৩।

শ্রীমূল।

যাবত জনম মোর, অপরাধে হৈল ভোর,
নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা;
তথাপি তুমি সে গতি, না ছাড়িহ প্রাণপতি,
আমা সম নাহিক অধমা।৩৪।

শ্রীটীকা।

শ্রীঠাকুর মহাশয় সর্ব্বোত্তম হইয়াও ভক্তি স্বভাবে দৈন্য বশতঃ আপনাকে অত্যন্ত হীন ও অপরাধী ভাবিয়া শ্রীভবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-প্রয়াসী দিগের দৈন্যই বিভূষণ, ইহাই জানাইলেন। ৩৪।

শ্রীমূল।

পতিত পাবন নাম, ঘোষণা তোমার শ্যাম,
উপেখিলে নাহি মোর গতি;

যদি হই অপরাধী, তথাপিহ তুমি গতি,
সত্য সত্য যেন সতী পতি।৩৫।

শ্রীটীকা।

"সত্য সত্য যেন সতীপতি" ইহার অর্থ এই যে, সতী, পতি সেবা করিতে করিতে যদি কখন সেই সেবা কার্য্যে ক্রুটিরূপ অপরাধ করেন, তবে পতি তাহা ক্ষমা করিতে বাধ্য ; কিন্তু যদি সেই সতী ব্যভিচার করিয়া অপরাধিনী হন, তবে তিনি পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া থাকেন। সেইরূপ শ্রীভগবানে মন রাখিয়া সেবা কাজে যদি কাহার কখন কোন অপরাধ হয়, তবে সেই জনের সেই অপরাধ শ্রীভগবান ক্ষমা করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি আমরা শ্রীভগবৎ পরিচর্য্যা কার্য্যে থাকিয়াও পরদাবাদিতে ব্যভিচরিত হই, তাহা হইলে শ্রীভগবান আমাদের সে অপরাধ ক্ষমাও করিবেন না এবং আমাদের সেবাও প্রতিগ্রহণ করিবেন না। ৩৫।

শ্রীমূল।

তুমি ত পরম দেবা, নাহি মোরে উপেক্ষিবা,
শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর ;
যদি করি অপরাধ, তথাপিও তুমি নাথ,
সেবা দিয়া কর অনুচর।৩৬।

শ্রীটীকা।

শ্রীঠাকুর মহাশয় বাহ্য দশায় সাধক দেহে দৈন্য ভাবোদয় হেতু প্রার্থনা করিলেন সেবা দিয়া অনুচর কর। ৩৬।

শ্রীমূল।

কামে মোর হত চিত, নাহি মানে নিজ হিত,
মনের না ঘুচে দুর্ব্বাসনা;
মোরে নাথ অঙ্গীকুরু, ওহে বাঞ্ছা কল্পতরু!
করুণা দেখুক সর্ব্বজনা। ৩৭।

শ্রীটীকা।

দুর্ব্বাসনা = বিষয় ভোগ বাসনা। ৩৭।

শ্রীমূল।

মো সম পতিত নাই, ত্রিভুবনে দেখ চাই,
নরোত্তম পাবন নাম ধর;
ঘুষুক সংসার নাম, পতিত পাবন শ্যাম,
নিজ দাস কর গিরিধর। ৩৮।

শ্রীটীকা।

সংসার = সাংসারিক জনাঃ।

এ প্রার্থনাও সাধক দেহে বাহ্য দশায়। ৩৮।

শ্রীমূল।

নরোত্তম বড় দুখী, নাথ মোরে কর সুখী,
তোমার ভজন সঙ্কীর্ত্তনে ;
অন্তরায় নাহি যায়, এই ত পরম ভয়,
নিবেদন করি অনুক্ষণে। ৩৯।

শ্রীটীকা।

অন্তরায় = কামাদি কৃত বিঘ্ন। ৩৯।

শ্রীমূল।

আন কথা আন ব্যথা, নাহি যেন যাই তথা,
তোমার চরণ স্মৃতি সাজে ;
অবিরত অবিকল, তুয়া গুণ কল কল,
গাই যেন সতের সমাজে। ৪০।

শ্রীটীকা।

যত্রান্য কথাস্তি তত্রান্য ব্যথাস্তি ; তত্রাহং ন গচ্ছামি।

আন কথা আন ব্যথা = যেখানে শ্রীভগবৎ কথা ভিন্ন অন্য কথা আছে, সেখানেই অন্য ব্যথা আছে। অর্থাৎ সেই কথায় হৃদয়ে ব্যথা লাগে। তথায় যেন না যাই এবং তোমার চরণ স্মৃতি যেন আমাতে সাজে অর্থাৎ শোভা পায়।

কল কল = মধুর মধুর অস্ফুট রবে। ৪০।

শ্রীমূল।

অন্য ব্রত অন্য দান, নাহি কর বস্তু জ্ঞান,
অন্য সেবা অন্য দেব পূজা ;
হা ! হা ! কৃষ্ণ ! বলি বলি, বেড়াব আনন্দ করি,
মনে আর নাহি যেন দুজা। ৪১।

শ্রীটীকা।

প্রকরণ বলাদন্য বস্তুজ্ঞানং। কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ দাসেতর জ্ঞানং।

অন্যব্রত = শ্রীএকাদশী, শ্রীমহাদ্বাদশী প্রভৃতি বৈষ্ণব ব্রত ভিন্ন অন্য ক্ষুদ্র দেবতার ব্রত।

অন্যদান = শ্রীকৃষ্ণ ও বৈষ্ণবোদ্দেশ ব্যতীত অন্য অপাত্রে দান।

বস্তু জ্ঞান = অন্য বস্তু জ্ঞান অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তু জানিতে ইচ্ছা।

অন্য সেবা = শ্রীকৃষ্ণ ও বৈষ্ণব ভিন্ন অন্যের সেবা।

অন্য দেব পূজা = না পূজিব দেবী দেবা ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে।

দুজা = দ্বৈধং সন্দেহ ইতি যাবৎ। ৪১।

শ্রীমূল।

জীবনে মরণে গতি, রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি,
দুঁহার পীরিতি রস সুখে;
যুগল সঙ্গতি যারা, মোর প্রাণ গলে হারা,
এই কথা রহু মোর বুকে।৪২।

শ্রীটীকা।

গতি = প্রাপ্য বস্তু।

দুঁহার পীরিতি রস সুখে এই অংশ পর চরণের সহিত অন্বিত করিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে যে, শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পর প্রীতির জন্য, রসে অর্থাৎ আনন্দে যে সুখ পান তাহাতে পরম নিঃস্বার্থ ভাবে যাহারা সুখী হইয়া যুগল সঙ্গতি অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ সহিত মিলিত হইয়াছেন, তাঁহারা আমার প্রাণ এবং তাঁহারাই আমার গলার হার। ইহা দ্বারা, যাঁহারা সিদ্ধ দেহে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য নিকটবর্ত্তী, সেই রাগানুগীয় সাধক মুকুটমণিগণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইল। ৪২।

শ্রীমূল।

যুগল চরণ সেবা, যুগল চরণ ধ্যেবা,
যুগলের মনের পীরিতি;

যুগল কিশোর রূপ, কামরতিগণ ভূপ,
মনে রহুওলীলা কি রীতি ।৪৩।

শ্রীটীকা।

ধ্যেবা=ধ্যান করিবা।

কাম রতিগণ ভূপ=যুগল রূপ কামগণের ও রতিগণের ভূপ, অর্থাৎ শ্রীরাধারূপ কোটী কোটী রতি রূপের অধীশ্বরী ও শ্রীকৃষ্ণরূপ কোটী কোটী কাম রূপের অধীশ্বর। এতদ্দ্বারা যুগল রূপের ও সৌন্দর্য্যের মহা পরাকাষ্ঠা দেখান হইল। ৪৩।

শ্রীমূল।

দশনেতে তৃণ ধরি, হা! হা! কিশোর কিশোরি!
চরণাব্জে নিবেদন করি;
ব্রজরাজ কুমার শ্যাম, বৃষভানু নন্দিনী নাম,
শ্রীরাধিকা রামামনোহারি ।৪৪।

শ্রীটীকা।

হে রামাণাং মনোহারিণ্ শ্রীকৃষ্ণ! স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত শ্রীরাধামাধবের নিকট নিবেদন করিতেছেন। ৪৪।

শ্রীমূল।

কনক কেতকী রাই, শ্যাম মরকত কাঁই,
দরপ দরপ করু চূর;

নটবর শেখরিণী, নটিনির শিরোমণি,
দুঁহুগুণে দুঁহু মন বুর্ ।৪৫।*

শ্রীটীকা।

কাঁই = কান্তিঃ।

নটবরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য শিখরিণী শিরোভূষণ রূপা।

নটিন্যা শ্রীরাধায়াঃ শিরোভূষণ মণিরূপঃ।

দরপ দরপ করুচূর = দরপ অর্থাৎ কামের দর্প চূর্ণ করেন।

কন্দর্পোদর্পকোঽনঙ্গ ইত্যমরঃ। ৪৫।

শ্রীমূল।

শ্রীমুখ সুন্দর বর, হেম নীল কান্তিধর,
ভাব ভূষণ করু শোভা ;
নীল পীত বাস ধর, গোরী শ্যাম মনোহর,
অন্তরের ভাবে দুঁহু লোভা ।৪৬।

শ্রীটীকা।

শ্রীরাধা অঙ্গে ভাব ভূষণ শোভা করে। ভাব ভূষণ কি, তাহা বুঝিবার জন্য শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী কৃত শ্রীপ্রেমাম্ভোজ মরন্দ নামক শ্রীরাধার স্তোত্র এবং শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে, মধ্য লীলায়, অষ্টম পরিচ্ছেদে, তাহার অর্থ অনুবাদ পয়ার আছে। সম্প্রতি ভাটপাড়া নিবাসী পরম

* বুর্ ডুবিয়া রহিয়াছে। ভোর, কোন পুস্তকের পাঠ।

ভাগবত কবিবর শ্রীরামদয়াল ঘোষ শ্রীদাস গোস্বামীর যে শ্রীস্তবাবলী বিবিধ ছন্দে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা হইতে উক্ত স্তোত্রটি উদ্ধৃত হইল ;—

শ্রীপ্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য স্তোত্র।

মহা ভাব রূপ দীপ্ত চিন্তারত্নে
যাঁহার শরীর পূত
সখীর প্রণয় কুঙ্কুমে যে জন
উজল সুকাঁতি যুত ।১।
যে নারী রতন ধরি ক্ষণ ক্ষণ
নব নব রূপ কত
নিখিল ভুবন মোহন নাগরে
মোহিতেছে অবিরত ;
যাঁহার বিমল শ্রীতনু তটিনী
দিনে ধরে তিন রূপ
তাহে নিতি নিতি কেলি করে সুখে
রসিক নাগর ভূপ ;
পূর্ব্বাহ্নে কারুণ্য অমৃত তরঙ্গ
হেলে দুলে তাহে ধায়
মধ্যাহ্নে তারুণ্য অমিয় প্রবাহ
সবেগে বহিয়া যায় ;

সায়াহ্নে লাবণ্য সুধা বন্যা কিবা
উদয় হয় গো আসি,
হেন মত যাঁর বরাঙ্গ মাঝার
প্রকাশে সৌন্দর্য্য রাশি;
যাঁহার এ হেন বিমল মাধুরী
নিরখি কমলা সতী,
লাজে ক্ষুণ্ণ মতি হন নিশি দিশি
বিরস মানস অতি। ২।
লাজ পট্ট সাড়ী শ্রীঅঙ্গে যাঁহার
কিবা সদা শোভা ধরে,
সৌন্দর্য্য কুঙ্কুমে শোভিত সুন্দর
যাঁহার শ্রীতনু বরে;
উন্নত উজ্জল রসের স্বরূপ
শ্যামল কস্তুরী কিবা,
চিত্রি তনু যাঁর শোভার ভাণ্ডার
করিছে যামিনী দিবা। ৩।
অশ্রু কম্প স্বেদ পুলক উন্মাদ
জড়তা অস্ফুট ধ্বনি,
রক্তিম বরণ স্তম্ভ এই নব
মহারত্নে যেই ধনী;
মনোজ্ঞ ভূষণ বিরচি কেমন
আপন শ্রীঅঙ্গ পরে,

পরম হরিষে করিয়া ধারণ
অতুল সৌন্দর্য্য ধরে। ৪।
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য আদি গুণ ফুলে
বিরচি মোহন হার,
যেঁহ নিজ গলে পরি কুতুহলে
বিথারে শোভার সার;
ধীরাধীরা ভাব স্বরূপ সুবাস
যে রমণী যতনে,
কর্পূর সমান করেন সেবন
কতই সরস মনে। ৫।
সুপ্রচ্ছন্ন মান কবরী মোহন
শোভিছে মস্তকে যাঁর,
নাসিকা উপর বিরাজে সুন্দর
সৌভাগ্য তিলক সার;
শ্রীগোবিন্দ নাম শ্রীগোবিন্দ যশঃ
শ্রবণ ভূষণ বর,
কিবা নিশি দিশি করে ঝলমল
যাঁহার শ্রবণ পর। ৬।
অনুরাগ রূপ তাম্বুল সুরাগে
রঞ্জিত অধর যাঁর,
প্রেম কুটিলতা কাজরে উজর
আঁখি যুগ অনিবার;

পরিহাস আদি বচন সম্ভূত
সুহাস কর্পূরে কিবা,
শ্রীমুখ মণ্ডল বাসিত যাঁহার
কেমন রজনী দিবা। ৭।
কিবা কীর্ত্তিরূপ • অন্তঃপুর মাঝে
গরব পালঙ্কপরে,
পরানন্দে যেঁহ করেন শয়ন
স্মরিয়া নাগর বরে;
অপরূপ প্রেম বৈচিত্ত্য স্বরূপ
মধ্য মণি মনোহর,
যাঁহার উরসে শোভি কানুমন
হরে কিবা নিরন্তর। ৮।
সপ্রণয় কোপ সম্ভূত কাঁচলী
রক্তিম বরণ ধরে,
তাহে যে রমণী করে আবরণ
নিরুপম কুচবরে;
যাঁহার সুযশঃ বিভব বারতা
শ্রবণে সপত্নীগণে,
বিরস বয়ানে নীরস মানসে
নিবসে এ বৃন্দাবনে;
কিবা সে সুযশঃ সম্পত্তি স্বরূপ
কচ্ছপী বীণার স্বরে,

যাঁহার অন্তর আনন্দ সাগরে
সতত মগন করে। ৯।
যৌবন স্বরূপ প্রিয় সখী গলে
যে নারী সহাস্য মুখে,
লীলাকরাম্বুজ করি সমর্পণ
বিরাজে পরম সুখে;
শীতে উষ্ণ তনু নিদাঘে শীতল
কান্ত মন আকর্ষিণী,
শ্যামা নামে তাই নিখিল ভুবনে
খ্যাত যেই বিনোদিনী;
উন্নত শৃঙ্গার রস নিকেতনে
কর্ত্রী সম যেই জন,
মদন মত্ততা মধুলী বন্টনে
কেমন সরস মন। ১০।
হেন শ্রীরাধিকা চরণ সরোজে
নতি মম অবিরাম,
দন্তে তৃণ ধরি করি নিবেদন
পূর দেবি! মম কাম।
ইত্যাদি ইত্যাদি

অন্তরের ভাবে দুঁহু লোভা=অন্তরের ভাবময় উপাসনা দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণ লুব্ধ হন। কিন্তু ভাব রহিত নানা-

বিধ বাহ্য উপচারে লুব্ধ হন না ; যথা—

নানোপচার কৃত পূজনমার্ত্তবন্ধো

প্রেম্নৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখ বিক্রুতং স্যাৎ।

এবং

অম্বপ্যুপহৃতং ভক্তৈঃ প্রেম্নৌভূর্য্যেব মে ভবেৎ।

ভূর্য্যপ্যভক্তোপহৃতং নমে তোষয়ে কল্পতে। ৪৬।

শ্রীমূল।

আভরণ মণিময়, প্রতি অঙ্গে অভিনয়,

কহে দীন নরোত্তম দাস ;

নিশি দিশি গুণ গাই, পরম আনন্দ পাই,

মনে মোর এই অভিলাষ। ৪৭।

শ্রীটীকা।

অভিনয়=অভিনয় কালে নটিনীদিগের অঙ্গ যেমন বড়ই মধুর হয়, এইরূপ সততই যাঁহার প্রতি অঙ্গ পরম মনোহর॥

পরম আনন্দ পাই=এখানে সহসা মনে হয় যে "পরম আনন্দ পাই" এ কথা বলিলে ত প্রেম না হইয়া কাম আসিল এবং নিষ্কাম ভজন হইল না। এ কথার অর্থ এই রূপে বুঝিতে হইবে যে, শ্রীরাধামাধবের গুণ কীর্ত্তন করিলে, তাহার অনিবার্য্য ফল আনন্দের উদয় হইবে—

সেই আনন্দ দেখিয়া শ্রীরাধামাধবের আনন্দ বর্দ্ধিত হইবে, সুতরাং সাধকের এ আনন্দ, কামনার মধ্যে পরিগণিত না হইয়া, নিষ্কাম ভজনেরই অঙ্গীভূত হইয়া পড়িল। অতএব এ আনন্দ, কামনা নহে, ইহা সর্ব্বতোভাবেই প্রেম যথা, শ্রীচরিতামৃতে—

আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তি ইচ্ছা তারে বলি কাম
কৃষ্ণেন্দ্রিয় তৃপ্তি ইচ্ছা ধবে প্রেম নাম। ৪৭।

শ্রীমূল।

রাগের ভজন পথ, কহি এবে অভিমত,
লোক বেদসার এই বাণী ;
সখীর অনুগা হৈয়া, ব্রজে সিদ্ধ দেহ পাইয়া,
সেই ভাবে জুড়াবে পরাণী। ৪৮।

শ্রীটীকা।

ইয়ং বাণী লোক বেদ মতয়োঃ সার রূপা।

রাগের ভজন বলিতে রাগানুগা ভজন জানিতে হইবে। যে হেতু ব্রজের নিত্য পরিকর ব্যতীত সাধকে রাগোদয় হয় না। রাগময়ী বা রাগাত্মিকা ভক্তি শ্রীরূপ মঞ্জরী প্রভৃতি নিত্য পরিকরগণে বিরাজিত আছেন। সেই রাগময়ী ভক্তির অনুগতা রূপে সাধকের যে ভক্তি প্রবৃত্তি হয়, তাহার নাম রাগানুগাভক্তি। সিদ্ধ দেহ অর্থাৎ

অন্তরে চিন্তিত শ্রীরাধিকার কিঙ্করী রূপ গোপ কিশোরী-শরীর। এই শরীর কল্পিত হইলেও পরম সত্য। যে হেতু সাধন শেষে দেহাবসানে উক্ত কল্পিত দেহই থাকিবে এবং বর্ত্তমান দেহ ধ্বংস হইবে। ৪৮।

শ্রীমূল।

রাধিকার সখী যত, তাহা বা কহিব কত,
মুখ্য সখী করিব গণন;
ললিতা, বিশাখা তথা, চিত্রা, চম্পকলতা
রঙ্গদেবী, সুদেবী, কথন। ৪৯।
তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, এই অষ্ট সখী লেখা,
এবে কহি নর্ম্ম সখী গণ;
রাধিকার সহচরী, প্রিয় প্রেষ্ঠা নাম ধরি,
প্রেম সেবা করে অনুক্ষণ। ৫০।

শ্রীটীকা।

সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্ব শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ পরতমতত্ত্ব। তাঁহার শরীর সচ্চিদানন্দঘন। সেই সর্ব্ব-শক্তিমান আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের শক্তি সমূহের মধ্যে হ্লা-দিনী (আনন্দিনী) শক্তি সর্ব্ব প্রধান। এই শক্তির সার, প্রেম নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহা পরা

কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে মহাভাব নাম ধারণ করেন। এই মহাভাবই শ্রীরাধার স্বরূপ। অর্থাৎ অত্যন্ত মহা পরম কাষ্ঠা প্রাপ্ত প্রেমই শ্রীরাধিকা তত্ত্ব। শ্রীললিতাদি সখী গণ শ্রীরাধিকার কায় ব্যূহ বিশেষ। অর্থাৎ শ্রীরাধিকাই আকৃতি স্বভাব ভেদে শ্রীললিতাদি সখী রূপে বিরাজিত হইতেছেন। সুতরাং শ্রীললিতাদি সখীতত্ত্ব আর শ্রী-রাধিকা তত্ত্ব প্রায়ই এক। যেমন সাক্ষাদানন্দ ঘন শ্রী-ভগবান কৃষ্ণ, প্রকৃতির অতীত পদার্থ হইয়াও, পিতা, মাতা, বন্ধু, ভৃত্য এবং প্রেয়সীবৃন্দের সহিত অনাদিকাল হইতে নিজ নিত্য ধামে, নিত্যই মনুষ্যবৎ ব্যবহার করিতেছেন, সেই রূপ শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তির সারাংশ অত্যন্ত মহা পরম কাষ্ঠা প্রাপ্ত প্রেম, শ্রীরাধিকা রূপে, পিতা, মাতা, দাসী সখী প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া নিত্য মনুষ্য ব্যবহার করিতেছেন। মনুষ্য ব্যবহারে শ্রীসখীগণের স্বরূপ লিখিত হইতেছে ;—

(১) শ্রীললিতা—গোরোচনা বর্ণা। শিখি পিঞ্ছা-ম্বরা। বিশোক পিতা। বিশারদী মাতা। ভৈরব পতি। অন্য নাম অনুরাধা। বাম প্রখর স্বভাবা। শ্রীরাধা হইতে ২৭ সাতাইশ দিনের বড়। শ্রীযোগ পীঠের পূর্ব্ব দিকে থাকিয়া পদ্ম দ্বারা শ্রীরাধাগোবিন্দের মুখ হইতে ভ্রমর তাড়ান।

(২) শ্রীবিশাখা—বিদ্যুৎবর্ণা। তারাবলী বসনা। মুখরার ভগ্নিপুত্র পারল পিতা। জটিলার ভগ্নি-কন্যা-দক্ষিণা মাতা। বাহিক পতি। যোগ পীঠের দক্ষিণে থাকিয়া চামর ব্যঞ্জন করেন। ইহাঁর স্বভাব প্রায় শ্রী-রাধিকার মত এবং শ্রীরাধার জন্ম দিনে ইহাঁর জন্ম।

(৩) শ্রীচম্পকলতা—ফুল্লচম্পকবর্ণা। চাষ পক্ষি বসনা। আরাম পিতা। বাটিকা মাতা। চণ্ডাক্ষ পতি। একদিনের ছোট। যোগ পিঠের পশ্চিমে থাকিয়া তাম্বুল যোগান।

(৪) শ্রীচিত্রা—কাশ্মীর বর্ণা। কাচাম্বরা। চতুর পিতা। চার্ব্বিকা মাতা। পিঠর পতি। ২৫ পঁচিশ দিনের ছোট। যোগ পিঠের উত্তরে থাকিয়া চামর ব্যঞ্জন করেন।

(৫) শ্রীতুঙ্গবিদ্যা—কর্পূর চন্দন মিশ্র কুঙ্কুমবর্ণা। পাণ্ডু-বস্ত্রা। দক্ষিণপ্রখরাস্বভাব। পুষ্কর পিতা। মেধা মাতা। বালীশ পতি। ৫ পাঁচ দিনের বড়। যোগ পিঠের অগ্নি কোণে থাকিয়া বীণা বাজান।

(৬) শ্রীইন্দুরেখা—হরিতালবর্ণা। দাড়িম্ব পুষ্পাম্বরা। সাগর পিতা। বেলা মাতা। দুর্ব্বল পতি। বাম প্রখরা। ৩ তিন দিনের ছোট। যোগ পীঠের ঈশানে থাকিয়া বীণা বাজান।

(৭) শ্রীরঙ্গদেবী—পদ্মকিঞ্জল্ক বর্ণা। জবা পুষ্প বসনা।

রঙ্গসার পিতা। করুণা মাতা। বক্রেক্ষণ পতি। এই বক্রেক্ষণ ললিতার পতি ভৈরবের ছোট। ৩ তিন দিনের ছোট। যোগপীঠের নৈঋতে থাকিয়া অঞ্চল দিয়া অশ্রু মার্জ্জন করিতেছেন।

(৮) শ্রীসুদেবী—শ্রীরঙ্গদেবির কনিষ্ঠা ভগ্নী। দুই ভগ্নী যমজ—একবর্ণ— একবস্ত্র — একস্বভাব—রক্তেক্ষণ পতি। রক্তেক্ষণ, বক্রেক্ষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। দুই ভগ্নিরই বাম প্রখরা স্বভাব। যোগপীঠের বায়ু কোণে থাকিয়া শ্রীরাধার আনন্দাশ্রু আঁচল দিয়া মুছাইতেছেন।

শ্রীবৃন্দাবনে কল্পতরুতলস্থ শ্রীযোগপীঠের স্থলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন। ৪৯। ৫০।

শ্রীমূল।

শ্রীরূপ মঞ্জরী সার, শ্রীরতি মঞ্জরী আর,
অনঙ্গমঞ্জরী মঞ্জুলালী;
শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে, কস্তুরিকা আদিরঙ্গে,
প্রেমসেবা করি কুতূহলী। ৫১।

শ্রীটীকা।

শ্রীরূপমঞ্জরী আদি শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় কে কি হইয়া প্রকটিত হইয়া থাকেন, এ স্থলে প্রদত্ত হইল ;—

শ্রীকৃষ্ণলীলায়	...	শ্রীগৌরাঙ্গলীলায়
শ্রীরূপমঞ্জরী	...	শ্রীরূপ গোস্বামী
শ্রীরতি মঞ্জরী বা নামভেদে শ্রীলবঙ্গ মঞ্জরী	...	শ্রীসনাতন গোস্বামী
শ্রীঅনঙ্গ মঞ্জরী	...	শ্রীজাহ্নবা গোস্বামিনী
শ্রীমঞ্জুলালী	...	শ্রীলোক নাথ গোস্বামী
শ্রীকস্তুরিকা	...	শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

এই শ্রীমঞ্জরীগণের স্বভাব, বয়স, বস্ত্র, ইত্যাদি বিষয় সকল শ্রীগুরু মুখে জ্ঞাতব্য। ৫১।

শ্রীমূল।

এসব অনুগা হৈয়া, প্রেম সেবা নিব চাইয়া,
ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজ ;
রূপে গুণে ডগমগি, সদা হব অনুরাগী,
বসতি করিব সখী মাঝ। ৫২।

শ্রীটীকা।

অত্যন্ত পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত ভালবাসার সহিত যে সেবা, তাহার নাম প্রেম-সেবা। ৫২।

শ্রীমূল।

বৃন্দাবনে দুই জন, চতুর্দ্দিগে সখীগণ,
সময় বুঝিব রস সুখে ;
সখির ইঙ্গিত হবে, চামর ঢুলাব কবে,
তাম্বুল যোগাব চাঁদ মুখে। ৫৩।
যুগল চরণ সেবি, নিরন্তর এই ভাবি,
অনুরাগী থাকিব সদায় ;
সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধ দেহে পাব তাহা,
রাগ পথের এই সে উপায়। ৫৪।
সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধ দেহে তাহা পাই,
পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার ;
পাকিলে সে প্রেমভক্তি, অপক্কে সাধন গতি,
ভকতি লক্ষণ তত্ত্বসার। ৫৫।
নরোত্তম দাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
ব্রজপুরে অনুরাগে বাস ;
সখীগণ গণনাতে, আমারে লিখিবে তাতে,
তবঁহি পূরব অভিলাষ। ৫৬।

শ্রীটীকা।

এই কয়েকটি ত্রিপদীর দ্বারা রাগানুগা ভজন, অত্যন্ত সঙ্ক্ষেপে অথচ বিশদ রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীগোস্বামী

পাদ সম্মত রাগানুগা ভক্তির দ্বারা পরতমতত্ত্ব ব্রজবিহারী শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীভগবানকৃষ্ণকে পরিপূর্ণরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরিপূর্ণতম রূপে শ্রীকৃষ্ণাস্বাদ করিয়া শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছেন। আবার, শ্রীসখীবৃন্দ, সেই শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণাস্বাদ লাভ করিয়াছেন বলিয়া সমধিক সুখী। সেই শ্রীসখিগণের আনুগত্য স্বীকার করিয়া ও তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া, তাঁহাদের মত শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ সেবা করাই, রাগানুগা ভজন। এই রাগানুগা ভজন, এই মনুষ্য শরীর দ্বারা কদাচ নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। এই জন্য মনে মনে শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতির তুল্য একটী মনোময় শরীর কল্পনা করিতে হয়। এই কল্পিত শরীরের নাম সিদ্ধ-দেহ। এই সিদ্ধ-দেহই সাধকগণের ভজন-বিজ্ঞ শ্রীগুরুপাদ প্রসাদে লাভ হইয়া থাকে। সিদ্ধ-দেহ দ্বারা ব্রজভূমিতে শ্রীসখীমণ্ডলে বাস করিয়া, তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া, শ্রীরাধামাধবের সাক্ষাৎ সেবা করিতে ভাগ্যবান মনুষ্যেরাই সমর্থ হন। একারণ, শ্রীজীবগোস্বামী পাদ সিদ্ধ-দেহকে অন্তশ্চিন্তিত তৎসাক্ষাৎ সেবোপযোগী দেহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাধকের সাধনার অবসান হইয়া, জড়দেহ নাশ হইলে, সিদ্ধ-দেহই শ্রীব্রজধামে জন্ম লাভ করিয়া, শ্রীসখীমণ্ডলে নিত্য বাস করত, নিত্য

শ্রীগোবিন্দ সেবা লাভ দ্বারায় কৃতার্থ হইয়া যায়। অতএব এই মনঃ কল্পিত দেহই পরম সত্য। ৫৩-৫৬।

শ্রীমূল।

সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীং
আজ্ঞাসেবাপরাং তত্তদ্রূপালঙ্কার ভূষিতাং
কৃষ্ণংস্মরণ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং
তত্তৎ কথা রতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজেসদা।৫৭।

শ্রীটীকা।

সখীনাং শ্রীললিতাশ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদীনাং সঙ্গিনীরূপাং আত্মানং ধ্যায়েদিতিশেষঃ। কিম্ভূতাং আজ্ঞাসেবাপরাং আজ্ঞয়াতাসামনুমত্যা সেবাপরাং শ্রীরাধামাধবয়োরিতি শেষঃ। পুনঃ কীম্ভূতাং তত্তদ্রূপালঙ্কার ভূষিতাং। সুপ্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণমনোহররূপেণ শ্রীরাধিকা নির্ম্মাল্যালঙ্কারেণ ভূষিতাং। নির্ম্মাল্য-মাল্য-বসনাভরণাস্তু দাস্য ইত্যুক্তেঃ। পুনঃ কীম্ভূতাং বাসনাময়ীং চিন্তাময়ীং ঈক্ষেত চিন্তাময় মেতমী-শ্বরমিত্যাদিবৎ।

কৃষ্ণং স্মরন্নিতি। স্মরণস্যাত্র রাগানুগায়াং মুখত্বং রাগস্য মনে বিশ্বত্বাৎ। প্রেষ্ঠং নিজভাবোচিত লীলা বিলাসিনং কৃষ্ণং বৃন্দাবনাধীশ্বরং। অস্য কৃষ্ণস্য জনঞ্চ

কীদৃশং নিজ সমীহিতং স্বাভিলষণীয়ং শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ললিতা বিশাখা রূপমঞ্জর্য্যাদিকং কৃষ্ণস্যাপি নিজ সমীহিতত্বেঽপি তজ্জনস্য উজ্জ্বল ভাবৈকনিষ্ঠত্বাৎ নিজ সমীহিতাধিক্যং ব্রজেবাসামিতি। অসামর্থ্যে মনস্যাপি সাধক শরীরেণ বাসং কুর্য্যাৎ। সিদ্ধ শরীরেণ বাসস্তু উত্তর শ্লোকার্থতঃ প্রাপ্ত এব ॥

আপনাকে রমণী ভাবিয়া সখীগণের সঙ্গিনী হওত তাঁহাদের মত বিবিধ অলঙ্কারে আপনাকে ভূষিত মনে করুন। এইরূপ করিয়া আপন অভিলষিত শ্রীরাধামাধবের সেবা পাইবার জন্য, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়জনের সহিত স্মরণ করিয়া, তাঁহাদের কথায় রত হওত, শ্রীবৃন্দাবনে সর্ব্বদা বাস করুন। শরীরের দ্বারা অসমর্থ হইলে মনের দ্বারাও বাস করিবেন।৫৭।

শ্রীমূল।

যুগল চরণ প্রীতি, পরম আনন্দ তথি,
রতি প্রেমময় পরবন্ধে ;
কৃষ্ণ নাম রাধা নাম, উপায় করেঁা রস ধাম,
চরণে পড়িয়া পরানন্দে। ৫৮।

শ্রীটীকা।

পরবন্ধে=প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্ণভক্তি রসবিজ্ঞ ভক্তজন বিরচিত প্রেমময় কথায়াং মম রতির্ভবতু।

চরণে=রাধামাধবয়োরিতিশেষঃ।

যুগল চরণে যেন প্রীতি থাকে, যেহেতু তথি—তথায় অর্থাৎ যে প্রীতিতে পরমানন্দ লাভ হয়। প্রেমময় পরবন্ধে রতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্তি রসবিজ্ঞ ভক্তজন বিরচিত প্রেমময় প্রবন্ধে অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দলীলামৃত প্রভৃতি গ্রন্থাদিতে রতি যেন থাকে। আর শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণে পড়িয়া রসধাম শ্রীকৃষ্ণনাম ও শ্রীরাধানাম উপায় অর্থাৎ সাধন কর। ৫৮।

শ্রীমূল।

মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর ধাম,
যুগল বিলাস স্মৃতি সার;
সাধ্য সাধন এই, ইহা পর আর নেই,
এই তত্ত্ব সর্ব্ববিধি সার। ৫৯।

শ্রীটীকা।

বিধিনাং=কর্ত্তব্যোপদেশানাং সারঃ।

মনের প্রাণ স্মরণ। যেমন প্রাণ না থাকিলে দেহ বৃথা, সেইরূপ স্মরণ রূপ প্রাণ না থাকিলে মন বৃথা।

মধুর হইতে সুমধুর শ্রীরাধাকৃষ্ণের ধাম অর্থাৎ স্থান যথা শ্রীবৃন্দাবন নিভৃত নিকুঞ্জ কল্পতরুতলে মণিযোগপীঠ প্রভৃতি অথবা ধাম বলিতে শ্রীমূর্ত্তি অর্থাৎ মধুর হইতে সুমধুর শ্রীযুগলরূপ। যুগল বিলাস=পাশা খেলা, জল কেলি, বন ভ্রমণ, উভয়ের রহঃ কেলি প্রভৃতি স্মরণই স্মরণের সার। ইহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ স্মরণীয় বস্তু নাই। এইরূপ স্মরণই মনের প্রাণ স্বরূপ। ইহা সাধ্য এবং ইহাই সাধন। ইহার পর আর সাধ্যও নাই এবং সাধনও নাই, সুতরাং এই তত্ত্ব সকল বিধিসার।

স্মর্ত্তব্য সততং বিষ্ণুঃ বিস্মর্ত্তব্যোনজাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধি নিষেধাঃ স্যুরেতয়োশ্চেকিং করা। ৫৯।

শ্রীমূল।

জলদ সুন্দর কাঁতি, মধুর মধুর ভাতি,
বৈদগধি অবধি সুবেশ;
পীত বসন ধর, আভরণ মণিবর,
ময়ূরচন্দ্রিকা করুকেশ। ৬০।

শ্রীটীকা।

মধুর মধুর=মধুরাদপি মধুরং অতিশয় মধুরমিত্যর্থ। হঠাৎ মহা মোহন শ্রীগোবিন্দ রূপ স্ফূর্ত্তি হওয়ায় পরমানন্দে বর্ণন করিতেছেন। ময়ূরচন্দ্রিকা করুকেশ=যিনি

কেশে ময়ূর চন্দ্রিকা করিয়াছেন অর্থাৎ চূড়ায় ময়ূরের পুচ্ছ। ৬০।

শ্রীমূল।

মৃগমদ চন্দন, কুঙ্কুম বিলেপন,
মোহন মূরতি তিরিভঙ্গ;
নবীন কুসুমাবলী, শ্রীঅঙ্গেশোভয়ে ভালি,
মধু লোভে ফিরে মত্তভৃঙ্গ। ৬১।

শ্রীটীকা।

নবীন কুসুম বল্যা মধু লোভেন মত্ত ভৃঙ্গ যস্য সমীপে ভ্রমতীত্যর্থঃ। ৬১।

শ্রীমূল।

ঈষৎ মধুরস্মিত, বৈদগধি লীলামৃত,
লুবধল ব্রজবধূবৃন্দ;
চরণ কমল পর, মণিময় নূপুর,
নখমণি যেন বালচন্দ্র। ৬২।

শ্রীমূল।

নূপুর মরাল ধ্বনি, কুলবধূ মরালিনী,
শুনিয়া রহিতে নারে ঘরে;
হৃদয়ে বাড়ায় রতি, যেন মিলে পতি সতী,
কুলের ধরম গেল দূরে। ৬৩।

শ্রীটীকা।

কুলবধূ মন্নালিনী, যেন মিলে পতি সতী, কুলের ধরম গেল দূরে, এই কয়েকটি কথা দ্বারা ব্রজের কুলবধূগণ শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেয়সী বলিয়া, এবং শ্রীকৃষ্ণ আপন অনন্য স্পর্শ্যা নিত্য কান্তাগণের অন্য পতি আছে ভাবিয়া, আপনাকে তাঁহাদের উপপতি বলিয়া, ভ্রান্ত হইয়াছেন। শ্রীব্রজদেবীগণ আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের হ্লাদিনী শক্তি। তাঁহারা শক্তি ও শক্তিমস্তাবে শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় প্রেয়সী হইলেও অঘটন ঘটন পটীয়সী যোগমায়া প্রভাবে, নিত্য পরকীয়া রমণী অভিমানিনী হইয়াছেন এবং অব্যাহতজ্ঞান শ্রীকৃষ্ণও নিজ নিত্যপ্রিয়া ব্রজদেবীগণের উপপতি বলিয়া অভিমানী হইয়াছেন। শ্রীব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন কদাচ পুরুষান্তর চক্ষু দিয়াও অবলোকন করেন না এবং যাঁহারা তাঁহাদের পতিম্মন্য, তাঁহারাও তাঁহাদের ছায়া পর্য্যন্ত দেখিতে পান না। অথচ শ্রীযোগমায়া এরূপ অনির্ব্বচনীয় প্রভাব প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রিয়াগণ, যাঁহাদের সঙ্গে কোন সংশ্রব নাই, এরূপ পুরুষে পতি বলিয়া এবং স্বকীয় পতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে উপপতি বলিয়া, ভ্রান্ত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন পুরুষে পতি বলিয়া জানিলেও, তাঁহাদের সতীত্ব যায় নাই এবং শ্রীকৃষ্ণেরও পরদারিকতা হয় নাই। ব্রজবধূগণ যোগ

মায়া প্রভাবে আপনাদিগকে অন্য গোপের পত্নী বলিয়া জানেন এবং তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবগণ এবং শ্রীকৃষ্ণও, তাহাই জানেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ দর্শনাদিতে কুলধর্ম্ম নষ্ট হইল বলিয়া জ্ঞান হয় এবং শ্রীকৃষ্ণও আপনাকে পর-রমণী সঙ্গী বলিয়া মনে করেন। এ সকলই ভ্রম। কিন্তু এই ভ্রম অনাদি কাল হইতে একই ভাবে আছে এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত ঐ একই ভাবে থাকিবে। ইহা শ্রীযোগমায়া কল্পিত ভ্রম। ইহা অজ্ঞানকার্য্য নহে। এই ভ্রম দ্বারা আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণ নিত্য নিত্য নব নবায়-মান আনন্দ রাশি উপভোগ করেন। সুতরাং এই ভ্রমও সচ্চিদানন্দময়—চিৎ শক্তির বৃত্তি। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ;—

পরকিয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস,
ব্রজ বিনা ইহার নাহি অন্যত্র বিকাশ।

এবং

ব্রজবধূগণে এই ভাব নিরবধি

এবং

নেষ্ঠায় দঙ্গিনিবসে কবিভিঃ পরোঢ়া
তদ্‌গোকুলাম্বুজ দৃশাং কুলমণ্ডরেণ।ইতি। ভরত।

এ বিষয়ে বিশেষ জানিতে ইচ্ছা হইলে শ্রীব্রহ্মসূত্র

ভাষ্যকার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীস্তবমালাভাষ্যে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য। ৬২।৬৩।

শ্রীমূল।

গোবিন্দ শরীর সত্য, তাহার সেবক নিত্য,
বৃন্দাবন ভূমি তেজোময় ;
ত্রিভুবনে শোভা সার, হেন স্থান নাহি আর,
যাহার স্মরণে প্রেম হয়। ৬৪।

শ্রীটীকা।

শ্রীগোবিন্দের শরীর জীববৎ জড়ীয় নহে। সচ্চিদানন্দময় শরীর। সুতরাং গোবিন্দ শরীর সত্য। এ শরীরের ধ্বংস নাই। ইহার প্রাগভাব নাই। নিত্যই এক ভাবে নিত্যধামে বিরাজ করিতেছেন। জড়ীয় শরীরে যে সকল দোষ থাকে, শ্রীগোবিন্দের সচ্চিদানন্দময় শরীরে তাহার কিছুই নাই। কেবল নিত্য পরম অতুল গুণেই বিদ্যমান আছেন। এ বিষয়ে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা হইলে শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ অনুশীলন করিতে হইবে।

তাহার সেবক নিত্য অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের নিত্য লীলাস্থ পরিকরগণ গোবিন্দবৎ নিত্য পদার্থ।

বৃন্দাবন ভূমি তেজোময় অর্থাৎ ব্রহ্ম যেমন জ্যোতির্ম্ময়, শ্রীবৃন্দাবন ভূমি সেইরূপ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম পদার্থ।

শ্রীতাপনী শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, তাসাং মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম গোপালপুরী। যেমন শ্রীকৃষ্ণ প্রাপঞ্চিক মনুষ্য নেত্রে মনুষ্যবৎ প্রতীয়মান হন, সেইরূপ সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপিণী শ্রীবৃন্দাবন ভূমিও সাধারণ লোকের লোচনে প্রাপঞ্চিক দেশ বিশেষবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন। কিন্তু ইহা ব্রহ্ম-রূপধামের দোষ নহে। ইহা দ্রষ্টার দৃষ্টির দোষ। এ বিষয়ে বিশেষ জানিতে হইলে শ্রীকবিকর্ণপূর কৃত শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূ অনুশীলন করিতে হইবে।

এখানে বৃন্দাবন ভূমি তেজোময়, এই কথা উল্লেখ করিয়া এবং পরের ত্রিপদীর দ্বারা ভৌম বৃন্দাবন উপাস্য এবং তত্রত্য শ্রীগোবিন্দই উপাস্য, ইহাই বলা হইল। শ্রীগোলোকধাম এবং তত্রত্য শ্রীগোবিন্দ উপাস্য নহেন, ইহাও ব্যক্ত হইল। শ্রীগোলোকের লীলা এবং শ্রীবৃন্দা-বনের লীলা অনেকাংশে সাম্য থাকিলেও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এমন কি, শ্রীদ্বারিকা লীলা অপেক্ষাও শ্রীগোলোক লীলার মাধুরী অল্প। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত অনুশীলনে এ বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান হয়।

মুদ্রিত পুস্তকে এই পাঠগুলি ভ্রমে পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং একটী নূতন ত্রিপদীও প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

শ্রীবৃন্দাবনধাম ত্রিলোকবর্ত্তিনী পৃথিবীতে প্রকটিত হইয়াছেন, এ নিমিত্ত কহিতেছেন-"ত্রিভুবন শোভা সার"।

বস্তুতঃ চতুর্দ্দশ ভুবনে এবং অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডে এবং ব্রহ্মাণ্ডের অতীত শ্রীশিবলোক ও শ্রীপরব্যোমধাম এবং শ্রীগোলোকেও সে শোভা নাই, যাদৃশ শোভা শ্রীবৃন্দাবনে আছেন। যাহার স্মরণে প্রেম হয়—শ্রীবৃন্দাবন প্রেমময় ব্রহ্ম পদার্থ, এ হেতু স্মরণ করিলে প্রেম হয়। ৬৪।

শ্রীমূল।

শীতল কিরণ কর, কল্পতরু গুণধর,
তরু লতা ছয় ঋতু সেবা ;
গোবিন্দ আনন্দময়, নিকটে বনিতাচয়,
মধুর বিহার অতি শোভা। ৬৫।

শ্রীটীকা।

শ্রীবৃন্দাবনধাম বর্ণন করিতেছেন।

শীতল কিরণ কর—শীতল কিরণ অর্থাৎ চন্দ্র, সেই চন্দ্রের কিরণে রঞ্জিত তরুলতাগণ, কল্পতরু গুণ ধরে। এবং এক কালে ছয় ঋতুই শ্রীবৃন্দাবনের সেবা করে। ৬৫।

শ্রীমূল।

ব্রজপুর বনিতার, চরণ আশ্রয় সার,
কর মন একান্ত করিয়া ;
অন্য বোল গণ্ডগোল, না শুনহ উতরোল,
রাখ প্রেম হৃদয় ভরিয়া। ৬৬।

শ্রীটীকা।

উতরোল = উত্তরলঃ।

সাধনের সার উপদেশ করিতেছেন হে মন! একান্ত করিয়া ব্রজপুর বনিতার চরণ আশ্রয় সার কর। ইহা ভিন্ন আর যত কথা, অর্থাৎ শ্রীব্রজবধূগণের অনুগত ভজন উপদেশ ব্যতীত আর যত উপদেশ বা যত অন্য বার্ত্তা, সে সকলই গণ্ডগোল, তাহার মধ্যে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। উতরোল, উছলিত প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া রাখ অর্থাৎ উছলিত হইতে উপক্রান্ত হইলে, বহির্ম্মুখের সভায় প্রেম প্রকাশ করিও না। সাধকগণ প্রেমাবেগ যতই ধারণা করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহারা ততই আনন্দ লাভ করিবেন। দ্বিতীয়তঃ প্রেম গোপনে রাখিলে, কেহ প্রেমী বৈষ্ণব বলিয়া, সর্ব্বদা কাছে আসিয়া, ভজন ভঙ্গ করিয়া, বিরক্ত করিতে পারে না। যথা শ্রীপ্রেমসম্পুটে লিখিত আছে ;—

প্রেমাদ্বয়ো রসিকয়োঃ স্থির দীপ এব হৃদ্বেশ্মভাগয়তি নিশ্চল এব ভাতি।

দ্বারাৎ পুনর্বদনতোপি বহিষ্কৃতশ্চে ন্নির্ব্বাতি শীঘ্রমথবালঘুতামুপেতি ॥ ৬৬।

শ্রীমূল।

পাপ পুণ্যময় দেহ, সকলি অনিত্য এহ,
ধন জন সব মিছা ধন্দ ;

মরিলে যাইবে কোথা, ইহাতে না পায় বেথা,
তবু নিতি কর কার্য্য মন্দ। ৬৭।

শ্রীটীকা।

কেহ বলিতে পারেন যে, রাগানুগা মার্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণ আলোচনাই যখন প্রয়োজন, তখন তাহা ত্যাগ করিয়া, দেহাদির অনিত্যত্ব আলোচনার প্রয়োজন কি? তাহার উত্তর এই যে,—দেহে ও স্ত্রীপুত্রধনজন প্রভৃতিতে আসক্তি থাকিলে, রাগানুগা মার্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন কোন প্রকারে হয় না; একারণ ঐহিক সকল বস্তুই অনিত্য জানিতে হইবে। যাঁহারা শাস্ত্র বিচার ও সৎ সঙ্গের প্রভাবে, শ্রীভগবান ব্যতীত সকল বস্তুই অনিত্য বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও বিষয় ভোগে ও বিষয়ীদিগের সঙ্গে, শরীরে ও স্ত্রীপুত্রধনজনাদিতে উৎকট আসক্তি হইয়া থাকে। একারণ মধ্যে মধ্যে এই সকল অনিত্য বস্তুর অত্যন্ত মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে (যাঁহারা সর্ব্বদাই প্রাপঞ্চিক পদার্থ মিথ্যা বলিয়া অনুভব করিতেছেন) তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিলে আসক্তি কমিতে থাকে। বিশেষতঃ, রাগানুগীয় অনুৎপন্নরতি সাধকগণের স্মরণ হইতে মন অপসৃত হইয়া, যখন দেহাদিতে আসক্ত হইবে, তখনই তাঁহারা যদি দেহাদির অনিত্যত্ব সম্বন্ধে সতের সহিত আলোচনা করেন, তাহা হইলে স্মরণে মন প্রবিষ্ট হয়।

এই নিমিত্ত উপকারক বলিয়া সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ শ্রীরাধা কৃষ্ণ আলোচনা রাখিয়াও প্রাপঞ্চিক বস্তুর অনিত্যত্ব আলোচনার প্রয়োজন হয় বলিয়াই শ্রীঠাকুর মহাশয় এই উপদেশ দিতেছেন। ৬৭।

শ্রীমূল।

রাজার যে রাজ্য পাট, যেন নাটুয়ার নাট,
দেখিতে দেখিতে কিছু নয়;
হেন মায়া করে যেই, পরম ঈশ্বর সেই,
তারে মন! সদা কর ভয়। ৬৮।

শ্রীটীকা।

তারে মন! সদা কর ভয় অর্থাৎ হে মন! তুমি পরমেশ্বরে ভয় কর। তাঁহাকে ভয় করিলে পাপে মন যাইবে না। যেহেতু যাহাদের ঈশ্বরে ভয় নাই, তাহারাই পাপে প্রবৃত্ত হয়। ৬৮।

শ্রীমূল।

পাপ না করিহ মন, অধম সে পাপীজন,
তারে মুই দূরে পরিহরি;
পুণ্য যে স্থখের ধাম, তার না লইহ নাম,
পুণ্য মুক্তি দুই ত্যাগ করি। ৬৯।

শ্রীটীকা।

স্মৃতি শাস্ত্রে পতন হেতু যে কর্ম্ম বিশেষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার নাম পাপ। ইহার আর একটি নাম পাতক। সেই পাপ অনেক প্রকার। অতিপাতক, মহাপাতক, উপপাতক, অনুপাতক ইত্যাদি। ইহার বিবরণ প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব ও প্রায়শ্চিত্তবিবেকে বিবৃত আছে। জানিতে ইচ্ছা হইলে, উক্ত দুই গ্রন্থ অনুশীলন করিতে হইবে।

পাপ না করিহ মন অর্থাৎ প্রলোভনের সামগ্রী সম্মুখে থাকিলে মন আকর্ষিত হয়, একারণ শ্রীগ্রন্থকার মনকে কহিতেছেন যে, হে মন! তুমি পাপ করিওনা অর্থাৎ যেখানে কামিনী কাঞ্চন প্রভৃতি প্রলোভনের বস্তু আছে, সে স্থানে যাইও না। যাহারা পাপ করে অর্থাৎ স্মৃত্যুক্ত পতন হেতু কর্ম্ম করে, তাহারা অধম জন। ইহার তাৎ-পর্য্য এই যে, হে মন! যদি তুমি ঐ রূপ পাপ কর, তাহা হইলে তুমিও অধম হইবে।

তারে মুই দূরে পরিহরি—তারে অর্থাৎ পাপকে আমি দূর হইতে পরিত্যাগ করি। অতএব হে মন! তুমি যদি আমার উপদেশ গ্রহণ কর, তাহা হইলে তুমিও দূর হইতে পাপকে পরিহার কর।

পুণ্য শব্দে পারত্রিক ও বৈষয়িক সুখোৎপাদক কর্ম্ম

বিশেষ বুঝিতে হইবে। বৈষয়িক সুখের ধাম পুণ্য। এই জন্য তাহার অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক, তাহার নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করাও নিষেধ। কারণ, যাহারা বিষয়াবিষ্ট-চিত্ত, তাহাদের প্রেমভক্তির কথা দূরে থাকুক, শ্রীকৃষ্ণাবেশও তাহাদের চিত্তে নাই। যথা;—

বিষয়াবিষ্ট চিত্তানাং বিষ্ণ্বাবেশ সুদূরতঃ।
বারুণি দিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রিকিমাপ্নুয়াং॥ ৬৯।

শ্রীমূল।

প্রেমভক্তি সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি,
আর যত ক্ষারনিধিপ্রায়;
নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে,
পরতত্ত্ব কহিনু উপায়। ৭০।

শ্রীটীকা।

প্রেমভক্তি ব্যতীত, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ও বিধিভক্তি পর্য্যন্ত সকলই ক্ষারনিধি অর্থাৎ লবণ সমুদ্র তুল্য। ৭০।

শ্রীমূল।

অন্যের পরশ যেন, নাহি কদাচিৎ হেন,
ইহাতে হইব সাবধান;
রাধাকৃষ্ণ নাম গান, এই সে পরম ধ্যান,
আর না করিহ পরমাণ। ৭১।

শ্রীটীকা।

অন্যের = যোগি ন্যাসি কর্ম্মি জ্ঞানি প্রভৃতানাং।

কদাচিৎ = আপাদ্যাপি যথা স্পর্শনং ভবেৎ তথা সাধবা নোভবামি।

অন্যের পরশ যেন = যোগী ন্যাসী কর্ম্মী জ্ঞানী প্রভৃতির স্পর্শ অর্থাৎ সংস্রব যাহাতে না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান হইবে।

আর না করিহ পরমাণ = শ্রীরাধাকৃষ্ণ নাম গান ব্যতীত আর কোন প্রমাণ কবিও না অর্থাৎ আর কোন সাধন স্থির করিতে যাইও না। ৭১।

শ্রীমূল।

কর্ম্মী জ্ঞানী মিছাভক্ত, না হবে তাতে অনুরক্ত,
বিশুদ্ধ ভজন কর মন;
ব্রজজনের যেই রীত, তাহাতে ডুবাও চিত,
এই সে পরম তত্ত্বধন। ৭২।

শ্রীটীকা।

কর্ম্মী অর্থাৎ কাম্য কর্ম্মাদি অনুষ্ঠানকারী কিন্তু শ্রীভগবৎ পরিচর্য্যা কর্ম্ম পরায়ণ মহানুভবগণ নহেন। জ্ঞানী অর্থাৎ নির্ভেদ ব্রহ্মানুভবী কিন্তু শ্রীভগবত্তত্ত্বানুভবী ভাগবতগণ নহেন। ইহাঁদিগকে কর্ম্মী ও জ্ঞানী মধ্যে

গণনা করিলে, ঘোর অপরাধ হয়। কর্ম্মী জ্ঞানী মিছা ভক্ত; ইহার অর্থ এই যে, যাহারা কাম্য কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানশীল, সেই কর্ম্মী গণের মধ্যে এবং যাহারা নির্ভেদ ব্রহ্মানুভব করেন, সেই জ্ঞানী গণের মধ্যে, কদাচিৎ যদি ভক্তি দেখা যায়, তাহা হইলেও তাহাদিগকে মিছাভক্ত বলিয়া জানিতে হইবে। যদিচ পরিণামে তাহাদের ভাল হইতে পারে, তথাপি তাহাদের সঙ্গে নিজের ভক্তি বৃদ্ধি হয় না, বলিয়াই এই কথা কহিলেন। ৭২।

শ্রীমূল।

প্রার্থনা করিব সদা, শুদ্ধ ভাবে প্রেম কথা,
নাম মন্ত্রে করিয়া অভেদ;
নৈষ্ঠিক করিয়া মন, ভজ রাঙ্গা শ্রীচরণ,
পাপ গ্রন্থি হবে পরিচ্ছেদ। ৭৩।

শ্রীটীকা।

নাম মন্ত্রে করিয়া অভেদ=হরিনাম ও মন্ত্র অভিন্ন পদার্থ জানিয়া অথবা নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণ ইত্যাদি প্রমাণ বলে, নামরূপ মন্ত্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নতা জানিয়া, শুদ্ধ ভাবে আর্থৎ কামবৃত্তি রহিত হইয়া, প্রেম কথা আলাপ করিব।

শুদ্ধ ভাবে বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সচ্চিদানন্দময়

বিগ্রহ শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমময় চরিত্র মনুষ্য জাতীয় স্ত্রী পুরুষের সদৃশ। সুতরাং অতত্ত্বজ্ঞ লোকের তাহা আলাপনে কামবৃত্তি বর্দ্ধিত হইবারই নিতান্ত সম্ভাবনা, এ-কারণ পরম করুণ শ্রীঠাকুর মহাশয়, নিজ মনকে উপলক্ষ্য করিয়া, সাধারণ ভক্তদিগকে সাবধান করিলেন যে, দেখিও, যেন শ্রীরাধাকৃষ্ণ আলোচনা শুদ্ধ ভাবে করিও, শুদ্ধ ভাবে না করিলে কামবৃত্তি বৃদ্ধি হইলে, তোমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। ৭৩।

শ্রীমূল।

রাধা কৃষ্ণ সেবন, করিয়া একান্ত মন,
চরণকমল বলি যাউ ;
দোঁহার নাম গুণ শুনি, ভক্ত মুখে পুনিপুনি,
পরম আনন্দ সুখ পাউ। ৭৪।

শ্রীমূল।

হেম গৌরী তনু রাই, আঁখি দরশন চাই,
রোদন করিব অভিলাষ ;
জলধর ঢর ঢর, অঙ্গ অতি মনোহর,
রূপে ভুবন পরকাশ। ৭৫।

শ্রীটীকা।

রোদন করিব অভিলাষ, এই পাঠ প্রাচীন আদর্শ

পুস্তকে আছে। কিন্তু অন্য পুস্তকে, সেবন করিব অভিলাষ, এই পাঠ দৃষ্ট হয়। দুই পাঠ সমীচীন হইলেও আমরা আদর্শ পুস্তকের পাঠই স্বীকার করিলাম। ৭৪। ৭৫।

শ্রীমূল।

সখিগণ চারি পাশে, সেবা করি অভিলাষে,
সে সেবা পরম সুখ ধরে;
এই মন তনু মোর, এই রসে সদা ভোর,
নরোত্তম সদাই বিহরে। ৭৬।

শ্রীটীকা।

এই মন তনু মোর = এই মনঃ কল্পিত তনু অর্থাৎ সিদ্ধদেহ। ৭৬।

শ্রীমূল।

রাধা কৃষ্ণ কর ধ্যান, স্বপ্নেও না বল আন,
প্রেম বিনা আন নাহি চাউ;
যুগল কিশোর প্রেম, যেন লক্ষ বান হেম,
আরতি পীরিতি রসে ধ্যাউ। ৭৭।

শ্রীটীকা।

আরতি পীরিতি রসে ধ্যাউ = আর্ত্ত্যা প্রীতি সুখ স্বরূপত্বেন ধ্যানং কুরু। হে মন! ইতি শেষ।

আরতি পীরিতি রসে ধ্যাউ=আর্ত্তির সহিত প্রেমানন্দে ধ্যান কর।

যেন লক্ষ বান হেম=মালিন্য নিস্কাশন করিয়া সুবর্ণ শুদ্ধ করিবার জন্য অগ্নিতে নিক্ষেপের নাম গ্রাম্য ভাষায় বান বলে। যত বার অগ্নিতে স্বর্ণ নিক্ষিপ্ত হয়, সুবর্ণকে তত বান বলে। ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৫ পাঁচ বান মাত্র সুবর্ণ হইতে পারে; প্রত্যেক বানে সুবর্ণের অধিকাধিক উজ্জ্বলতা শুদ্ধী হয়। লক্ষবান হেম, এই বিশেষণ অনুপমতা বাচক। শ্রীযুগল কিশোরের প্রেম, এতই বিশুদ্ধ ও এতই উজ্জ্বল, যে তাহার উপমা নাই। স্বর্ণও লক্ষ বান হয় না, শ্রীরাধামাধবের প্রেমেরও উপমা নাই। ৭৭।

শ্রীমূল।

জল বিনু যেন মীন, দুঃখ পায় আয়ু হীন,
প্রেম বিনু এই মত ভক্ত;
চাতক জলদ গতি, এমতি একান্ত রীতি,
যেই জানে সেই অনুরক্ত। ৭৮।

শ্রীটীকা।

চাতক জলদ গতি ইত্যাদি—চাতকগণ পিপাসায় মরিলেও মেঘমুক্ত জল ব্যতীত অন্য নদ নদীর জল পান করে না। একান্তগণেরও এই রীতি। অর্থাৎ প্রাণ

সঙ্কটেও শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্ত কৃপা ব্যতীত অন্য কাহারও কৃপা ঐকান্তগণ অপেক্ষা করেন না। যাঁহারা অনুরাগী ভক্ত তাঁহারই একান্তগণের রীতি জানেন, অন্যের তাহা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ;—

বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়। ইত্যাদি। ৭৮।

শ্রীমূল।

লুবধ ভ্রমর যেন, চকোর চন্দ্রিকা তেন,
পতিব্রতা জন যেন পতি ;
অন্যত্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের ধন,
এই মত প্রেম ভক্তি রীতি। ৭৯।

শ্রীটীকা।

একান্ত না হইলে শ্রীব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভ হয় না, একারণ একান্ত হইবার উপায় বলিতে-ছেন। ৭৯।

শ্রীমূল।

বিষয় গরল ময়, তাতে মানে সুখচয়,
সেই সুখ দুঃখ করি মান ;
গোবিন্দ বিষয় রস, সঙ্গ কর তার দাস,
প্রেমভক্তি সত্য করি জান। ৮০।

শ্রীটীকা।

গোবিন্দ বিষয় রস = শ্রীগোবিন্দই বিষয় সুখ অর্থাৎ প্রত্যেক তৎসেবোপযোগী ইন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীগোবিন্দকে বিষয় করিয়া সুখ অনুভব কর। সাধকের অন্তশ্চিন্তিত দেহে শ্রীগোবিন্দ ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়ীভূত হন। সুতরাং গোবিন্দ বিষয় রস ইহার অর্থ সিদ্ধ দেহে শ্রীগোবিন্দের প্রেম সেবা। ৮০।

শ্রীমূল।

মধ্যে মধ্যে আছে দুষ্ট, দৃষ্টি করি হয় রুষ্ট,
গুণ বিগুণ করিমানে;
গোবিন্দ বিমুখজন, স্ফূর্ত্তি নহে হেন ধন,
লৌকিক করিয়া সব জানে। ৮১।

শ্রীটীকা।

দৃষ্টি করি = শ্রীকৃষ্ণ ভক্তানাং প্রেমাচরণং দৃষ্ট্বা।

দৃষ্টি করি হয় রুষ্ট ইহার অর্থ দুষ্টেরা শ্রীকৃষ্ণভক্তের প্রেমাচরণ দেখিয়া রুষ্ট হয়। ৮১।

শ্রীমূল

অজ্ঞান বিমুগ্ধ যত, নাহি লয় সত মত,
অহঙ্কারে না জানে আপনা;

অভিমানী ভক্তি হীন, জগ মাঝে সেই দীন,
বৃথা তার অশেষ ভাবনা। ৮২।

শ্রীটীকা।

অভিমানী ভক্তি হীন=যে জন বিদ্যাধনাদির অভি-মানে মত্ত, সেই জন ভক্তি হীন, অতএব সেই জগমাঝে দীন অর্থাৎ দুঃখী। অভিমানের নিমিত্ত তাহাকে কেবল দুঃখ পাইতে হয়। অতএব হে মন! তুমি অভিমানী হইও না। তাহা হইলে ভক্তিহীন হইয়া দীন হইবে, ইহাই উপরি-উক্ত ত্রিপদী দ্বারা ধ্বনিত হইল। ৮২।

শ্রীমূল

আর সব পরিহরি, পরম ঈশ্বর হরি,
সেব মন! প্রেম করি আশ;
এক ব্রজরাজপুর, গোবিন্দ রসিকবর,
করহ সদাই অভিলাষ। ৮৩।

শ্রীটীকা।

এক ব্রজ রাজপুর=মর্ত্ত্য ব্রজ মণ্ডল ইত্যর্থঃ। ৮৩।

শ্রীমূল

নরোত্তম দাস কহে, সদা মোর প্রাণ দহে,
হেন ভক্ত সঙ্গ না পাইয়া;

অভাগ্যের নাহি ওর, মিছাই হইনু ভোর,
দুঃখ রহু অন্তরে জাগিয়া ! ৮৪ ।

শ্রীটীকা।

ওর = সীমা।

হেনভক্ত = যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মহাভাগবত।

রহু = রহিল। ৮৪।

শ্রীমূল।

বচনের অগোচর, বৃন্দাবন হেন স্থল,
স্বপ্রকাশ প্রেমানন্দঘন ;
যাহাতে প্রকট সুখ, নাহি জরামৃত্যুদুখ,
কৃষ্ণলীলারস অনুক্ষণ। ৮৫।

শ্রীটীকা।

শ্রীবৃন্দাবনং বিশিনষ্টি বচনের অগোচর ইত্যাদিনা।

বচনের অগোচর = অনির্ব্বচনীয়ং, নির্ব্বক্তুমশক্য মিত্যর্থঃ।

বৃন্দাবন ভূমি তেজোময় এই স্থলের ব্যাখ্যায় শ্রীবৃন্দাবনের স্বপ্রকাশত্ব ও চিদানন্দঘনত্ব দর্শিত হইয়াছে।

যাহাতে প্রকট সুখ ইত্যাদি ত্রিপদীর অর্থে আপাততঃ বোধ হয় যে, নিত্য লীলার মধ্যেই শ্রীবৃন্দাবনে জরা

মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখ নাই এবং সর্ব্বদা সুখ বিরাজিত রহিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে আমরা চর্ম্ম চক্ষে যে বৃন্দাবন দেখিতে পাই, তাহাতে মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখ আছে এবং সুখও সর্ব্বদা নাই। বহির্দৃষ্টিতে এরূপ বোধ হয় বটে, কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টিদ্বারা চর্ম্মচক্ষের অতীত যে বৃন্দাবন দেখা যায়, সেই বৃন্দাবনের সর্ব্ব দিকে সুখ প্রকটিত আছে এবং তথায় জরা মৃত্যু প্রভৃতি কোন দুঃখই নাই। যদি কেহ বলেন, এখনকার শ্রীবৃন্দাবনবাসীগণের ত স্পষ্টই জরা মৃত্যু হইতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়, তবে দৃশ্য বৃন্দাবনে জরা মৃত্যু নাই, কেমন করিয়া বলিতেছেন? ইহার উত্তর এই, ব্রজবাসী সকলের যে জরা মৃত্যু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা জরা মৃত্যু নহে। কোন ব্রজবাসীর জরাও নাই এবং মৃত্যুও নাই। কেবল বহির্ম্মুখদিগের মত লোপ না হইবার জন্য অর্থাৎ যদি বহির্ম্মুখগণ শ্রীবৃন্দাবন বাসীগণের জরামৃত্যু না দেখে, তাহা হইলে তাহারা সকলে শ্রীবৃন্দাবনবাসী হইয়া অমর হইলে, বহির্ম্মুখ মত লোপ হইয়া যায় এবং ভক্তিরও ঔৎকর্ষ থাকে না। যেমন তামাসীসা প্রভৃতি ধাতু না থাকিলে, স্বর্ণের মহিমা থাকে না, সেইরূপ বহির্ম্মুখ মত (অর্থাৎ হরিভক্তি ব্যতীত অন্যমত) না থাকিলে ভক্তির ঔৎকর্ষ হয় না। ভক্ত বিশেষের চমৎকার জন্য শ্রীব্রজেমায়িক জরামৃত্যু দেখা যায়। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে বিবৃত আছেন

যে, ব্রজবাসী এবং ব্রজধামকে প্রাকৃতসামা দেখিলে, কাহারও কোন কালে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ হয় নই। ৮৫।

শ্রীমূল।

রাধা কৃষ্ণ দুঁহু প্রেম, লক্ষ বান যেন হেম,
যাহার হিলোল রসসিন্ধু ;
চকোর নয়ন প্রেম, কাম রতি করে ধ্যান,
পীরিতি সুখের দুঁহু বন্ধু। ৮৬।

শ্রীটীকা।

যুবয়ো মুখচন্দ্রয়ো চকোরারিব যে নয়নে তয়ো-প্রেমাণাং রতি কামৌ ধ্যায়ত।

তোমাদের দুই জনের মুখচন্দ্রের চকোরের ন্যায় যে দুই নয়ন আছে, তাহার প্রেম লাভ জন্য কাম ও রতি ধ্যান করিতেছেন। ইহা দ্বারা মদনমোহনরূপ বর্ণিত হইল।

যাহার হিলোল ইত্যাদি—শ্রীবৃন্দাবনস্থ সম্বন্ধে লীলা রস এব সিন্ধু, তস্য তরঙ্গ রূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রেমা।

রাধাকৃষ্ণ দুঁহু প্রেম=বৃন্দাবনের রসসিন্ধুর হিল্লোলই শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম। ৮৬।

শ্রীমূল।

রাধিকা প্রেয়সী বরা, বামাদিকে মনোহরা,
কনক কেশর কান্তি ধরে ;

অনুরাগে রক্ত সাড়ী, নীলপট্ট মনোহারী,
মণিময় আভরণ পরে। ৮৭।

শ্রীটীকা।

নীলপট্ট = কৃষ্ণবর্ণ সাদৃশ্যে।

অনুরাগে = অনুরাগ হেতুনা।

বামা = বামস্বভাবা। দিক্‌মনোহরা = দশদিগ্বর্ত্তি স্থাবর-জঙ্গমের মনোহরা। ৮৭।

শ্রীমূল।

করয়ে লোচন পান, রূপ লীলা দুঁহু গান,
আনন্দে মগন সহচরী;
বেদবিধি অগোচর, রতন বেদির পর,
সেব নিতি কিশোর কিশোরী। ৮৮।

শ্রীটীকা।

আনন্দ = সাহায্য এবং কৃত্বা আনন্দে মগ্নাঃ। ৮৭।

শ্রীমূল।

দুর্লভ ভজন হেন, নাহি ভজ হরি কেন,
কি লাগি মরহ ভববন্ধে;
ছাড় অন্য ক্রিয়াকর্ম্ম, নাহি দেখ বেদধর্ম্ম,
ভক্তি কর কৃষ্ণপদদ্বন্দে। ৮৯।

শ্রীমূল।

বিষয় বিষম গতি, নাহি ভজ ব্রজপতি,
কৃষ্ণচন্দ্রচরণসুখসার;
স্বর্গ আর অপবর্গ, সংসার নরক ভোগ,
সর্ব্বনাশ জনম বিকার। ৯০।

শ্রীমূল।

দেহে না করিহ আস্থা, মরিলে যে যম শাস্তা,
দুঃখের সমুদ্র কর্ম্ম গতি;
দেখিয়া শুনিয়া ভজ, সাধু শাস্ত্র মত যজ,
যুগল চরণে কর রতি। ৯১।

শ্রীটীকা।

দেহে না করিহ আস্থা = দেহেস্মিন্ আস্থাং মা কুরু। দেহাভিমানং মাকুর্ব্বিত্যর্থ। ৮৯-৯১।

শ্রীমূল।

জ্ঞান কাণ্ড কর্ম্ম কাণ্ড, কেবলি বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়;
না না যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়। ৯২।

শ্রীটীকা।

কদর্য্য ভক্ষণ করে = কর্ম্ম কাণ্ডে আসক্ত হইলে পুনঃ

পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তন্নিমিত্ত কদর্য্য ভক্ষণ করিতে হয়। অতএব হে মন! তুমি জ্ঞান কাণ্ডে ও কর্ম্ম কাণ্ডে আসক্ত হইও না। ৯২।

শ্রীমূল।

রাধা কৃষ্ণে নাহি রতি, অন্য দেবে বলে পতি,
প্রেমভক্তিরীতি নাহি জানে;
নাহি ভক্তির সন্ধান, ভরমে করয়ে ধ্যান,
বৃথা তার এছার জীবনে। ৯৩।

শ্রীটীকা।

ছার = তুচ্ছ। ৯৩।

শ্রীমূল।

জ্ঞান কর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তি যোগ,
নানা মতে হইয়া অজ্ঞান;
তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থ তত্ত্ব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তগণ প্রাণ। ৯৪।

শ্রীটীকা

নাহি শুনি = শ্রবণং ন কুর্য্যাৎ।
পরমার্থ তত্ত্ব জানি = পরমার্থ তত্ত্বং জ্ঞাতব্যং। ৯৪।

শ্রীমূল।

জগৎ ব্যাপক হরি, অজ ভব আজ্ঞাকারী,
মধুর মূরতি লীলাকথা;
এই তত্ত্ব জানে যেই, পরম উত্তম সেই,
তার সঙ্গ করিব সর্ব্বথা ।৯৫ ।
পরম নাগর কৃষ্ণ, তাহে হব অতি তৃষ্ণ,
ভজ তাঁরে ব্রজভাব লৈয়া ;
রসিক ভকত সঙ্গে, রহিব পীরিতি রঙ্গে,
ব্রজপুরে বসতি করিয়া। ৯৬।

শ্রীটীকা।

তাঁরে = শ্রীকৃষ্ণম্।
পীরিতিরঙ্গে = যুগল প্রেমকথা রঙ্গে। ৯৫। ৯৬।

শ্রীমূল।

শ্রীগুরু ভকত জন, তাহার চরণে মন,
আরোপিয়া কথা অনুসারে ;
সখির সর্ব্বথা মত, হইয়া তাহার যূথ,
সদাই বিহরে ব্রজপুরে। ৯৭।

শ্রীটীকা।

কথা অনুসারে = শাস্ত্র কথানুসারে।

তাহার যূথ = সখীনাং যূথবর্ত্তিনীভূত্বা।
বিহরে = বিহারং কুর্য্যাৎ। ৯৭।

শ্রীমূল।

লীলারস সদাগান, যুগলকিশোর প্রাণ,
প্রার্থনা করিব অভিলাষ;
জীবনে মরণে এই, আর কিছু নাহি চাই,
কহে দীন নরোত্তম দাস। ৯৮।

—০০—

শ্রীমূল।

আন কথা না বলিব, আন কথা না শুনিব,
সকলি করিব পরমার্থ;
প্রার্থনা করিব সদা, লালসা অভীষ্ট কথা,
ইহা বিনা সকলি অনর্থ। ৯৯।

শ্রীটীকা।

পরমার্থ = শ্রীকৃষ্ণভক্তি।
ইহা = লালসা।

লীলাবিষ্ট ভক্তের স্বাভীষ্টলীলানুশীলন ব্যতীত আর যাহা অর্থাৎ ভাল মন্দ কথা, উপস্থিত হয়, তাহা সকলই অনর্থ। ৯৯।

শ্রীমূল।

ঈশ্বরের তত্ত্ব যত, তাহা বা কহিব কত,
অনন্ত অপার কেবা জানে ;
ব্রজপুরে প্রেম সত্য, এই সে পরম তত্ত্ব,
ভঁজ ভঁজ অনুরাগ মনে। ১০০।

শ্রীটিকা।

তত্ত্বালোচনা করিতে গেলে, স্বাভীষ্ট লীলাস্বাদনসুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয় বলিয়া "ঈশ্বরের তত্ত্ব ইত্যাদি" বলিতেছেন। ১০০।

শ্রীমূল।

গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরমআনন্দকন্দ,
পরিবার গোপ গোপী সঙ্গে ;
নন্দীশ্বর যার ধাম, গিরিধারী যার নাম,
সখীসঙ্গে তারে ভজ রঙ্গে। ১০১।

শ্রীটীকা।

কন্দ = মূল।

যার = শ্রীগোবিন্দস্য। "পরমআনন্দকন্দ" স্থানে "সত্য রূপ রসকন্দ" এ পাঠও দেখা যায়। ১০১।

শ্রীমূল।

প্রেমভক্তি তত্ত্ব এই, তোমারে কহিনু ভাই,
আর দুর্ব্বাসনা পরিহরি ;
শ্রীগুরু প্রসাদে ভাই, এ সব ভজন পাই,
প্রেম ভক্তি সখী অনুচরী। ১০২।

শ্রীটীকা।

শ্রীগুরু চরণ আশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহার সেবা ব্যতীত, প্রেম-ভক্তি কখনই লাভ হয় না, এ নিমিত্ত কহিতেছেন, শ্রীগুরু প্রসাদে ভাই ইত্যাদি। ১০২।

শ্রীমূল।

সার্থক ভজন পথ, সাধু সঙ্গে অবিরত,
স্মরণ ভজন কৃষ্ণকথা ;
প্রেম ভক্তি হয় যদি, তবে হয় মন শুদ্ধি,
তবে যায় হৃদয়ের ব্যথা। ১০৩।

শ্রীটীকা।

স্মরণ ভজন কৃষ্ণ কথা = ইহা ঐকান্তিক কৃত্য। একান্তিতাং গতানাস্ত শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জয়োঃ। কীর্ত্তন স্মরণে প্রায়ঃ কৃত্যমন্যন্নরোচতে।

প্রেম ভক্তি হয় যদি ইত্যাদি = এই শ্লোকের অর্থ, বিক্রীড়িতং ব্রজ বধূভি রিদঞ্চ বিষ্ণোঃ

শ্রদ্ধান্বিতোঽনু শৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ ;
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্য চিরেণ ধীরঃ। ১০৩।

শ্রীমূল।

বিষয় বিপত্তি জান, সংসার স্বপন মান,
নরতনু ভজনের মুল ;
অনুরাগে ভজ সদা, প্রেমভাবে লীলাকথা,
আর যত হৃদয়ের শূল। ১০৪।

শ্রীটীকা।

আর যত হৃদয়ের শূল = স্মরণাবিষ্ট ভক্তের প্রেম ভাবে স্বাভীষ্ট লীলা কথাই স্মরণের প্রধান উপাদান, কারণ তদ্ব্যতীত আর যাহা কিছু সবই হৃদয়ের শূল। ১০৪।

শ্রীমূল।

রাধিকাচরণরেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
অনায়াসে পাবে গিরিধারী ;
রাধিকাচরণাশ্রয়, যে করে সে মহাশয়,
তারে মুই যাই বলিহারি। ১০৫।

শ্রীমূল।

জয় জয় রাধানাম, বৃন্দাবন যার ধাম,
কৃষ্ণসুখ বিলাসের নিধি ;

হেন রাধাগুণগান, না শুনিল মোর কাণ,
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি। ১০৬।

শ্রীমূল।

তার ভক্তসঙ্গ সদা, রসলীলাপ্রেমকথা,
যে করে সে পায় ঘনশ্যাম;
ইহাতে বিমুখ যেই, তার কভু সিদ্ধি নাই,
না শুনিয়ে তার যেন নাম। ১০৭।

শ্রীটীকা।

তার ভক্ত সঙ্গে ইত্যাদি শ্রীরাধিকারভক্ত সঙ্গে যে ব্যক্তি রসময় লীলাকথা ও প্রেমকথা অর্থাৎ শ্রীরাধার প্রেমমহত্ত্বসূচককথা করে অর্থাৎ কহে—আলাপ করে, সে ঘনশ্যাম শ্রীকৃষ্ণ লাভ করে। ইহাতে কেহ বলিতে পারেন, এক জনকে ভজন করিলে অন্য জনকে পাওয়া অর্থাৎ শ্রীরাধিকাভজন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পাওয়া কি রূপে সঙ্গত হয়? যেহেতু যে দেবতার ভজন করা হয়, তাঁহাকেই পাওয়া যায়, ইহাই শাস্ত্র সঙ্গত। ইহার উত্তর শ্রীরাধিকা ভজনই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যতম ভজন। ইহা শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত প্রভৃতি শ্রীগোস্বামীগ্রন্থে সিদ্ধান্তীকৃত হইয়াছে। একারণ, শ্রীঠাকুর মহাশয় কহিতেছেন "যে করে সে পায় ঘনশ্যাম"। ১০৫—১০৭।

শ্রীমূল।

কৃষ্ণনামগানে ভাই, রাধিকাচরণ পাই,
রাধানামগানে কৃষ্ণচন্দ্র ;
সঙ্ক্ষেপে কহিনু কথা, ঘুচাও মনের ব্যাথা,
দুঃখময় অন্য কথাধ্বন্দ। ১০৮।

শ্রীমূল।

অহঙ্কার অভিমান, অসৎসঙ্গ অসৎজ্ঞান,
ছাড়ি ভজ গুরুপাদপদ্ম ;
কর আত্মনিবেদন, দেহগেহপরিজন,
গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব। ১০৯।

শ্রীটীকা।

অভিমান=বিদ্যা ধনাগার কুলাভিমানিনো।
অসৎজ্ঞান=দেহাদি দারাত্মজ নিত্যবুদ্ধয়ঃ।
ইষ্ট্বাত্থ দেবান্ ফলকাঙ্ক্ষি নো যে
জীবন্মৃতা স্তেন লভন্তি কেশবং
ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সঙ্গেত
বুদ্ধিমানিতি। শ্রীভাগবতোক্তঃ। ১০৯।

শ্রীমূল।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, রতি মতি তারে সেব,
প্রেমকলপতরুদাতা ;

ব্রজরাজনন্দন, রাধিকার প্রাণধন,
অপরূপ এই সব কথা। ১১০।

শ্রীটীকা।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্যদেবের শরণাগতি ব্যতীত কেহ কদাচ প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হন না, এই নিমিত্ত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর তত্ত্বকীর্ত্তন পূর্ব্বক, তাঁহার ভজনের আবশ্যকতা দেখান হইতেছে। ১১০।

শ্রীমূল।

নবদ্বীপে অবতার, রাধা-ভাব অঙ্গীকার,
ভাব-কান্তি অঙ্গের ভূষণ ;
তিন বাঞ্ছা অভিলাষী, শচীগর্ব্ভে পরকাশি,
সঙ্গে সব পারিষদগণ। ১১১।

শ্রীটীকা।

তিন বাঞ্ছা যথা।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমাকীদৃশোবানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশোবা মদীয়ঃ
সৌখ্যঞ্চাস্যামদনুভবতঃ কীদৃশংবেতি লোভা
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ত্ত সিন্ধোহরীন্দুঃ।

অর্থাৎ

(১) শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা কিরূপ।

(২) শ্রীরাধিকা যে নিজ প্রেমের দ্বারা আমার রূপ মাধুরী আস্বাদন করেন, সেই রূপমাধুরির আস্বাদন কিরূপ।

(৩) শ্রীরাধিকা আমার সেবা করিয়া, না চাহিতেও, যে সুখ অনুভব করেন, সে সুখ কিরূপ। ১১১।

শ্রীমূল।

গৌরহরি অবতরি, প্রেমের বাদর করি,
সাধিলা মনের নিজ কাজ ;
রাধিকার প্রাণপতি, কি ভাবে কান্দয়ে নিতি,
ইহা বুঝে ভকতসমাজ। ১১২।

শ্রীমূল।

গুপতে সাধিবে সিদ্ধি, সাধন নবধা ভক্তি,
প্রার্থনা করিব দৈন্যে সদা ;
করি হরিসঙ্কীর্ত্তন, সদাই আনন্দ মন,
কৃষ্ণ বিনা আর সব বাধা। ১১৩।

শ্রীমূল।

সংসার বাটুয়ারে, কাম ফাঁশি বান্ধি মারে,
ফুকার করহ হরিদাস ;

করহ ভকত সঙ্গ, প্রেমকথা নানা রঙ্গ,
তবে হয় বিপদ বিনাশ। ১১৪।

শ্রীটীকা।

অসচ্চেষ্টা কষ্ট প্রদ বিকট পাশানিতিরিহ
প্রকামং কামাদি প্রকট পথিপাত ব্যতি করৈঃ
গলে বদ্ধাছল্যোঽহমিতি বকভীৎ বত্ম´পগণে
কুরুত্বং ফুৎকারং নয়তি সসথাত্বাং মনইতঃ।

অর্থাৎ

দুর্জ্জয় কামাদি বাটপারগণ
আমার বিনাশ আশে,
বাঁধিল মোগলে মহাক্লেশ কর
ভয়াল কুচিন্তা পাশে ;
হে মন! আমার করহ এখন
পরম বান্ধব কাজ,
তোমার কৃপায় এ বিপদে যদি
পাই হে উদ্ধার আজ ;
বকারি কামুক পথ সুরক্ষক
যতেক বৈষ্ণবগণে,
মম শুভ লাগি উচ্চৈঃস্বরে ভাই
ডাকহ পরাণ পণে ;

এতই কৃপায় ঠাকুর তাহারা
শুনি সে বচন তোর,
নয়ন পলকে কামাদি হইতে
সাধিবে উদ্ধার মোর।
শ্রীস্তবাবলী মনোশিক্ষা
৫ম শ্লোক রাঃ দঃ ঘোষ অনুবাদিত। ১১৪।

শ্রীমূল।

স্ত্রী পুত্র বালিকা যত, মরি যায় কত শত,
আপনারে হও সাবধান ;
মুই সে বিষয় হত, না ভজিনু হরিপদ,
মোর আর নাহি পরিত্রাণ। ১১৫।

শ্রীমূল।

রামচন্দ্র কবিরাজ, সেই সঙ্গ মোর কাজ,
তার সঙ্গ বিনা সব শূন্য ;
যদি জন্ম হয় পুনঃ, তার সঙ্গ হয় যেন,
তবে হয় নরোত্তম ধন্য। ১১৬।

শ্রীটীকা।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ—শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীচিরঞ্জীব সেনের পুত্র। শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। মহা

পণ্ডিত—মহাকবি এবং মহাভক্ত। পদকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দ দাসের জ্যেষ্ঠ সহোদর। পদ্মার এ পারে বুধরী গ্রামে বাস। শ্রীখণ্ডে মহাকবি দিগ্‌বিজয়ী শ্রীদামোদরের দৌহিত্র। দুই সহোদরই মাতামহালয়ে পালিত। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের সহিত মহা প্রীতি। যেমন হরিহর ও নরনারায়ণ, তেমতি নরোত্তম রামচন্দ্র, দুই নাম এক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্ত সমাজে বিরাজিত আছেন। বিশেষ বিবরণ শ্রীভক্তি-রত্নাকরে দ্রষ্টব্য। ১১৬।

শ্রীমূল।

আপন ভজন কথা, না কহিব যথা তথা,
ইহাতে হইব সাবধান;
না করিহ কেহ রোষ, না লইহ কেহ দোষ,
প্রণমহু ভক্তের চরণ। ১১৭।

যথা তথা = স্বজাতীয় অন্তরঙ্গ ভিন্ন জনগণ। ১১৭।

শ্রীমূল।

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু মোর যে বলান বাণী,
তাহা বিনা ভাল মন্দ কিছুই না জানি;
লোকনাথপ্রভুপদ হৃদয়ে বিলাস,
প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস। ১১৮।

শ্রীটীকা।

যেমন বেদ প্রণয়নের মূলকর্ত্তা শ্রীনারায়ণ। ব্রহ্মা প্রচার বিষয়ে উপলক্ষ মাত্র এবং যেমন শ্রীভক্তিশাস্ত্র-বিরচনে, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুই মূলকর্ত্তা, শ্রীগোস্বামীপাদগণ উপলক্ষ মাত্র, সেইরূপ এই শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকাগ্রন্থ প্রণয়নে, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবই মূলকর্ত্তা, শ্রীঠাকুর মহাশয় উপলক্ষ মাত্র। এই কারণেই শ্রীরূপগোস্বামীপাদ বলিয়াছেন ;—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোহং বরাক রূপোপি
তস্যহরেঃ পদকমলং বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য।

এই কারণেই শ্রীঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন ;—

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু মোর যে বলান বাণী
তাহা বিনা ভাল মন্দ কিছুই না জানি।

স্থূলতঃ, এই শ্রীভক্তিগ্রন্থখানি বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিলে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, শ্রীভগবানের প্রেরণাভিন্ন এরূপ শ্রীগ্রন্থ মনুষ্য দ্বারা হইতে পারে না। এত সঙ্ক্ষেপে এমন গুরুতর বিষয়ের বিশদ বিবৃতি আর. কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহার এক একটী ত্রিপদী উপলক্ষ করিয়া, এক একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারে। অতএব এই শ্রীগ্রন্থখানি বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িয়া, ইহার উপদেশ মত কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে

উচিত। ভাষা গ্রন্থ বলিয়া, ইহাকে অবহেলা করিতে নাই। অধিক কি, যিনি অবহেলা করিবেন, তিনি মহা-সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হইলেও ঠকিবেন। ১১৮।

ইতি শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীগৌরাশশী

বিজয়তে।

শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা।

শ্রীপ্রথম পরিশিষ্ট।

আমরা নিখিলধামমুকুটমণি শ্রীশ্রীবৃন্দাবনে এই শ্রীপ্রেম-ভক্তি চন্দ্রিকার শ্রীতত্ত্বকিরণ-কণা লিখিতেছিলাম, এমত সময়, শ্রীলশ্রীযুক্ত ব্রজবালা দাস বাবাজী মহারাজ, আমাদের বাসায়, আগমন করিলেন। এই মহাত্মার পরিচয়, আমরা নূতন করিয়া কি দিব। তিনি শ্রীধর্ম্মজগতের একজন মহা ঐশ্বর্য্যবান—বহুব্যবসায়ী—বহুদর্শী—ক্রমোন্নত প্রজ্ঞ। তিনি কোন সময়ে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা সুলভ মহা জড়গত না-নাস্তিক-না-আস্তিকভাবে জড়ীভূত হন। পরে, তিনি শ্রীভগবৎ কৃপায়, তথা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, জ্ঞানযোগের শরণ লন। তথায় কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া, অনেক বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করত, শ্রীভক্তি দেবীর কৃপা লাভ করেন। শ্রীমতীভক্তিদেবী, তাঁহাকে শ্রীগোরা-শশীপদে সমর্পণ করিয়া দেন। সেই হইতে, তিনি ক্রমে ক্রমে উন্নতির চরম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমে মাতয়ারা হওত, নানা দেশ ও জনপদ, কৃপাকটাক্ষে ধন্য করিয়া, এক্ষণে শ্রীব্রজধামে আসিয়া বাস করিতেছেন।

তিনি মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, শ্রীব্রজের ভক্ত-মণ্ডলীকে মহাসুখী করিতেছেন।

এই মহাত্মা, আমাদের শ্রীতত্ত্বকিরণ-কণা পাঠ করিয়া, মুগ্ধ হন, এবং বারম্বার মহোল্লাস প্রকাশ করিয়া, কহেন যে, "আমার চির দিনের সন্দেহ, আজ দূর হইল।" এই ঘটনার কিছু দিন পরে, তিনি একখানি ইংরেজিপত্র ও একটী ইংরেজিকবিতা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশমানসে আমাদিগকে দেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, ঐ পত্র ও কবিতা, শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকার সহিত মুদ্রিত হয়। তিনি মহাজন। তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করা, আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। একারণ, আমরা তাঁহার পত্র ও কবিতা, এই পরিশিষ্টে প্রকাশ করিলাম। পত্রখানিতে আমাদের সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, সুতরাং পত্রখানি প্রকাশ না করাই ভাল ছিল। কিন্তু কি করি, এক দিকে শিষ্টাচার বিরুদ্ধ কার্য্য, অন্য দিকে ভক্তাদেশ। আমরা, অনেক ভাবিয়া, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া, শ্রীভক্তাদেশেরই প্রাধান্য উচ্চতর মনে করিলাম। ইহাতে আমাদের যেন কোন অপরাধ না হয়। বিশেষতঃ পত্র ও কবিতা প্রকাশে, ভুবনতারণ শ্রীপ্রভু পাদের অভিমতি আছে।

শ্রীপত্র।

. SriSriKrishna Chaitanya Chandra.

To The Editor of

Prembhakti Chandrika.

Respected Sir,

With most cordial and affectionate gratitude, I submit this piece of poem, to your kind hand. If you benignly allow this piece of poetry, to be annexed, to your Sacred Book, which, I believe, bears testimony of SrimánMaháprabhu Sri Krishna ChaitanyaDeb's mercy and benignity, showered upon you, for the good of the whole World, I shall feel much obliged for ever; because, I love to be known and immortalized. as a servant. of the innumerable Servants, of Our Lovely Lord Sri Gauranga. I pray to Him that His glory, sung in your Book, may be received and respected by all my brethern —all human souls. As I write this piece of poetry, being affected by reading the introductory part of your Book, I consider this to be yours. It has removed my long lingering doubts and confirmed my faith that the Human Soul bears immortal relation with her Lovely Lord—the Soul of Souls—the all Loving—most Lovely and ever Loving Sweetest Lover—whose charming flute always sings sweetest and most lovely songs, for making all souls—His Own mates, entirely and eternally happy and blissful.

I have the honour to be,

Sir,

Your most obedient servant

পরম হংসাবধূতঃ পরিব্রাজকাচার্য্যঃ
স্বামীবালকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দঃ বিজয়-
রাধিকানন্দঃ ব্রজবালা সরস্বতীঃ।

শ্রীকবিতা।

God is Love.

A PSALM.

Remember, brother dear ! approaching Death,
And tell good name of God, with every breath ;
Breathe in and out His most holy-sweet name,
His glory sing and sing His sacred fame ;
You are with Him and He with you, in love,
Just like your glove and hand & hand & glove ;
Know, Human Soul and God—a pair of doves,
She loves Him best and her He ever loves ;
When the female dove falls in world's dread snare,
Comes the male, as Spiritual Guide, here ;
He tears the net soon, how strong it may be,
And most gladly sets her, 'gain solely free ;
He lovingly embraces her and they
Flee off at once to Heaven fully gay ;
Oh ! Only then and there, she does obtain,
Her long lost—pure—eternal bliss again ;
Her sweetest mate, with sweetest flute, does sing
Most cheerful and most charming songs, that bring
Most graceful Fairies round about anon,
Sing welcome songs and flutes they play upon.
All sing and dance and dance and sing, with joy,

Nor woe nor envy does their bliss alloy;
Around that place of perfect bliss does flow,
A stream of nectar sweet, soft breezes blow;
Here e'er green—shady—flowery trees grow,
Reigns everlasting Spring, fresh verdures glow;
There graceful shrubs and charming bowers shine,
Lo! Tops of trees all earth-ward best incline;
As if, to make a bow to Lovely Lord,
All souls His glory sing, with one accord;
Most graceful cows and calves, strong mighty bulls,
Sheep, buffaloes, one Shepherd over rules;
With His enchanting flute and play-fellows,
He keeps them all, in pasturing meadows,
They dance and sing, and sing & dance, and play,
In these abodes of Love, in dust and clay;
With Him, they play most gayfully, all day long,
Look! Now they dance and play, now sing sweet song;
Hark! Hush! Behold! The Self-same Shepherd sings,
And plays upon His flute, His playmate brings;
Oh! Hurry winds listen and cease to blow,
And the current streams bustling backward flow;
How graceful He! How charming voice I hear,
Here all description fails, "come near; come near"
The voice again and o'er again declares,
With cheerfnl side-long look, at me He stares;
Him I forgot so long,—my Lovely Guide—
Soul of my soul—Life's inmost current tide.
My loving Lord! On me, Thy mercy shower,
Save me anon, my Love! Thou hast this power,
I now resign to Thee, accept Thou me,
Thy lovely face and eyes I love to see;
How fain would I follow Thee, if I could,
And ramble with Thee in the lovely wood.

Oh ! How and when and why have I lost Thee ! !
I did not know and could not clearly see !
Now ! Alas ! I see the cause of my fall,
'Tis selfishness—the root of evil all !
Soon may I meet again—my Lord and Love !
And stick to Thee, for e'er, as dove to dove.

Paramhansa abadhuta, Pariprajakacharjya,
Svami Balkrishna, Sachchidanada,
Bijay Radhikananda, Brajabala Sarasvati.
Brindaban.



শ্রীদ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

১২ পৃষ্ঠা—কর্ম্মজ্ঞানাদিতে স্বসুখ কামনা আছে। যে স্বসুখ কামনাবশে, আমরা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সান্নিধ্য হারাইয়াছি, তাহা শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার উপায় হইতে পারে না। অতএব কর্ম্মযোগ আমাদের আলোচ্য নহে। সসীম কার্য্যের ফলও সসীম, ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, জীবগণ বিধিভক্তি আচরণ করিয়া ত অনন্ত কালের জন্য শ্রীবৈকুণ্ঠাদি ধাম লাভ করে, তবে সসীমকার্য্যের ফল সসীম কেমন করিয়া বলিব। ইহার উত্তর—ঐ বিধিভক্তি কার্য্যে শ্রীভগবৎ কৃপা আসিয়া ঐ সসীম কার্য্যের ফলকে অসীম করিয়া তুলেন।

৩৫ পৃষ্ঠা—৩য় কবিতা। সদ্ম=গৃহ।

৪৯ পৃষ্ঠা—৬ষ্ঠ „ । যে সে ব্যক্তি অধম লোকের বন্ধু হইতে পারেন না। শ্রীগুরুদেবের এতই কৃপা যে, তিনি অধম জনের বন্ধু হইতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত নহেন। ইহাতে শ্রীগুরুদেব যে অতি পবিত্র ও অতি উদার, তাহাও ধ্বনিত হইল।

লোকের জীবন = ত্রিলোকস্থ সর্ব্বভক্ত জনগণের জীবন অর্থাৎ অতি প্রিয় ও আদরের দ্রব্য।

পদছায়া = শ্রীচরণের ছায়া অর্থাৎ কল্পতরু রূপ চরণের আশ্রয় দাও। আমি ত্রিতাপে তাপিত, ঐ ছায়ায় অর্থাৎ তোমার করুণামূলক আশ্রয়ে, শীতল হইব।

৫২ পৃষ্ঠা—৮ম কবিতা—জয় সনাতন রূপ = শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী পাদদ্বয় দুই সহোদর। তাঁহাদের উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ কর্ণাট দেশের রাজা ছিলেন। তাঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাঁহারা গৌড়ের নবাব শ্রীমহম্মদ সার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায়, উচ্চ পদাদি ত্যাগ করেন। শ্রীপ্রভু তাঁহাদিগকে বিশেষ কৃপা করিয়া, শক্তি সঞ্চার করত, ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে, ভক্তি প্রচারের ভার দেন। তাঁহারা শ্রীপ্রভুর আদেশ মত, শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিতি করেন। তথায় থাকিয়া, লুপ্ত লীলাস্থল সকল প্রকাশ—নানা শাস্ত্র মন্থন করিয়া ভক্তি শাস্ত্রাদি প্রণয়ন এবং শ্রীবিগ্রহগণের সেবা প্রচার করেন। তাঁহাদের শ্রীবল্লভ নামে আর এক সহোদর ছিলেন। তিনিও বৈষ্ণব জগতের

প্রাণ ছিলেন। তাঁহারই পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী পাদ। এই শ্রীগোস্বামী পাদত্রয় সর্ব্বাপেক্ষা বহু সংখ্যক শ্রীভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শ্রীরূপ সনাতন, ম্লেচ্ছের অধীনে কর্ম্ম করিতেন বলিয়া, আপনাদিগকে অতি হেয় মনে করিতেন। ফলতঃ, তাঁহাদের দৈন্য জগতের আদর্শস্থানীয় হইয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের আরও সহোদর ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা বৈষ্ণব জগতে পরিচিত নহেন।

যুগল উজ্জ্বলময় তনু = শ্রীরাধাগোবিন্দের মধুর রসময় তনু অর্থাৎ মধুররসাশ্রিতরসিক ভক্ত ছিলেন।

প্রকট কল্পতরু যনু = যেমন কল্পতরুর সেবা করিলে, সকল সুখ লাভ হয়, সেইরূপ এই দুই সহোদর প্রণীত শ্রীভক্তি শাস্ত্রের আলোচনা ও তাঁহাদের প্রকাশিত শ্রীরাধামদনমোহনাদি শ্রীবিগ্রহ দর্শনে সর্ব্বলোক কৃতকৃতার্থ হয়।

৫৯ পৃষ্ঠা—১৫ শ কবিতা—অসৎ সঙ্গতি ইত্যাদি—যাহারা শাস্ত্র বিরুদ্ধ স্ত্রীসঙ্গী এবং যাহারা শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত নহে, তাহাদেরই সঙ্গ অসৎ বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

মধ্যলীলা—২২শ পরিচ্ছেদ ;—

অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার

স্ত্রী সঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর।

অন্য গীতা=ভক্তি বিরুদ্ধ শাস্ত্রাদি। যথা দেবী গীতা ইত্যাদি।

৬০ পৃষ্ঠা—১৬ শ কবিতা—গিরিবর=শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বত। ইহা সকল পর্ব্বত হইতে শ্রেষ্ঠ। কেননা ইহা শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বিশেষ। কথিত আছে, পূর্ব্বে শ্রীগোবর্দ্ধনগিরিরছায়া শ্রীমথুরায় পড়িত। কিন্তু, এক্ষণে গিরিবর ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছেন।

৬১ পৃষ্ঠা—১৮শ কবিতা—কৃষ্ণভক্তঅঙ্গদর্শনাদি প্রেমভক্তির পরমকারণ অর্থাৎ এই সকল হইতেই প্রেম-ভক্তি লাভ হয়।

৬৩ পৃষ্ঠা—১৯শ কবিতা—উপালম্ভ=জ্ঞান, উপলব্ধি।

৬৬ পৃষ্ঠা—২২শ কবিতা—মোহ ইষ্টলাভ বিনে=শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেমসেবারূপ ইষ্ট লাভ ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে মোহকে নিযুক্ত করিব। মোহের কার্য্য ভুলে থাকা। সুতরাং অন্যান্য সকল বিষয় ভুলে থাকিব—কেবল ভুলিব না কি? না, শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমসেবারূপ ইষ্টলাভ। যে মদের কার্য্য আপনার গুণ গান করা,

তাহাকে তাহা হইতে ছাড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণের গুণ গানে নিযুক্ত করিব।

যথা তথা—যার যে স্থল উপযুক্ত, তারে সেই স্থলে।

৬৮ পৃষ্ঠা—২৪শ কবিতা—মনের ভিন = মন হইতে পৃথক করিব অর্থাৎ মনোমধ্যে আর থাকিতে দিব না।

৬৯ পৃষ্ঠা—২৭শ কবিতা—কুটিনাটী = কোন শাস্ত্রীয় কথা লইয়া মিছা ছল ধরিয়া তর্কবিতর্ক আদি। অন্য পরিপাটী = অন্য শৃঙ্খলা; ব্যবস্থা; শ্রীকৃষ্ণ ভজনপ্রণালী ব্যতীত অন্যান্য পন্থা বা গতি।

৭৫ পৃষ্ঠা—৩২শ কবিতা—সর্ব্বথা হইয়া নির্ভয় = শ্রীভগবান কৃপা করিয়া আপন সেবা দিবেনই দিবেন, এই বিশ্বাস থাকিলে, আর কোন বিষয়ে এবং সংসার কাল হইতেও, ভয় থাকে না। অসৎ ভোলে = অনিত্য ভ্রমে অর্থাৎ মায়া কল্পিত ভ্রমে।

৭৫ পৃষ্ঠা—৩৩শ কবিতা—কাম = জীব যে নিজ সুখ-কামনা করিয়া, ধর্ম্ম কর্ম্মাদি করে, ইহাও ঐ ভ্রমের কার্য্য। এই কামনা হইতে, তাহার শ্রীকৃষ্ণ সান্নিধ্য চ্যুতি হইয়াছে, সুতরাং আবার কামনা, ভ্রমই বটে এবং তাহা তিমিঙ্গিলের সহিত তুলিত হইয়াছে।

৭৬ পৃষ্ঠা—৩৪শ কবিতা—বৈষ্ণবাপরাধ ও নামাপরাধ। বৈষ্ণবাপরাধ হইলে, শ্রীনামের স্মরণে নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু নামাপরাধ হইলে, শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপা ভিন্ন উপায় নাই।

৭৭ পৃষ্ঠা—৩৬শ কবিতা—পরম দেব = পরমেশ্বর। সর্ব্ব অবতারী। শ্রীনন্দনন্দনকৃষ্ণচন্দ্র। সেবা দিয়া কর অনুচর = কেবল অনুচর হইতে চাহিতেছেন না; সেবাধিকারী অনুচর অর্থাৎ দাস হইতে চাহিতেছেন।

৭৮ পৃষ্ঠা—৩৭শ কবিতা—কামে অর্থাৎ স্বসুখ কামনায়। তোমার সুখ কামনা করাই, যে আমার মঙ্গল-জনক-পরম-ধর্ম্ম, তাহা আমার মন মানে না অর্থাৎ বিশ্বাস করে না, কেননা স্বসুখ কামনায়, সে মৃত হইয়াছে।

সর্ব্বজনা = তোমার পরিকর সকল।

৭৮ পৃষ্ঠা—৩৮শকবিতা—পতিত = স্বসুখকামী হইয়া, তোমা হইতে আমি যত দূরে গিয়া পড়িয়াছি, এমন আর ত্রিভুবনে কেহই পড়ে নাই।

পাবন = নির্ম্মল অর্থাৎ স্বসুখ কামনা শূন্য।

৭৯ পৃষ্ঠা—৩৯শ-কবিতা—দুখী = তুমি সুখময়। তোমা হইতে আমি বহু দূর আসিয়াছি, সুতরাং আমার

সুখও একেবারে কমিয়া গিয়া, মহা দুঃখী হইয়া পড়িয়াছি। কর সুখী = তোমার নিকটে লইয়া গিয়া, তোমার সেবায় আমাকে নিযুক্ত করিয়া, আমাকে সুখী কর।

৮১ পৃষ্ঠা—৪৩শ কবিতা--শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণ সেবন, তাঁহাদের চরণ চিন্তা, তাঁহাদের মনের ভালবাসা, তাঁহাদের রূপ ও তাঁহাদের লীলারীতি যেন সতত আমার মনে থাকে।

৮২ পৃষ্ঠা—৪৪শ কবিতা—হে কিশোর কিশোরি! হে ব্রজ রাজ কুমার শ্যাম! হে বৃষভানু নন্দিনি! (যাঁহার নাম শ্রীরাধিকা) হে রামামনোহারী শ্রীকৃষ্ণ! তোমাদের চরণ পদ্মে, দন্তে তৃণ ধরিয়া, আমি আত্ম নিবেদন করি।

৯১ পৃষ্ঠা—৫০শ কবিতা—শ্রীমতীর সখীগণের মধ্যে, কেহ প্রিয়া, কেহ শ্রেষ্ঠা, কেহ নর্ম্ম ইত্যাদি নামে নিজ নিজ ভাব ও অধিকার মত,—অভিহিত হন।

৯৫ পৃঃ—৫২শ কবিতা—রূপেগুণেডগমগী = মহারূপবতী ও মহাগুণবতী হইব।

১০১ পৃঃ—৬০ঠি কবিতা—বৈদগধি অবধি সুবেশ = বেশ রচনা এতই সুন্দর যে, তাহাতে বৈদগধির

(বৈদগ্ধির) অর্থাৎ বেশাদি রচনাপ্রণালীতে বিচক্ষণতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ হইতেছে।

১১০পৃঃ—৬৮ঠি কবিতা—নাটুয়ারনাট = ঐন্দ্রজালিকের (বা অভিনেতার) অভিনয় অর্থাৎ ভোজবাজির খেলা। হেন মায়া = এসংসারের সুখাদি অনিত্য; ইহা যে কিছুই নহে, তাহাও সময়ে সময়ে বেশ অনুভূত হয়, তথাপি আমরা তাহাতে মোহিত হইয়া, উহাকে নিত্য ভাবি এই মায়া যিনি করেন, তিনিই পরমেশ্বর।

ঐ—৬৯র কবিতা—পুণ্য মুক্তি = এই দুই বিষয়ে স্বসুখ কামনা আছে, সুতরাং এ দুই দ্বারা, শ্রীকৃষ্ণ সান্নিধ্য লাভ ঘটিতে পারে না। অতএব শ্রীবৃন্দাবন যাত্রীর এ দুইই ত্যজ্য।

১১৫ পৃঃ—৭৫র কবিতা—রোদন করিব ইত্যাদি = শ্রীকৃষ্ণ রূপ দর্শনে, শ্রীমতীর আনন্দ রোদন হয়। আমি সেই আনন্দ রোদন অভিলাষ করি। অথবা শ্রীকৃষ্ণ রূপ দর্শন অভিলাষের জন্য রোদন হয়, অথবা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণই এই যে, তাহাতে হাসি কান্না মিশ্রিত আছে। এই প্রেম, শ্রীরূপ গোস্বামী পাদ বিষামৃত বলিয়াছেন আবার, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পাদ

ইহাকে তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণের সহিত তুলনা করিয়াছেন। অতএব আমি রোদন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমজাত রোদন অভিলাষ করি।

এই কবিতার প্রথম দুই চরণে, শ্রীরাধারূপ এবং শেষ দুই চরণে, শ্রীকৃষ্ণরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

১১৮পৃঃ—৭৯শি কবিতা—লুবধভ্রমর যেন ইত্যাদি = যেমন ভ্রমর দিবানিশি পুষ্প মধু পান করিয়াও, তৃপ্তি লাভ করে না—যত পান করে, ততই পান ইচ্ছা বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ প্রেমভক্তিরীতি অর্থাৎ যাঁহারা প্রেমভক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের যুগল সেবা সুধাস্বাদনে, কিছুতেই আশা মিটে না। . আবার, যেমন চকোর চন্দ্রকিরণের সুধা ভিন্ন আর কিছু পান করে না, যেমন পতিব্রতা নারী পতি ব্যতীত অন্য পুরুষকে মনেও স্থান দেন না এবং যেমন দরিদ্র জন, ধন লাভ করিলে, সে ধন হইতে তাহার মন ক্ষণকালের জন্য অন্যত্র যায় না কিম্বা যেমন দরিদ্র লোকের মন, কেবল ধনের দিকেই থাকে, সেইরূপ, প্রেমভক্তি লাভকারী শ্রীযুগলসেবাদি ভিন্ন, অন্য কোন বিষয়ে, ইচ্ছা করেন না কিম্বা মন দেন না।

১১৮ পৃঃ—৮০শি কবিতা—বিষয়=ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়।

১১৯ পৃঃ—৮২শি কবিতা—অজ্ঞানবিমুগ্ধ=মায়ামোহিত।

সতমত=সাধুগোস্বামীপাদগণের মহাপ্রভু প্রদর্শিত ভক্তি পথ।

অহঙ্কারে ইত্যাদি=আপনি যে কৃষ্ণদাস, তাহা অহঙ্কারে ভুলিয়া গিয়াছে।

১২৪ পৃঃ—৮৮শি কবিতা—করয়ে লোচন পান=সাধকের নয়নযুগল শ্রীরাধাগোবিন্দরূপামৃত পান করে অর্থাৎ দর্শন করে।

রতন বেদীর পর=শ্রীবৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষ তলে, যোগপীঠস্থ রত্নসিংহাসনের উপর। এস্থান বেদ অগোচর।

১২৪ পৃষ্ঠা—৮৯ই কবিতা—এ প্রকার ভজন অতি দুর্লভ, ইহা শ্রীগুরু কৃপা ভিন্ন কদাচ লাভ হয় না।

ভব বন্ধে—ভবের বন্ধনে অর্থাৎ মায়ার পাশে।

১২৫ পৃষ্ঠা—৯০ই কবিতা—অপবর্গ=মোক্ষ।

কি স্বর্গ ভোগ, কি মোক্ষ ভোগ, কি সংসার ভোগ, কি নরক দুঃখ ভোগ, কি জন্ম, কি বিকার অর্থাৎ কৃষ্ণ দাস্য রূপ স্বরূপ হইতে অন্য প্রকার হওয়ন, এ সকলই জীবের সর্ব্বনাশ। শ্রীকৃষ্ণ ভজন না করিলে, এ সব কিছুতেই যায়

না। যত দিন, শ্রীকৃষ্ণ বিমুখ থাকা যায়, তত দিন ঐ সকলের কোন না কোনটিকে; ভোগ করিতেই হয়।

১২৫ পৃষ্ঠা—৯১ই কবিতা—দেহে আস্থা করিলে, যমদণ্ড পাইতে হয়। কর্ম্ম, দুঃখ-সাগরে লইয়া ফেলে। অতএব দেখিয়া ও শুনিয়া, ভক্তি শাস্ত্র মত, শ্রীরাধাগোবিন্দের চরণে, রতি কর। সকল মঙ্গল লাভ করিবে।

ঐ ৯২ই কবিতা—যেমন বিষ ভক্ষণ করিলে, শরীরের চৈতন্য নষ্ট হয়, সেইরূপ, জ্ঞান কাণ্ড ও কর্ম্ম কাণ্ড আচরণ করিলে, আত্মার শ্রীকৃষ্ণ দাস্য-রূপ চেতনা থাকে না, সুতরাং জীবাত্মা, আমি একজন, এই অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া, বিবিধ কর্ম্মাদি করে ও তাহার ফল স্বরূপ নানা দেহ ধারণ করে। অতএব যে ব্যক্তি দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়াও, শ্রীরাধাগোবিন্দ ভজন না করিয়া, জ্ঞান কর্ম্মাদিতে রত হয়, তাহার সে জন্ম, অধঃপাতে যায়, অর্থাৎ বৃথায় নষ্ট হইয়া যায়।

১২৬ পৃষ্ঠা—৯৩ই কবিতা—ভরমে করয়ে ধ্যান = মায়া কল্পিত ভ্রমে পড়িয়া, নানা বিষয়ের ধ্যান করে।

স্বসুখ কামনা করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করাই ভ্রম; সে তাহাই ধ্যান করে। সুতরাং তাহার তুচ্ছ জীবন বৃথায় যায়।

১২৬ পৃষ্ঠা—৯৪ই কবিতা—যে ব্যক্তি নানা প্রকারে অজ্ঞান হইয়া জ্ঞান কর্ম্ম করে—ভক্তি যোগ জানে না, তাহার কথা শুনিব না। পরমার্থ তত্ত্ব যে প্রেমভক্তি, তাহাই জানিব। কেন না, প্রেম-ভক্তিই ভক্তগণের প্রাণ স্বরূপ অতি প্রিয়।

১২৮ পৃষ্ঠা—৯৮ই কবিতা—শ্রীরাধাগোবিন্দ যে পরস্পর পরস্পরের লীলা রস গান করেন, তাহাই তাঁহা-দের প্রাণ অর্থাৎ অতি প্রিয়। তাঁহাদের পরস্পর পরস্পরের লীলারস গানের যে অভি-লাষ আছে, সেই অভিলাষ পাইবার জন্য আমি প্রার্থনা করিব অর্থাৎ আমিও শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা রস গান করিবার অভিলাষ বিশিষ্ট হইব।

১২৯ পৃষ্ঠা—১০০ত কবিতা—পরমেশ্বরের তত্ত্ব নিরূপণ করা, মনুষ্যের অসাধ্য। যাহা অসাধ্য, তাহা লইয়া, সময় অতিবাহিত করা বিফল। একারণ, ব্রজপুরে যে প্রেম সত্য বলিয়া, নিরূপিত হইয়াছে, এবং যে প্রেমই পরম তত্ত্ব, সেই প্রেমেরই সানুরাগে ভজনা কর।

১৩০ পৃষ্ঠা—১০২য় কবিতা—প্রেমভক্তি সখী অনুচরী=
সখীর অনুগত হইলে, প্রেমভক্তি লাভ হয়।

ঐ ১০৩য় কবিতা—মন শুদ্ধি=মন, স্বসুখ কামনা রূপ
মলিনতা দূর হইলে, শ্রীকৃষ্ণসুখকামনাময় হয়।
যেক্ষণে, স্বসুখইচ্ছা চলিয়া যাইবে, সেই ক্ষণেই,
হৃদয়ের ব্যথা যাইবে।

১৩১ পৃষ্ঠা—১০৪র্থ কবিতা—বিষয় বিপত্তি জান=ইন্দ্রিয়
গণের নিজ নিজ গ্রাহ্য বিষয়ই, বিপত্তি বলিয়া
জান। কেন না, যত দিন বিষয় সম্বন্ধ থাকিবে
ততদিন মনের চিন্ময় তত্ত্বের অনুভব হইবে না ও
সে শ্রীবৃন্দাবনের ভাবও বুঝিতে পারিবে না।

যথা,

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন।

শ্রীঠাকুর মহাশয়।

১৩১ পৃষ্ঠা—১০৫ম কবিতা—রাধিকাচরণ রেণু ইত্যাদি=
ইহা অন্তশ্চিন্তিত দেহের কথা বলিতেছেন।

১৩১ ও ১৩২ পৃষ্ঠা—১০৬ঠ কবিতা—শ্রীরাধানামই,
শ্রীকৃষ্ণের সুখ বিলাসের সমুদ্র স্বরূপ; অর্থাৎ
শ্রীরাধা নাম, শুনিয়া বা কহিয়া, শ্রীকৃষ্ণের যে সুখ
হয়, তাহার সীমা নাই।

বঞ্চিত করিল মোরে বিধি=ইহা অতি খেদে বলিতেছেন। যেমন সাধারণ লোক বলিয়া থাকে। নতুবা বিধির প্রেমভক্তি দিবার অধিকার কোথায়? যাঁর দিবার অধিকার নাই, তিনি বঞ্চিত করিবেন কিরূপে?

১৩৩ পৃষ্ঠা—১০৯ম কবিতা—দেহ, গেহ, পরিজন সম্বন্ধে শ্রীগুরুদেব যে উপদেশ বাক্য বলেন, তাহা মহৎ—অর্থাৎ তিনি বলেন এ সকলে আস্থা করিও না, কেন না এ সবই অনিত্য—অতএব নিত্য বস্তু যে প্রেমভক্তি, তাহাতেই মন ডুবাও।

১৩৭ পৃষ্ঠা—১১৫শ কবিতা—স্ত্রীপুত্রবালক ইত্যাদি= এজন্মে কতক মরে, আর জন্মে কতক, এইরূপ বহু বহু জন্মে কত শত হয়।

ঐ—১১৬শ কবিতা—যদি জন্ম হয় ইত্যাদি=শ্রীঠাকুর মহাশয়ের দৃঢ় বিশ্বাস যে, আর জন্ম হইবে না। তথাপি যদি জন্ম হয় পুনঃ ইত্যাদি কহিয়া, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের সহিত তাঁহার যে গূঢ় ভালবাসা ছিল, তাহাই প্রকাশ করিলেন। ইহার অর্থ এরূপও হইতে পারে যে, শ্রীঠাকুর মহাশয় কহিলেন, এবার যেমন ভগবৎ ইচ্ছায় তাঁহার কার্য্যের জন্য, ইহ সংসারে আসিলাম, এইরূপ

আবার যদি কখনও আসিতে হয়, তবে যেন, এবারের মত, আবার শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গে আসি। কিন্তু এরূপ অর্থ করিলে, লৌকিক লীলা থাকে না।

১৩৮ পৃষ্ঠা—১১শ কবিতা—প্রণমহু ভক্তের চরণে। সবার চরণে, এরূপ পাঠও শুনিতে পাওয়া যায়। এপাঠ আরও ঔদার্য্যব্যঞ্জক। কিন্তু আমরা আদর্শ পুস্তকের পাঠই গ্রহণ করিলাম।